পথের

সাথী

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব
প্রণীত

—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ—

—ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ—

অযাচক আশ্রম

ডি৪৬/১৯বি, স্বরূপানন্দ স্ট্রীট, বারাণসী-১০

চতুর্থ সংস্করণের নিবেদন

বাংলা ১৩২০ কি ১৩২২ সালে শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেবের "পথের সাথী" প্রথম বাহির হয়। মূল্য ছিল ছয় পয়সা। পরে ঐ পুস্তিকা "কর্ম্মের পথে" সপ্তম সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। "পথের সাথী" এভাবে বিলুপ্ত হয়।

কিন্তু যে মূল আধার হইতে "পথের সাথী" আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের রচিত সমুদ্রতরঙ্গ-তুল্য সীমাসংখ্যাহীন সেই পত্রাবলির আধার অফুরন্ত সম্পদ। তাহা হইতেই বাণী সঙ্কলন করিয়া পুনরায় ১লা কার্ত্তিক, ১৩৬৩ সালে "পথের সাথী" নূতন করিয়া আবির্ভূত হইল। এই সকল বাণী বাংলা ১৩৬২ সালে ফাল্গুন মাস হইতে ১৩৬৩ সালের আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত লিখিত পত্রসমূহ হইতে সঙ্কলিত। পথের সাথী তৃতীয় সংস্করণ বাংলা ১৩৮৪ পৌষ মাসে প্রকাশিত হয়। পথের সাথী তৃতীয় সংস্করণে মুদ্রিত গ্রন্থেরই হুবহু পুনর্মুদ্রণ চতুর্থ সংস্করণে প্রকাশিত হইল। গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়া আমরা পরমপ্রভুর চরণে কৃতজ্ঞ। ইতি—

১লা ফাল্গুন, ১৩৯১।

বিনীত নিবেদক—
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
ব্রহ্মচারী স্নেহময়

অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬।১৯বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,
বারাণসী-২২১০১০

পঞ্চম সংস্করণের নিবেদন

ভক্তগণের পরমারাধ্য শ্রীশ্রীবাবামণি, অভিক্ষু সন্ন্যাসী, আজন্ম ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারী ও ব্রহ্মচর্য্যের প্রচারক, চরিত্রগঠন আন্দোলনের

স্রষ্টা, আচণ্ডাল ব্রাহ্মণে ব্রহ্মগায়ত্রী ও প্রণব মহামন্ত্রের অধিকার প্রদাতা, অখণ্ডসংঘ, অযাচক আশ্রম ও দি মালটিভারসিটির প্রতিষ্ঠাতা পরমপূজ্যপাদ অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেবের অমূল্য উপদেশামৃত সংকলন-গ্রন্থ 'পথের সাথী'র পঞ্চম সংস্করণ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইল– ইহা আমাদের ও পাঠকবর্গের নিকট এক আনন্দ-সংবাদ। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীবাবামণির অপার করুণায় ইহা সম্ভব হইল, সেই জন্য তাঁহার শ্রীচরণে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি।

মানব জীবনের সার্থকতা নিঃস্বার্থ জগৎকল্যাণ সাধনে, নিষ্কাম সর্ব্বজন প্রীতিতে এবং পরমকল্যাণময় পরমেশ্বরের একনিষ্ঠ আরাধনায়। এই সার্থকতা লাভের প্রধান সোপান চরিত্রগঠন। সুদৃঢ় চরিত্রবল ব্যতীত সার্থকজীবন অসম্ভব। সুগঠিত চরিত্র লাভের পথে 'পথের সাথী' গ্রন্থের সকল উপদেশই অনন্য অত্যাবশ্যক ও সদা স্মরণীয়। ও সদা পালনীয়।

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীবাবামণির মানস কন্যা পরমপূজনীয়া আশ্রম মাতা ব্রহ্মচারিণী সাধনাদেবীর অক্লান্ত ও একনিষ্ঠ প্রয়াসে এই সকল গ্রন্থ প্রকাশ সম্ভব হইয়াছে। আজ তাঁহার শ্রীদেহের অনুপস্থিতিতে তাঁহার শ্রীহস্ত রচিত নিবেদন হইতে আমরা বঞ্চিত হইতেছি, কিন্তু তাঁহার স্নেহাশীর্ব্বাদ সর্ব্বদা আমাদিগকে শক্তি ও প্রেরণা দিয়াছে এবং দিতেছে ইহা আমাদের স্থির বিশ্বাস।

'পথের সাথী' গ্রন্থের পঞ্চম সংস্করণটি ইহার চতুর্থ সংস্করণের হুবহু পুণর্মুদ্রণ। ইতি—পৌষ ১৪০৯।

অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬।১৯বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,
বারাণসী-২২১০১০

বিনীত
সন্ন্যাসিনী সংহিতা দেবী
ব্রহ্মচারী স্নেহময়

পথের সাথী

(১)

অতীতের পাপের জন্য অকপটে অনুতপ্ত হও এবং ব্যাকুল অন্তরে সর্ব্বমঙ্গলনিলয় শ্রীভগবানের চরণে প্রার্থনা কর মার্জ্জনা, প্রার্থনা কর সবলতা, প্রার্থনা কর নিষ্পাপ সূর্য্যকরপ্রদীপ্ত পুণ্যময় জীবন। অন্ধকার তোমার পাপের জন্ম দিয়াছে, জীবনকে জ্ঞানের আলোকে ঝলসিত করিয়া পাপকে পরাভূত কর। হতাশা যাও ভুলিয়া, অনন্ত তৃপ্তিময় সুন্দর ভবিষ্যতে কর বিশ্বাস, বর্ত্তমানের সহস্র বিরোধিতাকে পরাজিত করিয়া দিগ্বিজয়ী বীরের মত দৃঢ়পদে অগ্রসর হইবার শক্তি কর অর্জ্জন। কৃতজ্ঞ হও ভগবচ্চরণে এই ভাবিয়া যে, ইহা অপেক্ষাও দুর্ল্লঙ্ঘ্যতর বাধার শৈলমালা তোমাকে ঘেরিয়া ধরে নাই, কৃতজ্ঞ হও এই জন্য যে, ইহা অপেক্ষাও জঘন্যতর জীবন তোমাকে যাপন করিতে হয় নাই; নামিতে নামিতে যেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছ, সেখান হইতেও অনেক নিচে এত দিনে নামিয়া যাইতে পারিতে। কাঁহার স্নেহের দৃষ্টি তোমাকে টানিয়া রাখিয়াছে? কাঁহার করাঙ্গুলির কোমল পরশ এখনো তোমার হৃদয়খানাকে অনুভূতিহীন প্রস্তরে পরিণত হইতে

দেয় নাই? কাঁহার দিব্য চেতনা এখনো তোমার মনের কোণে ক্ষণে ক্ষণে বিবেক-বুদ্ধি-বিচারকে জাগাইয়া তুলিতেছে? নিজের ভ্রমের জন্য অনুতপ্ত হও, ভগবানের করুণার জন্য কৃতজ্ঞ হও। অনুতাপ যখন কৃতজ্ঞতার হাত ধরিয়া চলে, তখন সে চিত্তকে শুদ্ধ এবং মনকে ঋদ্ধ করে, তখন সে সুপ্ত শক্তিকে প্রবুদ্ধ করে।

(২)

জীবনে তোমার আসুক শান্তি, আসুক সুখ, জীবনে তোমার আসুক তৃপ্তি, আসুক প্রেম; জীবনে তোমার আসুক নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ আত্মপ্রসাদ। জানিও এই সকল প্রাপ্তির মূলে রহিয়াছে তোমার শ্রীভগবানের চরণে নির্ব্বিচারে আত্মসমর্পণ করিয়া চলিবার একাগ্র আগ্রহ ও অনির্ব্বাণ নিষ্ঠা। ভগবানকে যে আপন করিয়াছে, ত্রিজগতে তাহার অপ্রাপ্য কি?

(৩)

ক্ষণভঙ্গুর জীবনকে অনন্তকালবিসর্পী করিতে হইবে। ইহাই তোমার লক্ষ্য হউক। স্বল্পকালস্থায়ী সুখকে অনন্তকাল স্থায়ী করিতে হইবে। ইহাই তোমার চেষ্টা হউক। মায়া-মরীচিকাকে মিথ্যাত্বমুক্ত করিয়া সত্য জীবনের সূচনায় কর পরিণত। বিষকে বিষমুক্ত করিয়া রূপান্তরিত কর তাহাকে অমৃতে। পাপকে পুণ্যে, অধর্ম্মকে ধর্ম্মে, দুর্ব্বলতাকে বলে, সংশয়কে সুনিশ্চিত বিশ্বাসে, দোদুল্যমানচিত্ততাকে অবিচল নিষ্ঠায় পরিণত করিয়া ইহাদের কর নিশ্চিহ্ন। কি হইবে তাহার কৌশল, তাহা নিজ অন্তরে অনুসন্ধান কর। নিজের নিকটে নিজে সরল হও, নিজের হৃদয় নিজের নিকটে উন্মুক্ত করিয়া দিয়া আত্ম-পরিচয় লও, নিজের

প্রতি কর্ম্ম-বাক্য-চিন্তার নিজে হও জাগ্রত সাক্ষী। নিজে হও নিজের ন্যায়দর্শী বিচারক, নিজে হও নিজের অপক্ষপাত শাসক, নিজে হও নিজের আসক্তিবর্জ্জিত পুরস্কার। তোমার দুই দিনের ভঙ্গুর জীবন ক্ষয়লয়হীন অনন্ত-জীবনে পরিণত হওয়া কঠিনও নহে, অসম্ভবও নহে।

(৪)

জীবের দুঃখ এবং দুর্গতি হরণে তোমাদের সকল চেষ্টা এবং যত্ন, প্রজ্ঞা এবং প্রতিভা প্রযুক্ত হউক। দুঃখ দূর করার অপেক্ষাও দুর্ম্মতি দূর করিবার দিকে লক্ষ্য অধিক দাও। কারণ, মানুষের দুঃখ তাহার দুর্ম্মতি হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। দুর্ম্মতি দুঃখের জননীই মাত্র নহে, সে একাধারে তাহার মাসী, পিসী, ভগিনী এবং প্রণয়িনী। দুঃখের সহিত দুর্ম্মতির এমন জঘন্য সম্পর্ক বলিয়াই দুর্ম্মতিকে সর্ব্বাগ্রে বিনাশ করিতে হইবে। দুর্ম্মতি দুঃখকে অন্ধ করিয়া দেয়, তাহার হিতাহিত-বিচারশক্তি বিনষ্ট করে, তাহাকে অকারণে দুঃসহ করিয়া নানা অভিনব পাপের আবিষ্কারে বিনিয়োগ করে।

(৫)

জয় সত্যেরই হইবে, মিথ্যার নয়, এই প্রত্যয়ে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শ্রীভগবানের নামের ডঙ্কা বাজাইতে বাজাইতে নির্ভয়-চিত্তে নির্ভর-নিশ্চিন্ততায় কর্ম্মসমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়। লক্ষ্য রাখ, মিথ্যা আসিয়া ইহাতে যেন প্রবেশাধিকার না পায়। সৎপথই জগতের শ্রেষ্ঠ পথ, সত্য পথই জগতের শ্রেষ্ঠ সৎপথ, আত্মস্বার্থের প্রতি বিন্দুমাত্র পক্ষপাতহীন সত্যই যথার্থ সত্য এবং নিজেকে বিশ্ববাসীর কুশলের জন্য অকাতরে উৎসর্গ করিয়া দেওয়াই জীবনের যথার্থতা।

(৬)

মানুষ যখন সরল, সত্যবাদী ও সদ্‌গুণগ্রাহী হয়, পাপ তখন কুণ্ঠিত মনে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া দূরে সরিয়া যায়। মানুষ যখন গোপনতা-প্রিয়, অনৃতভাষী ও পরদোষানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়, পুণ্য তখন তাহার গৃহ ছাড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে দূরে সরিয়া যায়, আর পাপ তাহার শূন্য গৃহকে অন্ধকারের কালো ছায়ায় ঢাকিয়া তাহাতে প্রবেশ করে। সমস্ত মনঃপ্রাণ দিয়া সরল হও। সর্ব্বশক্তি প্রয়োগে সত্যবাদী হও। সমস্ত একাগ্রতা দিয়া পরদোষের চর্চ্চা ছাড়।

(৭)

তোমার যৌবন তোমার বার্দ্ধক্যের দিনগুলিকে করিতেছে নিমন্ত্রণ, তোমার বার্দ্ধক্য তোমার যৌবনের দিনগুলির করিতেছে কাহিনী বর্ণন। একথা এত সত্য যে, ভাবিলে তুমি উদ্বিগ্ন হইবে, উল্লসিত হইবে। উদ্বিগ্ন হইবে এই জন্য যে, পাপ করিয়া সকলকে ফাঁকি দেওয়া যায়, নিজেকে যায় না। উল্লসিত হইবে এই জন্য যে, সত্যচিন্তার মৃত্যু নাই, অদূরে বা সুদূরে, প্রত্যক্ষে, বা পরোক্ষে, আংশিক বা পূর্ণতঃ সফলতা সে আহরণ করিবেই। সত্য কাজে যদি বাধা পাইয়া থাক, সত্য চিন্তায় তোমাকে বাধা দিবে কে? সর্ব্বশক্তি লইয়া মত্ত হস্তীর বিক্রমে অবিরাম সত্যচিন্তা করিয়া যাও। সত্যচিন্তা তোমাকে ক্রমশঃ করিবে বীর্য্যবন্ত,—এমন বীর্য্য সে দিবে, যাহার প্রয়োগে নাই দ্বিধা বা ক্লান্তি বা পরাজয়।

(৮)

নামে থাক লগ্ন, বিশ্বকে কর শুভময়। অনুক্ষণ যে নামে লাগিয়া থাকে, তাহার সকল অশুভ দূর হইয়া যায়, তাহার ভৌম জীবন দিব্য জীবনে পরিণত হয়।

(৯)

ক্ষুদ্রবৃহৎ প্রতিটি কার্য্যে পরিচয় দাও দক্ষতার, যোগ্যতার, সর্ব্বতোভাব শ্রেষ্ঠতার। সমস্ত মনঃপ্রাণ দিয়া কর কাজ, কাজের মধ্যে নিজেকে দাও ডুবাইয়া সর্ব্বশক্তি দিয়া কর কাজের মধ্য দিয়া নিজের দিব্য চরিত্রের প্রকাশ, সমস্ত সাধনা দিয়া কর কাজের মধ্য হইতে অহঙ্কারের বিলোপ।

(১০)

সকলের সকল শক্তি কেন্দ্রীভূত কর একটীমাত্র স্থানে। সকলের সকল শক্তি উদ্যত কর, প্রয়োগ কর একটী মাত্র লক্ষ্যে। সকলের পূর্ণ আস্থা ন্যস্ত কর একটী মাত্র মহাব্রত সাধনে। তোমাদের পরাজয় নাই।

(১১)

যাহার সময় অত্যল্প, তাহারই ত' দায়িত্ব অত্যধিক। যে পিছনে পড়িয়া আছে, তাহাকেই ত' দ্রুত গতিতে ধাবিত হইয়া আগে যাইতে হইবে। যে সকলের দৃষ্টির বাহিরে রহিয়াছে, আত্মনিমজ্জনকারী একাগ্র কর্ম্মের দ্বারা তাহাকেই ত' হইবে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে। সর্ব্বকর্ম্মে অসাধারণ হও কারণ জগৎ তোমাকে সাধারণ বলিয়া ভ্রম করিয়াছে।

(১২)

তোমার শক্তি তোমার ভক্তিতে। তোমার জীবনের সার্থকতা তোমার সেবায়, তোমার আত্মপ্রচারহীন কর্ম্ম-কুশলতায়। বাহিরের ব্রহ্মাণ্ডে তোমাকে কেহ নাও হয় ত' চিনিতে পারে কিন্তু তোমার নিজের অন্তর-পুরে নিজের নিকটে তুমি দেবেন্দ্র-পূজিত বিগ্রহরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে সমর্থ হও।

(১৩)

মন্দিরের পুরোহিতের চাকুরী পাইয়াই মনে করিয়া বসিও না, যে, তুমি ভক্ত হইয়াছ। পুষ্পচয়নের অধিকার পাইয়াই ভাবিও না যে, তুমি ভক্ত হইয়াছ। ভোগ-রাগ সাজাইবার নির্দ্দেশ পাইয়াছ বলিয়াই মনে করিও না যে, তুমি ভক্ত হইয়াছ। ভক্তের প্রথমে মরে অহঙ্কার, তারপরে যায় মৃত্যুভয়। কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ভয় থাকা পর্য্যন্ত নিজেকে ভক্ত বলিয়া জাহির করা আর "ভক্তি" কথাটীকে গালি দেওয়া এক কথা।

(১৪)

জগতে তোমাদের যে অসাধ্য কিছুই নাই, ইহা মনে প্রাণে বিশ্বাস করিও। অসাফল্য, বিফলতা, পরাজয়,—এই সকল শব্দ তোমাদের অভিধান হইতে দূর করিয়া দিও। ভগবানের তোমরা কাজ করিবে, তোমাদের আবার পরাভব কিসের?

(১৫)

চিরপ্রচলিত ঘটনা-প্রবাহের বল্গা ধারণ কর কঠোর হস্তে, বিদ্যুতের গতিতে তাহার মুখ এবং রোখ পরিবর্ত্তিত করিয়া দাও, তাহার ঝোঁক বদলাইয়া দিয়া তাহাকে কল্যাণের অভিমুখী কর। ইহা কিছু অসম্ভব ব্যাপার নহে। যাহাদের লইয়া তোমার কাজ, তাহাদের প্রতিজনের অন্তর জয়ের উল্লাসে, সাফল্যের আশ্বাসে, পরিপূর্ণ সিদ্ধির বিশ্বাসে ভরপুর করিয়া দাও। প্রাণে প্রাণে বিশ্বাসের আলো জ্বালাও, কাণে কাণে বিশ্বাসের বাণী বিলাও।

(১৬)

পরাজিত হইয়াছ বলিয়া মনে করিও না যে, জয়ী হইবার জন্য পুনরায় চেষ্টা তোমাকে করিতে হইবে না। জয়ী হইয়াছ

বলিয়া মনে করিও না যে, এইখানেই তোমার গতি থামিয়া যাইবে।

(১৭)

নিদ্রা হউক স্বপ্নহীন, জাগরণ হউক অবিরাম কর্ম্মপর, সাধন চলুক সর্ব্বদা, অগ্রগতি হউক সুধীর ও সুনিশ্চিত।

(১৮)

তোমার জীবন তোমার এবং বিশ্বের কুশলের জন্য হউক। তোমার কুশল ও বিশ্বের কুশল কোথায় হইয়াছে অভিন্ন, তাহা তুমি খুঁজিয়া বাহির কর। বিশ্বকে ছাড়িয়া কোথায় তুমি অতিরিক্ত, কোথায় বিশ্ব তোমাকে ছাড়িয়া অতিরিক্ত, তাহার নির্ণয় নির্ভুল ভাবে কর। যেখানে তুমি অতিরিক্ত, সেখানে তোমার অস্তিত্ব বিপন্ন না করিয়া যতটা সম্ভব ডাল-পালা ছাটিয়া ফেলিতে হইবে। যেখানে বিশ্ব অতিরিক্ত সেখানে তোমার ক্রমবর্দ্ধনশীলতাকে উদ্বাস্তু না করিয়া নিজেকে বিস্তার করিয়া বাড়াইতে হইবে। ক্ষুদ্র একটী পরমাণু হইতে সুরু করিয়া কোটি ব্রহ্মাণ্ডের পূর্ণায়তন বিপুলত্বের মধ্যে তুমি যে সর্ব্বদা সর্ব্বভাবে আছ, তাহার দিব্য অনুভূতিকে প্রত্যক্ষের আলোকে উজ্জ্বল করিয়া তোল। মনে রাখিও, ইহারই ভিতরে তোমার মানব-জন্ম-লাভের পরম সার্থকতা লুকাইয়া রহিয়াছে। যাহা সম্ভাবনা-মাত্র, তাহাকে বাস্তব সত্যে রূপায়িত করিবার যোগ্যতা তোমার আছে। এই স্বীকৃতিই তোমাকে মানুষ নাম দিয়াছে।

(১৯)

রজনী হউক নিশ্চিন্ত বিশ্রামের, দিবস হউক পরাক্রান্ত কর্ম্মের, উষা ও প্রদোষকাল প্রত্যক্ষ করুক একাগ্রতম সাধনকে, মধ্যাহ্ন

স্মরণ করুক কর্ম্মযোগে সমাধিকে, মহানিশা আস্বাদন করুক আত্মসমর্পণযোগে নিরবচ্ছিন্ন শান্তিকে। দিন যাউক, সপ্তাহ যাউক, পক্ষ যাউক, মাস যাউক, বর্ষ যাউক, শতাব্দী যাউক, —কিন্তু একটী মুহূর্ত্তও যেন অসার্থক না যায়।

(২০)

পাপাচ্ছন্ন মন সুখনিদ্রার বিঘাতক। শয্যা লইবার আগে ভগবানের চরণে কাতর প্রাণে অনুতপ্ত চিত্তে অকপট আবেগে ক্ষমা ভিক্ষা করিও যেন, জ্ঞাত-অজ্ঞাত সকল পাপ তিনি ক্ষমা করেন, ইচ্ছাকৃত-অনিচ্ছাকৃত সকল পাপের পুনরনুষ্ঠান হইতে তিনি রক্ষা করেন, প্রকাশ্য বা গুপ্ত সকল পাপের প্রভাব যেন তিনি মলিন হইতে মলিনতর, ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর করিয়া করিয়া ক্রমশঃ তোমাকে শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ হইবার সহায়তা করেন। দেখিও, মনের উদ্বেগ কমিয়া যাইবে, সুনিদ্রা আপনা আপনি আসিয়া তোমার চোখের পাতায় ভর করিবে।

(২১)

তোমাদের জীবন রচনা করুক নিখিল বিশ্বের নিত্যশুভের জন্য এক অতি মহান্ ইতিহাস। মানুষ মাত্রেরই জীবন এক একটা ইতিহাস, কিন্তু তোমাদের এক এক জনের জীবনে সহস্র জনের গৌরবান্বিত ইতিহাস আত্মবিকাশ করুক, তোমাদের জীবনের এক একটি দিনের ইতিহাসে বহু শতাব্দীর মহিমোজ্জ্বল ইতিহাসের হউক প্রদীপ্ত প্রতিফলন। বিন্দুর ভিতরে সিন্ধু—শুধু কথাই শুনিয়াছ। বিশ্ব-ইতিহাসের সিন্ধুর তোমরা সেই বিন্দু হও।

(২২)

প্রয়োজনীয় অর্থ সদ্ভাবে আহরণ কর এবং অর্থের প্রতি হও লালসাহীন অনাসক্ত। অর্থ ছাড়া জগৎ চলে না, আবার অর্থই অনর্থ সৃষ্টি করে। সে অর্থকে তুমি পরমার্থ লাভের সহায়ক কর। অর্থকে ঘৃণাও করিও না, তাহার প্রতি লালচও রাখিও না। দুর্ভিক্ষ এবং প্রাচুর্য্য উভয়ই তোমার সমান হউক। দুর্ভিক্ষে কাঁদিয়া বুক ফাঁটাইও না, প্রাচুর্য্যে বিলাসের স্রোতে ভাসিয়া যাইও না।

(২৩)

বাহিরে তুমি কেমন বস্ত্রখণ্ড পরিধান করিয়াছ, তাহার দিকে আমার লক্ষ্য নাই। আমার লক্ষ্য তোমার ভিতরের গৈরিক, অনাসক্ত সন্ন্যাস, দ্বিধাদ্বন্দ্বহীন আত্ম-সমাহিত শান্তি। হে প্রকৃত সন্ন্যাসী, তোমাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াই না একদা আমি ঘরের অন্তহীন পথে অবিশ্রান্ত পাদচারণা শুরু করিয়াছিলাম। যে আবরণেই নিজেকে ঢাকিয়া রাখিয়া থাক না কেন তুমি, আমি তোমাকে তোমার সেই অবস্থাতেই শতবার করিব প্রণাম। পুষ্পের মত ফুটুক তোমার সন্ন্যাস, ধূপের মত বিথারিয়া পড়ুক তাহার সুবাস, আকাশের নক্ষত্রনিচয়ের মত স্নিগ্ধ, শান্ত, তৃপ্তিকর হউক তাহার সৌন্দর্য্য। যথার্থ সন্ন্যাসী, প্রণাম গ্রহণ কর। কর তুমি আত্মপ্রকাশ প্রতিজনের তারুণ্যে, যৌবনে, প্রৌঢ়ত্বে ও বার্দ্ধক্যে। কর তুমি আত্মপ্রকাশ প্রতিজনের উষায় আর মধ্যাহ্নে, প্রদোষে আর সন্ধ্যায়, দিবসে আর যামিনীতে।

(২৪)

উন্নতির জন্য হইয়াছ তুমি আগ্রহী, নিশ্চিত ইহা শুভ লক্ষণ। উন্নত হও, সর্ব্বশক্তি দিয়া উন্নতির জন্য প্রয়াস-পরায়ণ হও।

কিন্তু উন্নতি যেন আনন্দের না হয় বাধক। উন্নতিও চাই, আনন্দও চাই। আনন্দহীন উন্নতি অধোগতিরই নামান্তর। নিরুদ্বেগ নিত্যানন্দরসপূর্ণ প্রশান্ততার উচ্ছল-কেলি-ঘন সুন্দর জীবনই তোমার পরম কাম্য। এই জীবন লাভের জন্য যতটুকু ঐহিক উন্নতি তোমার প্রয়োজন, ততটুকুই তুমি উন্নত হইও। আনন্দকে বলি দিয়া উদ্বেগের কণ্টক-শয়নে নিরন্তর বৃশ্চিক-দংশন সহিবার জন্য উন্নত হইতে চাহিও না।

(২৫)

যাহাকে বুঝিয়াছ জীবনের পরমাশ্রয় বলিয়া, তাহাতেই থাকিতে হইবে অচল-প্রতিষ্ঠ হইয়া। সর্ব্বস্বের বিনিময়ে ইহা করিতে হইবে। নিঃসংশয়িত সিদ্ধান্তে আসিয়া উপনীত হও যে, কিসে তোমার শ্রেয়ঃ, কোথায় তোমার শ্রেয়ঃ! যে কোনও প্রকারে নিজে বাঁচিয়া থাকা দীনতম, হীনতম, ন্যূনতম মানুষেও সম্ভব। নিজেকে বাঁচান অপেক্ষাও শ্রেয়ের আদর্শকে অটুট করিয়া বাঁচাইয়া রাখা একমাত্র প্রকৃত মানুষে, পূর্ণ মানুষে, দেব মানুষে সম্ভব। সেই দেব-মানব তুমি হও।

(২৬)

ভয় করে মানুষকে দুর্ব্বল। অসততা করে তাহাকে উদ্বিগ্ন। দুর্ব্বলতা এবং উদ্বেগ করে তাহার পরমায়ু-বিঘাতন। সুতরাং মন হইতে ভয়কে কর দূর, আচরণ হইতে দূর কর অসততাকে। দেখিবে শক্তিও আসিবে, শান্তিও আসিবে, অন্তরের চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস দেহ, মন, আয়ু এই তিনটীকেই করে ক্ষয়িত। সদাভয়াতুর দুর্ব্বলতা নিত্যরোগের জননী।

(২৭)

কাহার কি জাতি, কাহার কি বংশ, ইহা ভাবিয়া কেন সময় নষ্ট করিতেছ? কাহার ভিতরে কি রহিয়াছে সৎসংস্কার আর কি রহিয়াছে অপপ্রভাব তাহা দেখিয়া তাহাকে কাজে লাগাইতে আর তাহাকে সংশোধিত করিতে ব্রতী হও। জগৎ-কল্যাণ মহাযজ্ঞে তোমাকে প্রতিটি প্রাণীর বাহুপ্রসারণ সম্ভব করিয়া তুলিতে হইবে।

(২৮)

ভয় কাহাকে করিবে? ভয় কেন করিবে? ভয়কে জয় কর। জয়ের আনন্দকে বিশ্বাসী সকলের ভয়-নিবারণের সঙ্কল্পের সহিত যুক্ত করিয়া কর তোমার অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে সমন্বয়। ভয়ে জড়সড় হইয়া কুঁকড়াইয়া থাকিবার জন্য তোমার জন্ম নয়। নিজেকে মেলিয়া ধর শতদলের মত নবোদিত সূর্য্যের রশ্মিমালার সম্মুখে।

(২৯)

দুঃখে দশ দিকে ছড়াইয়া দিয়া তাহাকে লঘু করিয়া দিও না। সমস্ত দুঃখকে আনিয়া এক জায়গায় পুঞ্জীকৃত কর। তাহার পরে সেই দুঃখকে সর্ব্বশক্তি দিয়া দূর কর।

(৩০)

জীবন-যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের পরিমাণ নিক্তির কাঁটায় ওজন করিয়া সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন কি? অনেক সময়ে পরাজয়ের মধ্য দিয়াই জয় আসে, অনেক সময়ে জয়লাভের উহাই পরম সর্ত্ত। অবিরাম অগ্রসর হইয়া যাইবার চেষ্টাই কেবল করিয়া যাইতে থাক। শ্রীভগবান শ্বাস-প্রশ্বাসরূপে তোমার নিত্যসঙ্গী। সকল ভয় দূর করিয়া দাও। নিত্য-সঙ্গীর সঙ্গ প্রেম-ভরে কর।

(৩১)

তিন বছর পরে যে কাজ ধরিবে, আজ হইতেই তাহার জন্য সংগঠন সুরু কর। পার ত', দ্বাদশ বর্ষ পরে যে কাজে হাত দিবে, আজ হইতেই তাহার জন্য ক্ষেত্র-নির্ম্মাণ আরম্ভ কর। কল্পনা, পরিকল্পনা, উৎকর্ষণ ও সংগঠন একটার পর একটা করিয়া অনেক দিন আগ হইতেই করুক চূড়ান্ত আত্ম-বিস্তার। তাহা হইলেই কঠিনতম কাজ তোমার নিকটে যথাকালে সহজ সরল অনাড়ম্বর সাফল্যের রূপ ধরিয়া দেখা দিবে, বিশালতম ব্যাপকতম ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী কাজ তোমার ক্ষুদ্র গৃহাঙ্গনে বসিয়া বসিয়া তাহার পূর্ণতম সুষমায় সাজিয়া হঠাৎ জন-গণ-নয়ন-সমক্ষে উপস্থিত হইবে। তখন লোকে ইহাকে ম্যাজিক বলিয়া ভাবিবে এবং আশ্চর্য্যান্বিত হইবে কিন্তু কাজের কাজীরা বুঝিবে, ইহাতে ভেল্কীবাজী নাই। বিশাল কর্ম্মের ও মহৎ সাফল্যের ইহাই হইতেছে একটা অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য।

(৩২)

তোমার অন্তরের অকপট অনুরাগ দিয়া বিশ্বের অন্তরকে আবরিয়া ধর, তোমার প্রাণের প্রগাঢ় প্রেম দিয়া বিশ্বের প্রাণকে জয় কর, তোমার আত্মোপলব্ধির অকাট্য সত্য দিয়া বিশ্ববাসী প্রতিজনের আত্মোপলব্ধিকে জাগাইয়া তোল। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে তোমার ভিতরে পাইবার সাথে সাথেই তুমি অতি সহজে পাইয়া যাইবে ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতিকে।

(৩৩)

ভগবানের দোহাই দিয়া জগতে অন্যায় কিছু কম হয় নাই। ভগবানের নামের আড়ালে দাঁড়াইয়া কম লোকে পরের ঘাড়

মটকায় নাই। সুতরাং যাহারা নিজেদিগকে নাস্তিক, ধর্ম্মদ্বেষী বা ঈশ্বরে অবিশ্বাসী বলিয়া প্রচার করে, তাহাদের প্রতি কোনও বিদ্বেষ তুমি পোষণ করিও না। তোমার ঈশ্বর-বিশ্বাস কাণায় কাণায় পূর্ণ হইয়াছে কিনা কেবল তাহার দিকে তীব্র লক্ষ্য রাখ। নাস্তিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া নহে, নিজের সাধনে নিবিষ্ট রহিয়াই তুমি তোমার অভীষ্ট লাভ করিবে।

(৩৪)

সর্ব্বস্বের বিনিময়ে যাহারা সমাজের মঙ্গলকল্পে এক একটা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলে, অনেক সময়ে তাহারা বহিষ্কৃত হইয়া যায় এমন লোকদের ধমকের দাপটে, যাহারা হয়ত এক কণা স্বার্থত্যাগও করে নাই। মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ আদর্শ যাহাদের জীবনের দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে, অনেক সময়ে তাহাদিগকে মানুষ বলিয়া গণনা পর্য্যন্ত করা হয় না। শুদ্ধ সাত্ত্বিক কর্ম্মযোগী এই বিপর্য্যয় ও দুর্ভাগ্যকে স্বীকার করিয়াই নিষ্কাম চিত্তে কাজে নামিবেন।

(৩৫)

সঞ্চয় ও অপচয় দুইটা জিনিষই পরস্পরের প্রতি পরস্পর এত বিরোধী যে, সঞ্চয়ী অপচয় নিবারণ করিতে যাইয়া সঙ্গত সদ্ব্যয়ের উপরে পর্য্যন্ত খড়্গধারী হয়, আর, অপচয়কারী নিজের খোসখেয়ালের চরিতার্থতার জন্য অত্যাবশ্যকীয় সঞ্চয়ে পর্য্যন্ত উদাসীন হয়। যথার্থ হিতকর অবস্থা হইতেছে ইহাদের ঠিক্ মধ্যবর্ত্তী। সঞ্চয় করিবে ধনলোভ বর্জ্জন করিয়া, খরচ করিবে অপব্যয় পরিহার করিয়া। সন্ন্যাসীর সঞ্চয় করিতে নাই, সঞ্চয় করিতে গেলেই সে ধীরে ধীরে সংসারী হইয়া পড়ে। সংসারীরাও

সঞ্চয় করিবে পরিপূর্ণ ভাবে সন্ন্যাসীর মত নিঃস্পৃহ নিষ্কাম মনোবৃত্তি নিয়া। তোমার সঞ্চয় যেখানে সহস্র জনের দুঃস্থতা বৃদ্ধির গৌণ ভাবেও সহায়ক, সেখানে সঞ্চয় পাপ, মহাপাপ।

(৩৬)

যে ভালবাসায় স্বার্থ নাই, সেই ভালবাসা বিশ্বকে জয় করিতে পারে। ভালবাসার মধ্যে যেই মুহূর্ত্তে স্বার্থ আসিল,—এক কণাই আসুক না, বেশীর দরকার কি,—অমনি তাহা পরিণত হইল লালসায়, কামে—অমনি তাহা সৃষ্টির সুরু করিল মলিনতা, পাপ ও এবং কলঙ্ককে। ভালবাস কিন্তু নিষ্কাম হইয়া, নিঃস্বার্থ হইয়া, নিষ্পাপ হইয়া। এই ভালবাসাই প্রকৃত ভালবাসা।

(৩৭)

পরস্পরকে বুঝিবার জন্যই ভাষার প্রয়োজন। পরস্পর পরস্পরকে কেবল ভুল বুঝাইয়া ঠকাইতে চেষ্টা করিবে এই জন্য ভাষার হয় নাই সৃষ্টি। যেদিন মানুষের ভাষা ছিল না, সেই দিন সে অপরকে কি দিয়া বুঝিত? সেদিন সে যাহা দিয়া নিজের আবেগ, নিজের অনুভূতি, নিজের আকাঙ্ক্ষা অপরের কাছে পৌঁছাইত, সেই জিনিষটী আজও অচল, অকেজো, অবান্তর হইয়া যায় নাই। হৃদয় দিয়া তোমরা সকলকে চিনিতে চেষ্টা কর, হৃদয় দিয়া তোমরা সকলকে কাছে টানিয়া আন, হৃদয় দিয়া তোমরা মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ মিটাইয়া দাও। হৃদয়ের অকপট ভাষা আজ মানুষের ভাষার কপটতাকে পরাজিত করুক, মানুষ সত্যিকার মানুষ হইয়া প্রসন্ন সুখে হাসুক।

(৩৮)

সঙ্ঘ গড়িয়াছ কিন্তু তোমরা কি অনুভব করিয়াছ যে, তোমরা সকলে মিলিয়া একটী আত্মা? নতুবা যে সঙ্ঘ মিথ্যা হইয়া

যাইবে! সংসার গড়িয়াছ কিন্তু তোমরা কি অনুভব করিয়াছ যে, তোমরা সকলে মিলিয়া হইয়া রহিয়াছ একটী আত্মা? নতুবা যে সংসার দাবানলের রূপ ধরিবে! এক হওয়া, সকলে সকলকে এক বলিয়া জানা, এক বলিয়া ভাবা, এক বলিয়া বুঝা, ইহাই যে কোটি বৈচিত্র্যের ভিতরেও সমন্বয়, ইহা কি কেহই তোমাকে শুনায় নাই? কেহ যদি না শুনাইয়া থাকে তবে নিজের কাণ পাতিয়া নিজের অন্তরের গান শোন। দেখিও, আস্তে আস্তে বৈরের, বৈষম্যের, বিরোধের বেসুরা আওয়াজ থামিয়া যাইবে, নিজেই নিজের মানস কণ্ঠের মধুর গীতি শুনিতে পাইবে,— ‘‘সবাই এক, দুই নাই, দুই ছিল না, দুই থাকিবে না’’।

(৩৯)

অর্থ সত্যই অনর্থ। স্বর্ণ-রৌপ্যাদির মুদ্রা সত্যই বিষধরের বিষ অপেক্ষাও ভয়ানক। ইহা যুগে যুগে মানুষের মনে সৃষ্টি করিয়াছে লালসা। ইহা যুগে যুগে মানুষকে প্ররোচনা দিয়াছে প্রবঞ্চনার। ইহাই সৃষ্টি করিয়াছে জগতের অধিকাংশ অধ্যাত্ম-যাতনা এবং পার্থিব-দুঃখ। তথাপি ইহাকে বর্জ্জন করিয়া সংসার চলে না। তাই নিষ্কামতার শোধনে ইহাকে শুদ্ধ করিতে হইবে, নির্লালসতার পেষণে ইহার বিষদন্ত ভাঙ্গিতে হইবে। জানিতে হইবে, সকল ধন-সম্পত্তির মালিক ভগবান, ইহার উপরে মানুষের কোনও স্বত্বাধিকার নাই। মানুষ ভগবানের কাজের জন্য ইহার ব্যবহার করিতে পারে কিন্তু নিজের স্বার্থসাধনের জন্য নহে।

(৪০)

জগতে বাঁচিবার অধিকার রহিয়াছে প্রত্যেকের। একজনকে মারিয়া তুমি অপরকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতে পার না। সকলের

সম্মুখে বাঁচিবার উপাদান ও আনুকূল্য তুমি তুলিয়া ধরিবে। কাহাকেও ছোট আর কাহাকেও বড় বলিয়া তুমি মনে করিতে পারিবে না। সকলের প্রতি হইবে তোমার সমব্যবহার, সকলের প্রতি থাকিবে তোমার সমদৃষ্টি।

(৪১)

যে মহদ্দুদেশ্য লইয়া কাজে নামিয়াছ, তাহা সিদ্ধ করিবার আগেই একেবারে থামিয়া যাইবে? কাজের শৃঙ্খলা বিধানের জন্য মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিতে পার, দম লইবার জন্য থামিতে পার কিন্তু পূর্ণ জয় স্থাপনের আগে কিছুতেই কোষমুক্ত অসিকে কোষবদ্ধ করিতে পার না।

(৪২)

কি আশ্চর্য্য! ইঁদূর, কুকুর, কাকাতুয়াকে ভালবাস, তাহাদের আহারীয় দাও; যত্ন কর, এমন কি দিনে দশবার করিয়া চুমা খাও, অথচ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষকে ভালবাস না। ভালবাসার এমন সঙ্কীর্ণ পরিধি লইয়া কি গর্ব্ব করিতে চাহ যে, তুমি সত্যই মানুষ?

(৪৩)

যাহাদিগকে স্বীকার করিয়াছ ভ্রাতা বা ভগিনী বলিয়া তাহাদিগকে তোমার সহিত এক-দেহ, এক-প্রাণ, এক-আত্মা বলিয়া অনুভব করিতে হইবে। নতুবা সমধর্ম্মী বা সহধর্ম্মী বলিয়া পরিচয় দিতে যাওয়া ত' লোককে প্রবঞ্চনা করা মাত্র।

(৪৪)

অতি কাছে আসিয়া মানুষগুলি তোমাদের কাছ হইতে অতি দূরে কেন চলিয়া যায়, তাহা চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ কি? যাহাদের

সঙ্ঘে তুচ্ছাতিতুচ্ছ অতি সামান্য বিষয় নিয়া কখনো তর্ক, কখনো যুদ্ধ, কখনো সত্যের অপলাপ, কখনো মিথ্যা অপবাদ, কখনো কূট-চক্রান্ত, কখনো অসরল কৌশল প্রত্যক্ষ করা যায়, কে আছে জগতে এমন নির্ব্বোধ ব্যক্তি, যে তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিরর্থক অবাঞ্ছনীয় কলহ-কচায়নের ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া মরিতে ভয় পাইবে না? যেখানে যখন যাহাকে তোমরা হারাইতেছ, খোঁজ করিয়া দেখ, সেখানেই একটা অতি প্রধান কারণ হইয়া ইহাই দাঁড়াইয়া রহিয়াছে কি না! কুতর্ককারীরা কুতর্ককারীদেরই আকর্ষণ করিবে, এক কথার লোকেরাই এক কথার লোকদের টানিয়া আনিবে। আগুনে আগুনে মিশ খায়, জলে জলে মিশ খায়,—আগুনে জলে কখনো মিল হয় না। আগুনের আধিক্য দেখিলে জল বাষ্প হইয়া পলায়ন করে, জলের আধিক্য দেখিলে আগুন ধোঁয়া হইয়া প্রস্থান করে। যাহারা চলিয়া যাইতেছে, তাহারা তোমাদেরই দোষে যাইতেছে।

(৪৫)

তুমি যুদ্ধের ঘোড়া। যেখানে গুলি-বন্দুকের আওয়াজ শুনিবে, সেখানেই দুঃসাহস করিয়া আরও আগাইয়া যাও। পার্শ্বচর কেহ রহিল কিনা, তাহার হিসাব লইবার জন্য একবারও দক্ষিণে, বামে বা পশ্চাতে ফিরিয়া তাকাইও না। পথ চলিবার কালে অপরের গায়ে পা দিয়া মাড়াইতে যাইও না, অপরে পা দিয়া তোমার গা মাড়াইয়া গেলে প্রতিবাদ করিও না, তীব্র বেগে নিজের পথে আগাইয়া যাও। প্রতিবাদে শক্তি ক্ষয় হয়, প্রতিবাদে একাগ্রতা কমে। আগাইয়া চলাই তোমার ধর্ম্ম, কর্ম্ম এবং সাধনা। কিন্তু তোমার অগ্রগমন রুদ্ধ করাই যখন ব্যক্তি বা সংঘের

উদ্দেশ্য হইবে তখন তোমার অগ্রগমন-চেষ্টার ফলে কেহ আঘাত পাইলে পাউক, তাহার সহিত তৃপ্তি বা বিদ্বেষ প্রভৃতি তামসিক মনোধর্ম্মকে আত্মীয়তা স্থাপন করিতে দিও না।

(৪৬)

আজ যাহারা প্রতিকূলে আছে, কাল তাহারা অনুকূল হইবে। আজ যাহারা বিরুদ্ধতা করিতেছে, কাল তাহারা সহযোগ দিবে। আজ যাহারা অজ্ঞানতা-প্রযুক্ত তোমাদিগকে মন্দ বলিয়া ভাবিতেছে, কাল তাহারা তোমাদিগকে মাথায় তুলিয়া নাচিবে। আজ যাহারা তোমাদিগকে ভাবিতেছে শত্রু, কাল তাহারা তোমাদের আপনার আপন হইবে। এই প্রত্যয়ে সুস্থির থাকিয়া বিরুদ্ধ-বাদী এবং বিরুদ্ধ-কারী ব্যক্তিদের প্রতিও অন্তরের সুগভীর প্রীতি রক্ষা করিয়া চলিও। ইহাই জয়ের সুনিশ্চিত পথ। যে যত অধিক প্রতিবাদী, তাহার প্রতি তত অধিক বন্ধুভাব পোষণ করিও। যুদ্ধে হারিয়া যাইবার জন্য নহে, বিজয়ী হইবার জন্যই ইহা প্রয়োজন।

(৪৭)

তোমাদের আশা, আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ জগতে অপরাজেয় হউক। তোমাদের যথার্থ মহত্ত্বে তোমাদের শ্রদ্ধা অবিচলিত হউক। তোমাদের পুণ্যব্রত তোমাদের ধারণাকে সুস্পষ্ট, বিশ্বাসকে সুপুষ্ট এবং প্রত্যয়কে সুদৃঢ় করুক। জগতে কোনও কল্যাণকর্ম্মই তোমাদের অসাধ্য নহে, এই আত্ম-বিশ্বাসকে অবিরাম কল্যাণ-কর্ম্ম-সাধনার অনুশীলনের মধ্য দিয়া পরিস্ফুট এবং পূর্ণরূপে জাগ্রত কর, আর সেই আত্ম-বিশ্বাসকে দিনের পর দিন তীব্রতর

ও ব্যাপকতর করিয়া জগতের বৃহত্তর কল্যাণে নিয়োগ করিতে বদ্ধপরিকর হও।

(৪৮)

সাধারণেরা যে দেশের নেতাদের মুখপানে ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করিয়া তাকাইয়া থাকে এবং সঙ্কট-সময়ে নিজেরাই নিজেদের সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া অবিচলিত নিষ্ঠায় সেই পথে দৃঢ়পদে চলিবার জন্য অগ্রসর না হয়, সেই দেশের অতুল ক্ষয়, ক্ষতি ও প্রতিষ্ঠাচ্যুতি নিবারণ করিবার কাহার সাধ্য আছে? নেতারা যে দেশে সাধারণকে ডাকিয়া আনিয়া প্রতি জনের হাতে কাজ বা হাতিয়ার তুলিয়া দিতে পারে না, কিংবা চাহে না, চাহে কেবল কতকগুলি চিন্তাশক্তিহীন জয়ধ্বনি-দাতার সৃষ্টি করিতে, সে দেশের নেতারা দেশকে অতলে ডুবাইবে না ত' কাহারা ডুবাইবে? প্রত্যেকটী সাধারণের ভিতরে অচিন্তনীয় সামর্থ্যের পুঞ্জ রহিয়াছে লুক্কায়িত হইয়া। তাহাকে বিকাশের সুযোগ যিনি দিতে চাহেন বা পারেন, তিনিই যোগ্য নেতা। অপরেরা নেতা নামের যোগ্য নহেন।

(৪৯)

হোমরা-চোমরারা নেতা হইয়া মাথার উপরে বসিবেন,—এবারকার কর্ম্মনীতি তাহা নহে। দীন-ক্ষীণেরা সর্ব্বশক্তি দিয়া প্লাবনের গতি পরিচালিত করিবেন, ইহাই এবারকার কর্ম্মনীতি।

(৫০)

ধর্ম্মসঙ্ঘে প্রচারশীলতা তথা প্রসারশীলতা দ্বিবিধ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। কোথাও ইহা সঙ্ঘবর্ত্তীদের আত্মবিশ্বাসের পরিপুষ্টি-বিধায়ক হয়। কোথাও ইহা সাধনের গভীরতা হ্রাস করে। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে প্রচারশীলতা লাভজনক। দ্বিতীয়োক্ত ক্ষেত্রে

ইহা বৰ্জ্জনীয়। নিজেদের আদর্শ-প্রচারে এবং সঙ্ঘপ্রসারের চেষ্টার মধ্যে এমন একটা ভঙ্গীও একান্ত দুর্লভ নহে, যাহা প্রচার-কৰ্ম্মীর বা সংগঠন ব্রতীর সাধন-নিষ্ঠাকে গভীরই করে। কেন তোমরা প্রতিজনে সেই ভঙ্গীতে কাজ করিতে চেষ্টা করিয়া দেখিবে না? জনমধ্যে আদর্শ প্রচার যখন নিজের দাঁড়াইবার ভিত্তিকে বিস্তৃততর বা সুদৃঢ়তর করে, তখন প্রচার বৰ্জ্জনীয় নহে।

(৫১)

যাহার সম্পর্কে তোমার যে বিরুদ্ধ মনোভাবই থাকুক না কেন, সৰ্ব্বদা অপক্ষপাত দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিবার চেষ্টা করিও যে, এই বিরোধযোগ্য ব্যক্তির চরিত্র-মধ্যে কোথায় কোন দেবত্ব আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করিতেছে। তাহার অসুরত্বকে তোমার দৃষ্টিতে প্রাধান্য না দিয়া তাহার দেবত্বকে খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টা কর। তাহার পিশাচত্বকে সমর্থন মাত্রও না করিয়া তাহার মহত্ত্বের কণাগুলিকে অন্বেষণ করিয়া বাহির কর। প্রতিটী মানবের ভিতরে দেবত্ব এমন ভাবে প্রসুপ্ত রহিয়াছে যে, ইহার হঠাৎ জাগরণ একদিন ঘটিয়া গেলে সে তাহার দশ জন্মের অকৃতিকে এক জন্মে ঢাকিয়া দিয়া উজ্জ্বল হইয়া জগতের সমক্ষে দাঁড়াইতে পারিবে। প্রতি জনের ভিতরের সেই দেবতাকে সম্মান দিতে শিক্ষা করার নামই জীবসেবা, তাহার ভ্রম-ক্রটিগুলির উপর হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া আনিয়া তার মহত্ত্বের প্রতি প্রেমশীল নয়নে তাকাইবার নাম সমাজ-সংস্কার।

(৫২)

সম্প্রসারণশীলতা জীবনের লক্ষণ। সঙ্কোচ মৃত্যুর লক্ষণ। কিন্তু যে সম্প্রসারণপ্রিয়তা পাপ, রোগ, কুরুচিকে তোমার

অন্তর্নিবিষ্ট করে, তাহা যেন বাঞ্ছনীয় না হয়। যে সঙ্কোচ আত্ম-রক্ষারই জন্য আবশ্যক, তাহাও নিন্দনীয় নহে। জীবনের ভিত্তি দৃঢ় হইলে প্রাসাদ অনন্ত উচ্চতায় বাড়িতে পারে। তাই, ভিত্তিকে শক্ত করিবার দিকে দাও প্রথম লক্ষ্য।

(৫৩)

দিয়াই লোকে পায়, না দিয়া পায় না। যাহারা কেবল পাইতেই চাহে, দিতে চাহে না, তাহারা কখনো পায় না, চিরকাল বঞ্চিতই রহে। জীবন ভরিয়া পরের সাহায্য, সহায়তা, প্রেম, প্রীতি, সেবা, যত্ন, আদর, ভালবাসা পাইতেই যদি চাহিয়া থাক, তবে জীবনের বাকী অংশটুকু কেন পরকে তাহা দিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিবে না?

(৫৪)

হিংসা ও ঈর্ষ্যা মানুষকে খণ্ডিত, কুণ্ঠিত, সঙ্কুচিত করে। প্রেম, প্রীতি, সেবা তাহাকে বিস্তারিত, প্রসারিত, বিশ্বতোব্যাপী করে। প্রসারের ধর্ম্মে চল, বিস্তারের পথে চল, বীরের মত বিশ্বকে প্রেম দিয়া জয় করিয়া আপন কর।

(৫৫)

নারী পুরুষকে ভয় পাইয়াছে, পুরুষ পাইয়াছে নারীকে। কিন্তু এমন চলার পথ কোথায় আছে, যেখানে একেবারে সম্যক্-রূপে নারীবর্জ্জন বা পুরুষ-বর্জ্জন করিয়া কেহ চলিতে পারে? ভয় কর তোমার ভিতরের দুর্ব্বলতাকে এবং চাবুক-হস্তে তাহাকে কর শায়েস্তা। নারী বা পুরুষকে ভয় করিবার কিছু নাই।

(৫৬)

একটী নারীকে সহস্র পুরুষের আকর্ষণ হইতে যে পুরুষ রক্ষা করিয়াছে, সমাজে তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে পতি।

একটী পুরুষকে সহস্র নারীর আকর্ষণ হইতে বাঁচাইয়া যে নারী রাখিয়াছে, সমাজে তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে পত্নী। এই সরল সহজ সাধারণ কথাটা বুঝিতে কেহ চাহে নাই বলিয়া গৃহস্থের গৃহে অশান্তির অনল জ্বলিয়াছে। তোমরা জগতের প্রতিটি নারী ও প্রতিটি পুরুষের ভিতরে চিরজাজ্জ্বল্যমান পরব্রহ্মকেই দেখিও। কে সৎ, কে অসৎ, সেই বিচারে তোমাদের কোন্ প্রয়োজন?

(৫৭)

নিজের চরিত্রের দুর্ব্বলতাকে মহত্ত্ব বলিয়া ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করা এবং অপরের চরিত্রের মহত্ত্বকে বাজে বলিয়া বুঝাইতে প্রয়াসী হওয়া নিরতিশয় রুগ্ন মনের লক্ষণ। মনকে সর্ব্বরোগ হইতে প্রমুক্ত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হও এবং তাহারই উপায়-স্বরূপে প্রথমে আরম্ভ কর নিজের ত্রুটিগুলির অনুসন্ধান এবং তারপরেই আরম্ভ কর অপরের মহত্ত্বের অনুসরণ। দেখিবে, সবল, সরল, উন্নত, মহান্ হইতে তোমার অধিক সময় লাগিবে না।

(৫৮)

শক্তির তোমাদের অভাব নাই, অভাব হইতেছে কর্ম্মশীলতার। নিজেদের শক্তি সম্পর্কে নিকৃষ্ট ধারণা পোষণ করিও না। তোমাদের একজনকেও আমি আমার অযোগ্য সহকর্ম্মী মনে করি না। তবে প্রতি জনের কর্ম্মশক্তিকে একাগ্র, উদগ্র ও অনুশীলনশীল দেখিতে চাহি। হঠাৎ একদিন হুজুগের মুখে আশ্চর্য্যরূপ কাজ করিয়া সকলের চখে তাক্ লাগাইয়া দিবে, ইহা আমার প্রার্থিত নহে। প্রতিদিন সর্ব্বশক্তি দিয়া কাজ করিয়া

করিয়া কেবলই আগাইতে থাকিবে আর দশ বৎসর পরে একটা অদ্ভুত জিনিষ দেখাইবে, ইহাই চাহি।

(৫৯)

সৎকাজ আরম্ভ করিতে দেরী করিবে কেন? আড়ম্বরের সহিত আরম্ভ হইবে না ভাবিয়া সুরু করিতে দেরী করিবে? না ইহা কখনও সঙ্গত যুক্তি নহে। একই সঙ্গে বহু সৎকার্য্য আরম্ভ করা অবশ্যই অসুবিধা-জনক বটে কিন্তু সেই স্থলে উপযোগিতার দিকে তাকাইয়া যাহাকে অধিকতর ভিত্তিভূত বা আশু-আবশ্যকীয় বলিয়া মনে হইবে, অপরগুলির প্রতি আপাততঃ উপেক্ষাশীল হইয়া অন্ততঃ সেই একটী কাজ আরম্ভ কর। জাতির অজ্ঞানতা দূর করিবার জন্য বিদ্যালয় খোলাও দরকার। সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবে বিনা বিলম্বে চিকিৎসার ব্যবস্থাও প্রয়োজন আবার রোগের ব্যাপকতা না বাড়িয়া যায়, এজন্য পুকুর-খাল-নদী পবিত্রীকৃত করার ও পাহারা দিবার ব্যবস্থাও দরকার। একই সঙ্গে এইরূপ তিন চারিটী জরুরী কাজ আসিয়া পড়িলে, সব চেয়ে জরুরীটীকে আগে ধর এবং তাহা কতকটা চালু হইয়া আসিলে পরেরটী ধর। ব্লিচিং পাউডার বা পটাশ পারমেঙ্গেনেট আসিয়া পৌঁছে নাই বলিয়া পুকুরের পারে রক্ষক নিয়োগ করিবে না, হাসপাতালে ছাউনি হয় নাই বলিয়া রোগীকে ঔষধ দেওয়া শুরু হইবে না, বিদ্যালয়ের চেয়ার-বেঞ্চ-আলমারী তৈরীর দেরী আছে বলিয়া শিক্ষাদান বসিয়া থাকিবে,—এমন যুক্তি কুযুক্তি।

(৬০)

তোমার আদর্শবাদ যে জীবন্ত, তাহার পরিচয় চাহি আমি প্রতিদিন নিত্য নব নরনারীর দ্বারা এই আদর্শবাদ গ্রহণের জন্য

সাগ্রহে অগ্রসর হইয়া আসিবার উদ্যমের মধ্যে। তোমার পাঠাগারের আদর্শবাদমূলক পুস্তকের সংখ্যা বাড়িয়া যাওয়াই ইহার প্রমাণ নহে।

(৬১)

কাজ যেখানে ধরিবে, একেবারে সাত হাত মাটি উৎখাত করিয়া ফেলিবে। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-পীড়িত দুর্ব্বল মন লইয়া কুণ্ঠিত হস্তে, স্খলিত বস্ত্রে, বিবশ বেশে নয়, সর্ব্বশক্তি লইয়া সর্ব্বস্ব পণ করিয়া কাজে হাত দিবে। যেখানে যতটুকু কাজ হইবে, শত যোজন দূরে তার বিস্তার সাধন করিতে হইবে। শাঁখারীর দু'ধারী করাতের মত যাইতেও কাটিবে, আসিতেও কাটিবে, বড়'র বড়দিগকেও করিবে উন্মাদিত, ছোটর ছোটদিগকেও করিবে সমাকৃষ্ট। ক্ষুদ্র-বৃহৎ একটী প্রাণীকেও বাদ দিয়া কোনও কর্ম্মের পরিকল্পনা করিবে না।

(৬২)

অতীতকে অতিক্রম করিয়া যাইবার ক্ষমতা যে তোমাদের আছে, তাহা বহুবার প্রমাণিত করিয়াছ। ভবিষ্যৎকেও যে লঙ্ঘন করিবার যোগ্যতা তোমরা রাখ, আমি চাহি তাহার প্রমাণ।

(৬৩)

প্রতিটী ব্যক্তির হাতে যথাযোগ্য কাজ তুলিয়া দাও। পুণ্য কর্ম্মের মধ্য দিয়া প্রতিজনে শুদ্ধ, স্নাত, সুন্দর ও সবল হউক। বালকদের দ্বারা বালকদের মধ্যে, বালিকাদের দ্বারা বালিকাদের মধ্যে, পুরুষদের দ্বারা পুরুষদের মধ্যে, মহিলাদের দ্বারা মহিলাদের মধ্যে কাজ ধরাও। চালাও কাজ যুবকদের দ্বারা যুবকদের

মধ্যে, বৃদ্ধদের দ্বারা বৃদ্ধদের মধ্যে, ধনীদের দ্বারা ধনীদের মধ্যে আর দরিদ্রদের দ্বারা দরিদ্রদের মধ্যে। অভিজাতকে দিয়া অভিজাতদের মধ্যে কাজ চালাও, অন্ত্যজকে দিয়া অন্ত্যজদের মধ্যে কাজ চালাও। সমতলবাসীদের দ্বারা কাজ চালাও সমতলবাসীদের মধ্যে, অরণ্যবাসীদের দ্বারা কাজ চালাও বন-পর্ব্বত-অরণ্য-গুহাবাসীদের মধ্যে। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে কেবল একটী মাত্র ধ্বনি উঠুক,—কাজ, কাজ, কাজ; প্রতি জনের হস্ত, পদ, সর্ব্বাবয়ব, মন, প্রাণ, আত্মা, কেবল করুক কাজ, কাজ আর কাজ।

(৬৪)

গভীর কর সাধনা, নিবিড় কর প্রাণের উন্মাদনা, অচল কর সঙ্কল্প, অটল কর সাহস, প্রগাঢ় কর বিশ্বাস, আর অনঢ় কর নিষ্ঠা। প্রকৃত কর্ম্মীর এই কয়টীই হইতেছে বিশিষ্টতা।

(৬৫)

জয় কর সকলের হৃদয় অলক্ষিতে, আচম্বিতে, একেবারে অজ্ঞাতে।

(৬৬)

বিশ্বাস যাহার কমিয়া গিয়াছে, সে সবল থাকিয়াও দুর্ব্বল হইয়াছে। তাহার বুকে বিশ্বাসের বল যোগাও। আশা যাহার হ্রাস পাইয়াছে, তাহাকে যোগাও আশা। আস্থা যাহার নাশ হইয়াছে, তাহাকে আস্থাশীল করিবার জন্য আপ্রাণ কর প্রযত্ন।

(৬৭)

একটী মুহূর্ত্তে যে এক যুগের কাজ করা যায়, ইহা বিশ্বাস কর। একটী দিনে যে এক শতাব্দীর কাজ করা সম্ভব, ইহা

সত্য বলিয়া জান। আর তাহার দৃষ্টান্ত তোমরা তোমাদের জীবনে অসংখ্য কার্য্যাবলিতে রক্ষা করিয়া যাইতে বদ্ধপরিকর হও।

(৬৮)

আমার জীবন আমার একার জন্য নয়, তোমাদেরও কাহারও একার জন্য নহে। আমার জীবন তোমাদের প্রত্যেকের জন্য। এই প্রত্যয়ে যতক্ষণ সুস্থির থাকি, ততক্ষণেই আমি আমার স্বরূপে অবস্থান করিতেছি, ততক্ষণই আমি স্বরূপানন্দ। আমার চিন্তা, কর্ম্ম, সাধনা, আমার চিত্তসংস্কার, মনোবিবর্ত্তন, অনুশীলন, আমার ধ্যান, ধারণা, সমাধি সবই তোমাদের সকলের জন্য। আমি একাকী কাহারও জন্য নহি। তবে কেহ যখন নিজেকে সকলের জন্য উৎসর্গ করিয়া দিয়াও নিজ লক্ষ্য লাভেরই প্রয়োজনে একক হইয়া রহে, তখন আমি একাকী তাহার। কারণ, একা তাহার হইয়া তখন আমি বিশ্বের সকলের হইতেছি।

(৬৯)

পূজা করিয়াছ দেবতাকে, দেবতার দালাল আসিয়া বলিয়া বসিল, অর্ঘ্য নৈবেদ্য তাহাকে দিতে হইবে। তখন তুমি দেবতাকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিও যে, তিনি ইহাতে তুষ্ট হইবেন কিনা। দেবতাকে নৈবেদ্য দেওয়ার উদ্দেশ্য যেখানে তোমার নিজের রসনা-তৃপ্তি, সেখানে তুমি তাহা অপর যে-কাহাকেও দিয়া দিলে তোমার কুশলই হইবে। ভগবানের সেবার সহিত নিজের স্বার্থকে যুক্ত করিও না।

(৭০)

বিফলতা আসিলে তাহার কারণগুলিকে বাহিরের লোকের কাছে গোপন করিবার চেষ্টা স্থল-বিশেষে লাভজনক হইতেও

পারে। কিন্তু নিজের কাছেও তাহা গোপন করিয়া বৃথা আত্মপ্রসাদ অর্জ্জন করিতে চাহিলে তাহার ফল হইয়া থাকে মারাত্মক। সাফল্য এবং বৈফল্য উভয়ই কারণ আশ্রয় করিয়া ঘটিয়া থাকে। আনুকূল্য বা প্রাতিকূল্যও কারণকে আশ্রয় করিয়া আসিয়া থাকে। হারিয়া যাইবার পরে সেই কারণগুলির অনুসন্ধান যদিও অরুচিপ্রদ এবং বেদনাকর, তথাপি পরবর্ত্তী জীবনে বা পরবর্ত্তী কর্ম্মানুষ্ঠানে যাহাতে প্রতিকূলতা না আসে বা আসিলে অল্পই আসে কিম্বা প্রচুর আসিলেও পরাহত হইয়া ফিরিয়া যায়, তাহারই জন্য কারণের অনুসন্ধান অত্যাবশ্যক। অতীতের পরাজয়কে কৌশলী কর্ম্মীরা এই ভাবেই বিজয়-লাভের অভ্রান্ত সোপানে পরিণত করেন।

(৭১)

সহস্র প্রাণ জাগাও, সহস্র ঘুমন্তের ঘুম ভাঙ্গ, প্রত্যেকের চিত্তকে তাহাদের প্রকৃত প্রয়োজনের অভিমুখী কর।

(৭২)

জীবনের সাফল্য-বৈফল্য সব উপেক্ষা করিয়া বীরবিক্রমে পথ চল। ঈশ্বরে রাখ বিশ্বাস, তার নামে রাখ নির্ভর, নিষ্ঠা রাখ তোমার বিজয়ান্বিত ভবিষ্যতের মোহন আলেখ্যে।

(৭৩)

সর্ব্ব-নাশক পাপ কি কি? অহঙ্কার, কর্ত্তৃত্বাভিমান, ছোটকে ছোট বলিয়া অবহেলা করা, বড়কে বড় বলিয়া অনাবশ্যক ভাবে ভয় করা, ত্যাগী অপেক্ষা ধনীকে অধিক মান্য দেওয়া, সহকর্ম্মী হইয়াও কেহ কাহারও কাজকর্ম্মের কোনও খোঁজ-খবর না রাখা, একজন বা একদল সহকর্ম্মী কর্ত্তৃক গৃহীত ও

স্থিরীকৃত সিদ্ধান্ত তাহাদের সহিত আলোচনা না করিয়া বা তাহাদের মতামত না নিয়া হঠাৎ এবং গোপনে পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া, যাহারা স্বাভাবিক ভাবে যাহা যাহারা প্রত্যাশা করিতেছে, তাহাদিগকে প্রত্যাশার মোড় ফিরাইবার সঙ্গত ব্যবস্থা না করিয়া হঠাৎ আশা-ভঙ্গ করা। সর্ব্ব-নাশক পাপ কি কি? পরের টাকাকে নিজের টাকা বলিয়া মনে করা, পরের টাকায় পোদ্দারী করিয়া বেড়াইবার কালে নিজেরই টাকা খরচ করিয়া সব করা হইতেছে বলিয়া ভাণ করা, লোকের প্রতি প্রাপ্য সেবা প্রদান করিতে গিয়া তাহাকে লোকের প্রতি প্রদত্ত অনুগ্রহ বলিয়া স্পর্দ্ধা করা, যাহার যতখানি প্রাপ্য, তাহা অপেক্ষা অনেক কম দিয়াও বেশী দেওয়া হইতেছে বলিয়া বিশ্বাস করাইবার চেষ্টা করা এবং মুখের গাম্ভীর্য্য দিয়া নিজের ভিতরের শঠতাকে গোপন করা। এই সকল পাপ হইতে নিজেদের বাঁচাইয়া চল।

(৭৪)

আমি ত' বলি, জগতে একজনও শূদ্র নহে। কিন্তু কখন ব্রাহ্মণ? যখন ব্রাহ্মণের দীক্ষা নিয়া ব্রাহ্মণ্যের সাধনা করিয়া ব্রাহ্মণের যোগ্য হইয়া চলিবার সে করিবে সাধনা। এইরূপ সদ্‌গুণ অর্জ্জনের জন্য তৈরী হইয়াছ, ইহা আমি আগে শুনিতে চাহি। "জগতে সবাই ব্রাহ্মণ",—বলিয়া আস্ফালন করিলেই সকলে ব্রাহ্মণ হইয়া যাইবে না। তোমাদিগকে ছোট দেখিয়া, নীচ দেখিয়া, পতিত, অধম, অপাংক্তেয় দেখিয়া তোমাদিগকে ব্রাহ্মণ করিবার জন্য ছুটিয়া চলিয়া গিয়াছি তোমাদের মধ্যে ব্রাহ্মণের যোগ্য তপস্যার প্রতিষ্ঠা করিতে। কিন্তু বনে, পর্ব্বতে, প্রান্তরে, কান্তারে, দূরে, নিকটে তোমাদের চেয়েও ছোট ছোট,

তোমাদের চেয়েও শত প্রকারে হীনদশাপন্ন যেই সকল জাতি আছে, তাহাদের মধ্যে আমার আহ্বান পৌঁছাইবার চেষ্টা তোমাদের কোথায়? তোমরা যদি ইহাদের প্রতি তোমাদের অন্তরের চিরপোষিত বদ্ধমূল ঘৃণা দূর করিয়া নিয়া ইহাদের উদ্ধারের জন্য আগুয়ান হইয়া না যাও, তাহা হইলে আমি তোমাদের ছাড়িয়া ইহাদের ভিতরে গিয়া প্রবেশ করিব। আমি একাকী তোমাদের জন্য নহি। আমি ইহাদেরও সকলের জন্য। যে যত ছোট, তাহার জন্য আমার প্রাণ তত অধিক কাঁদে। সকল ছোটদের, সকল নীচদের, সকল পতিতদের জন্য তোমাদের প্রাণ কেন কাঁদে না? কেন তোমরা একাকী ব্রাহ্মণ হইতে চাহ? কেন তোমরা অপর সকল জাতিকে ব্রাহ্মণ হইবার পথে টানিয়া আনিতে নারাজ? তোমাদের যখন অপর জাতিরা ঘৃণা করিয়াছিল, তখন তোমাদের কেমন লাগিয়াছিল? তোমরা অপরকে ঘৃণা করিবে বলিয়াই কি ব্রাহ্মণ্যের অধিকার তোমাদের দিয়াছি?

(৭৫)

ভগবানে বিশ্বাস রাখিয়া সৎভাবে চলিলে কেন তিনি মুখপানে তাকাইবেন না? শ্রম করিতে যার কুণ্ঠা নাই, তার অন্ন কে কাড়িয়া নিতে পারে? শ্রম করিব না বা কম করিব এবং অপরের অর্জ্জিত অন্নে ভাগ বসাইব এইরূপ লুব্ধ ভিক্ষুকের দৃষ্টি যাহার, তাহার দুর্ভাগ্য কে দূর করিবে?

(৭৬)

পুত্রেরা বিবাহ করিবার পরে আলাদা করিয়া নীড় বাঁধিবে, মাতা-পিতার দিকে তাকাইবার তাহাদের আর অবসর থাকিবে

না, পুত্রের জীবনের উপরে পুত্রবধূরই হইবে পূর্ণ অধিকার,— ইহা জানিয়াও পাশ্চাত্য পিতামাতা সাধ্যসত্ত্বে নিজ নিজ পুত্রের শিক্ষাদান ও যোগ্যতাবিধান-ব্যাপারে স্বেচ্ছায় কৃপণতা কখনো করে না। তোমাদের পুত্রেরা বিবাহের প্রাক্কালে "মা" তোমার দাসী আনিতে যাই, বলিয়া অনুমতি নিয়া রওনা হইবে, পুত্রবধূকে গৃহে আনিবার পরে তোমাদের সাথেই একই পরিবারে বাস করাইবে, প্রথম কয়েক বৎসর তোমাদের পূর্ণ কর্ত্তৃত্বেই সেই বেচারীকে নিয়ত তটস্থ থাকিতে হইবে, তোমরা বৃদ্ধ হইলে সমাজ-সঙ্গত ভাবেই তোমার পুত্রের উপার্জ্জনের উপরে জীবন-ধারণ করিবে বা তাহার প্রত্যাশা অন্ততঃ রাখিবে, তথাপি তোমরা পুত্রকে সুশিক্ষিত করিবার বিষয়ে অধিকাংশ সময়ে অর্দ্ধ-উদাসীন। বল দেখি, ওদেশের পিতারা মহৎ, না তোমরা মহৎ? স্বার্থ নাই, তবু ত্যাগ, ইহা কঠিন ত্যাগ, তবু ইহাই মহান্ ত্যাগ।

(৭৭)

সরল প্রাণের আকুল প্রার্থনা মুখের ভাষায় প্রকাশের অপেক্ষা রাখে না। তার আগেই সে পূর্ণ হয়। তোমার প্রাণে যখন পূর্ণতার পরিতৃপ্তি আসিবে, তখন তুমি তাহা বিশ্ববাসী সকলের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে ভুলিও না।

(৭৮)

ব্যাকুল প্রাণে ভগবান্‌কে ডাক। তিনি তোমাকে নিশ্চিত দর্শন দিবেন। তিনি তোমাকে সেই অসীম জ্ঞান ও অনুভব-শক্তি দিবেন, যাহাতে তাঁহাকে বুকের মধ্যে পাইয়াও তুমি অভিভূত, অচেতন না হইয়া পড়। ডাক তাঁকে ব্যাকুল প্রাণে; তিনি তোমাকে নিত্যচেতনা দিবেন, দিব্য জাগরণের মধ্য দিয়া

তিনি হইবেন তোমার প্রাণের প্রাণ ও আপনার আপন। কথাগুলি কেবলই ভাষার মারপ্যাঁচ নহে, কথাগুলি যথার্থ সত্য।

(৭৯)

জন্মজন্মান্তর তপস্যা করিয়া ভগবদ্দর্শন হইবে, ইহাও কম আশ্বাসের কথা নহে। যত দেরিতেই হউক, তবু ত' হইবে! কিন্তু আমি চাহি, জন্মজন্মান্তরে দেহ হইতে দেহান্তর পরিক্রমণের প্রতীক্ষা না রাখিয়াই এই জন্মেই, এই দেহেই তুমি ভগবদ্দর্শন কর। প্রাকৃত জনক-জননীর গ্রাম্য কামনা বাসনাকে উপলক্ষ্য করিয়াই এই দেহটা তোমার জন্মিয়াছে বলিয়া এমন কথা ভাবিবার প্রয়োজন নাই যে, ভগবানের নামের সেবা আস্তে আস্তে তোমার দেহের প্রতিটি পরমাণুকে রূপান্তরিত করিতে সমর্থ নহে। পূর্ব্বপুরুষ হইতে প্রাপ্ত আনুকূল্য ঈশ্বরলাভের সহায়ক কিন্তু প্রাতিকূল্যকেও একাগ্র, উদগ্র, তীব্র সাধনের বলে জয় করা সম্ভব।

(৮০)

তোমার নিজস্ব মহিমায় তুমি বিশ্বাস রাখ এবং সেই বিশ্বাসের বলে তোমার ভিতরের ত্যাগসুন্দর সর্ব্বস্বদান-সক্ষম দুর্জ্জয় দেবতাটিকে জাগাইয়া তোল। "জাগো" বলিলেই কেহ জাগে না,—"আমি তোমার জাগরণে বিশ্বাস করি" একথা বলিতে পারিলে তবে ঘুমন্ত দেবতা জাগে। জাগো নিজে, জাগাও সকলকে। ঘুমন্তের দেশে জাগরণের সাড়া পড়ুক।

(৮১)

ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র সংসারের পরিজনের প্রতি কর্ত্তব্য পালন, বৃহত্তর সমাজের ব্যাপক জনসমষ্টির প্রতি নারায়ণ জ্ঞানে সেবা

প্রদান, একান্ত মনে প্রশান্ত নিষ্ঠায় চাঞ্চল্যহীন প্রেমে নিজের সাধন-ভজনের অনুশীলন,—এই তিনটীকে এতকাল পরস্পর-বিরোধী বলিয়া গণনা করা হইতেছিল। ইহাদের পার্থক্যের গণ্ডী তুমি তুলিয়া দাও। একটীর মধ্য দিয়াই এবং একটী সত্ত্বেও অপরটীকেও পূর্ণ সেবা দিবার যোগ্যতা তোমার আছে।

(৮২)

কীর্ত্তি আসিল, তৃপ্তি আসিল না,—এমন কীর্ত্তি চাহিও না। অভ্যুদয় আসিল কিন্তু আনন্দ আসিল না,—এমন অভ্যুদয় চাহিও না। মানুষের মনের বায়বীয় স্তরে বিপুল প্রতিষ্ঠা আসিল কিন্তু স্থলের উপরে স্থিতি পাইল না,—এমন প্রতিষ্ঠা চাহিও না। ভালবাসিয়া অনুতাপ আসিল,—এমন ভালবাসা বাসিও না। দান করিয়া দুঃখ হইল,—এমন দান হইতে নিবৃত্ত থাকিও। ধন আসিল, জন আসিল, কিন্তু শান্তি আসিল না,—এমন ধন-জনের প্রার্থনা পরিহার কর। জীবনে একটা সময় আসে, যখন সাহস করিয়া কীর্ত্তি, অভ্যুদয়, প্রতিষ্ঠা, ভালবাসা, ধন, জন সব দু'হাতে ঠেলিয়া দূরে ফেলিয়া দিতে হয়। সেই সময়ে ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌর্ব্বল্য অবলম্বন করিয়া চুপ করিয়া থাকিও না এবং চিরকালের জন্য নিজেকে ঠকাইও না।

(৮৩)

নির্ভর কর ভগবানে, মানুষের উপরে নয়। নির্ভর কর ভগবদ্দত্ত বাহুযুগলের শক্তিতে, মানুষের মুখের ভরসায় নয়। তুমি যখন ভগবানের দেওয়া সুযোগটুকুকে পূর্ণ সদ্ব্যবহারে হইবে দৃঢ়সঙ্কল্প ও কর্ম্মপরায়ণ তখন এক বা সহস্র, স্বল্পসংখ্যক বা অগণিত নরনারী যদি তোমার সহায়তা করিবার জন্য আগাইয়া আসে,

তাহা হইলে তাঁহাদিগকে ভগবানের করুণাপ্রেরিত হিতৈষী দেবদূত বলিয়া সম্মান করিবে। কিন্তু কর্ম্ম-সাফল্যের জন্য পুরা ভরসা রাখিতে হইবে জগন্নাথরূপী তোমার আপন হাতে।

(৮৪)

দৈহিক সদাচার মানসিক পরিচ্ছন্নতার সহায়তা করে। দেহ, শয্যা ও বস্ত্রকে সর্ব্বদা পরিষ্কৃত রাখিবে। হস্তের একটী নখের ডগাতেও যেন কখনো ময়লা জমিতে না পারে। অপরিচ্ছন্ন দেহে তামসিকতার প্রভাব বাড়ে, পরিচ্ছন্ন দেহে সাত্ত্বিক গুণাবলির সহজে বিকাশ হয়। অনাবশ্যক বিলাসিতাকে বর্জ্জন করিবে, কারণ যথার্থ পরিচ্ছন্নতার সহিত তাহার কোনও সংস্রব নাই। বিলাসিতা মনকে ভারাক্রান্ত ও সংগ্রাম-বিমুখ করে। বিলাসিতাকে মনুষ্যত্বের শত্রু, সাধন-ভজনের শত্রু, ব্যক্তিত্ব-বিকাশের শত্রু এবং স্বাধীনতার শত্রু বলিয়া জ্ঞান করিবে।

(৮৫)

অভাবের দিনেই মানুষের মনুষ্যত্বের খাঁটি পরিচয় পাওয়া যায়। একদল যখন অভাবে মরে, অন্যদল তখন ইহাদের ধন-বৃদ্ধির উপায় রূপে গ্রহণ করে। এই অস্বাভাবিক অবস্থার সুযোগ-গ্রহণকারীরা মানব-জাতির শত্রু। কিন্তু যাহারা এই অভাবের দিনে অভাব-ক্লিষ্টের দুঃখ-বিদূরণে হয় চেষ্টিত আর যাহারা শত অভাব সত্ত্বেও সমাজের মঙ্গলকর কর্ম্মে ও জগ-জনহিতকর ত্যাগে নিজেদের রাখে যোজিত, তাঁহারা দেবতা। ছোটনাগপুরের ক্ষুধিত পাষাণের বুক চিরিয়া সেই দেবতাদের আবির্ভাব কোনও অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া মনে করিয়া বসিও না। মানুষের মনের

জমিতে জ্ঞানের লাঙ্গল চালাও, প্রেমের বীজ বোন, মরুভূমিতেও ফসল তুলিতে পারিবে।

(৮৬)

গোঁড়া ব্রাহ্মণদের সহিত লড়াই করিতে যাইও না। তাঁহাদের বুঝিবার মধ্যে ভুল থাকিতে পারে কিন্তু অন্তরের অসরলতার গলদ নাই। যে কাজই কর, তাঁহাদের সহিত কলহ এড়াইয়া করিও। কিন্তু যাহারা ব্রাহ্মণাচার পালন করে না অথচ ব্রাহ্মণ্যের বড়াই করে, শূদ্রোচিত কদর্য্য কার্য্যসমূহ অবাধে করিয়া যায় অথচ অব্রাহ্মণকে ঘৃণা করে, বিদ্যা বিক্রয় করে, ধনলোভে সত্যকে পদদলিত করে, ধনবান্ পাপীকে সম্মান করে, তেমন ব্রাহ্মণ-নামধারী অব্রাহ্মণদের সহিত তোমাদের কোনও আপোষ রফা চলিতে পারে না। অন্তর্য্যামীর নিকটে যদি সাধু থাকিতে চাও, তবে ইহাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ ঘোষণা কর।

(৮৭)

তুমি মানুষ, ইহাই তোমার প্রকৃষ্ট পরিচয়। ইহার অধিক পরিচয় আমার নিকটে প্রয়োজন হয় না। আমি মানুষেরই পূজারী, তাহার নাম বা গোত্রের পূজারী নহি। তাহার জন্ম বা জাতি আমার দৃষ্টিতে নগণ্য। তাহার ভিতরে সুপ্ত ব্রাহ্মণাই আমার পূজার বিগ্রহ।

(৮৮)

নরপশুর মত কিম্ভূতকিমাকার কার্য্যসমূহ করিয়া ক্লেদ-ন্যাকারে যাহারা আত্মপ্রসাদ অর্জ্জন করিতেছে, জানিও, তাহাদেরও ভিতরে দেবতা রহিয়াছেন। যে দেশের মানুষ গাছে, পাথরে, ইটে, কাঠে দেবতাকে দেখিল, সেই দেশের মানুষ হইয়া এই সকল

ভ্রান্তি-বিলাসী বিপরীত-বুদ্ধি দুষ্কৃতিলালচ নরনারীদের ভিতরের দেবতাকে দর্শন করিতে তুমি যেন অপারগ হইও না। যে সকল লোককে এখন দেখিতেছ প্রত্যেকটি কুশলের প্রতিকূল, একদিন তাহারা অবশ্য অনুকূল হইবে। তোমরা কাহারও কোনও আচরণ দেখিয়াই তাহাকে পর বা অবজ্ঞেয় বলিয়া ভাবিও না। মানুষকে তাহার উন্নত-পতিত সর্ব্বাবস্থায় মানুষ বলিয়া ভালবাসিবার শক্তি অর্জ্জন কর। এই শক্তির বলে তোমরা নূতন বিশ্ব গড়িবে। চোর, ডাকাত, লম্পট, প্রবঞ্চককে গালি দিয়া নহে, ঘৃণা করিয়া নহে, দ্বেষ করিয়া নহে, ভালবাসিয়াই মানুষ কর। ভালবাসার মহিম্ন মন্ত্রে তাহাদের ভিতরের দেবতা জাগিয়া উঠুক। তাহাদিগকে জাগাইয়া তুলিবার অধ্যবসায়ে নিজেকে তিল তিল করিয়া উৎসর্গ করিয়া দিয়া হও তুমি আত্মপরিচয়বান্ জীবন্মুক্ত যোগী।

(৮৯)

শত যোজন দূরে গিয়া অবস্থান করিলেও যিনি তোমার কাছ হইতে কখনও দূরে যান না, অবস্থান করেন তোমার হৃদয়ের পরতে পরতে তোমার সর্ব্বস্বধন হইয়া, তিনিই তোমার যথার্থ আপনার জন। নিজেকে চিনিলে তবে সেই আপনার জনকে চেনা যায়, সেই আপনার জনকে চিনিতে পারিলে তবে নিজেকে যথার্থতঃ চেনা যায়। মনের গতি ও উপলব্ধির স্তর অনুযায়ী এই দুইয়ের মধ্যে একজনকে লইয়া সাধন সুরু কর। পরে দেখিবে, এই দুই মিলিয়া এক অদ্বয় অভিন্ন অখণ্ড সত্তা হইয়া গিয়াছে, যাহাকে বুঝিতে, জানিতে, দেখিতে, বুঝাইতে, জানাইতে, দেখাইতে হইলে একের ভাষাই প্রয়োজন, দুইএর ভাষা হয়

অর্থহীন।

(৯০)

শাস্ত্রে বড় বড় কথা আছে। মহাজনেরাও অনেক বড় বড় কথা কহিয়াছেন। তুমি তাহা পড়িয়া বা শুনিয়া নিজেও বড় বড় কথা কহিতে পার। কিন্তু কোনও কথারই মূল্য এক কাণাকড়ি বেশী হইবে না, যদি সেই কথাকে নিজের সাধনার শক্তিতে অনুশীলনের মধ্য দিয়া প্রত্যয়গত করিতে না পার। সাধন কর বাবা, সাধন কর। এক লক্ষ মণ কথার চাইতে এক কণা সাধনের দাম বেশী। বড় বড় কথার চাইতে ছোট ছোট অনুশীলনের মূল্য বেশী। এক হাজারখানা শাস্ত্রগ্রন্থ অপেক্ষাও একটীমাত্র ক্ষুদ্র, সরল, উদার, অনাড়ম্বর উপলব্ধির কার্য্যকারিতা বেশী। সারের দিকে লক্ষ্য দাও, সারকে আবরণ করিয়া যে হিমালয়মিত আয়তন রহিয়াছে, তাহার দিকে নহে।

(৯১)

যে তোমার উপরে উৎপীড়ন করিয়াছে, স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিয়াছে, তোমার নানা অধিকার কাড়িয়া নিয়াছে, সে তোমার অল্প ক্ষতিই করিয়াছে। সহন-শক্তির অনুশীলনের মধ্য দিয়া বল সংগ্রহের প্রয়োজনে তাহার অন্যায়কে তুমি উপেক্ষা করিতে পার। কিন্তু যে তোমার সত্য কথা কহিবার সৎসাহস হরণ করিয়াছে, অন্যায়কে অন্যায় বলিয়া প্রকাশ করিবার যোগ্যতা নষ্ট করিয়াছে, সে তোমার যে ক্ষতি করিয়াছে তাহা নিদারুণ।

(৯২)

আমার যুদ্ধনীতি কখনও পরাজয়ের অস্তিত্বকে স্বীকার করে না। আংশিক জয়কে আমি জয় বলিয়া গণনা করি না। পরাজয়কেও আমি পরাজয়ের মূল্য দেই না, তাহাকে জয়ের

খাতারই অঙ্কপাত বলিয়া গণনা করি। জীবনের সকল পরাজয় তোমাদের স্থায়ী দিগ্বিজয়ের ভিত্তি, এই কথা স্পষ্ট ভাবে মনে রাখিও।

(৯৩)

যুদ্ধ করিয়াই ত' জয়লাভ করিতে হয়। ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া জয়লাভ জগতে কে কবে করিয়াছে? সংগ্রামই জীবনের অভ্রান্ত সত্য, দুঃখই জীবনের নিশ্চিত বন্ধু, কিন্তু শত বিভ্রাট সত্ত্বেও পূর্ণ বিজয় তোমার নিশ্চিত ভাগ্য। সামান্য পদস্খলনে হতাশ হইয়া পড়িও না।

(৯৪)

দুঃখকে ভয় করিয়া নহে, দুঃখকে জয় করিয়াই জীবনের পথ চলিতে হইবে। দুঃখ জয়েরই যাহার সঙ্কল্প, দুঃখ কখনো তাহার কেশস্পর্শও করিতে পারে না। তোমার সঙ্কল্পের দৃঢ়তাকে দুঃখের-প্রচণ্ডতার শত যোজন ঊর্দ্ধে স্থাপন কর। দুঃখ ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

(৯৫)

পরমেশ্বরের মঙ্গলময়ত্বে পরিপূর্ণ আস্থা লইয়া পথ চল; দেখিও জীবন শান্তির অমৃতে ভরিয়া যাইবে। বিজ্ঞান এখনও ঈশ্বরকে খুঁজিয়া পায় নাই, দর্শন তাঁহার মঙ্গলময়ত্ব ও ন্যায়নিষ্ঠার মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে পারিয়া উঠিতেছে না। কিন্তু তুমি এই বিশ্বাস নিয়াই চলিও যে, ঈশ্বর মঙ্গলময়, তাঁহার ইচ্ছা সর্ব্বজীবের শুভই সম্পাদন করিতেছে, আপাত-বিরোধী ঘটনা-নিচয় প্রতীয়মানতঃ হতবুদ্ধির হইলেও তুমি তাঁহার মঙ্গলময়ত্বে

অটুট নিষ্ঠা নিয়াই আজীবন চলিবে, আমৃত্যু চলিবে, অনন্তকাল চলিবে।

(৯৬)

ভগবানের নামে নিষ্ঠা লইয়া আর মানুষের প্রতি প্রেম-পথ লইয়া চল। যে পথকে এখন দেখিতেছ কণ্টক-বহুল, তাহাই আস্তে আস্তে কমল-বনে পরিণত হইবে। ভগবানের জ্বলন্ত বিশ্বাস তোমাকে দুঃখের দহন হইতে পরিত্রাণ দিবে, মানুষের প্রতি নিষ্কাম প্রেম তোমাকে চলিবার পথে তৃপ্তি দিবে। ভগবানে বিশ্বাস রাখ এবং তাঁরই প্রদত্ত বাহুযুগলকে চূড়ান্ত পরাক্রমে কর্ম্মে কর নিয়োজিত। মানুষকে ভালবাস, কিন্তু এই ভালবাসাকে উপলক্ষ্য করিয়া কাহারও মোহে, কাহারও কামে, কাহারও লালসার জালে না জড়াইয়া পড়, সেই দিকে দাও দৃষ্টি।

(৯৭)

কাহারও পুত্র বা কন্যা জন্মিয়াছে শুনিলে সঙ্গে সঙ্গে নবজাতককে আশীর্ব্বাদ করিবে, জগতের সে কুশলকারী হউক, সর্ব্বজাতির প্রতি সমপ্রেম, সমবুদ্ধি, সমোদার হউক, মানুষের ধরণী তাহার সেবায় দেবতার স্বর্গে পরিণত হউক, মানুষের মত মানুষ হইয়া সে তাহার বংশকে, দেশকে, সমগ্র মনুষ্য-জাতিকে গৌরবান্বিত করুক।

(৯৮)

সাধুজনে ভক্তিমান্, দীনজনে দয়াবান্, কবি, গুণী, কৃতী ব্যক্তির প্রতি দাক্ষিণ্য-সম্পন্ন, পরদুঃখে দুঃখী, অতিথিপরায়ণ গৃহস্থদের যে শেষ দিক দিয়া আর্থিক ক্লেশ ও বৈষয়িক দুর্দ্দশা দেখা যায়, তাহা তাঁহাদের শ্লাঘা এবং গৌরব। জুয়া খেলিয়া,

মদ খাইয়া, বন্য বরাহের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া অনেকে সর্ব্বস্বান্ত হয়। কিন্তু তাহাদের সেই দৈন্যের দিনে জগতের একটী প্রাণীরও চক্ষু কি সহানুভূতিতে অশ্রু-সজল হয়? কাপড়ের মাপ বুঝিয়াই জামা তৈরী করা উচিত কিন্তু কেহ যদি ঋষি, কবি, জ্ঞানীর সেবায় অর্থ বিনিয়োগ করিয়া কিছু বে-হিসাবীও করে, তাহা হইলেও তাহার সুফলটুকু সমগ্র দেশ, জাতি এবং জগৎ পাইয়া থাকে। মহতের পূজায় সর্ব্বস্বদান এই দেশে নূতন নহে। ইহা অগৌরবেরও নহে। দিয়া যে পরমা তৃপ্তি, পাইয়া সেই তৃপ্তি কি কেহ কখনও লাভ করিয়াছে? সৎকার্য্যে দান করিবার যাহার সাহস আছে, তাহার বিত্ত না থাকিলেও সে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী। কারণ, সে চিত্তহীন নহে।

(৯৯)

জীবন কেবল দুঃখের কারাগারই নহে, ইহাতে রহিয়াছে অনন্ত মুক্তির অমৃতরস। প্রাণভরা ভক্তি নিয়া ভগবানের নাম সাধন করিয়া যাও, ক্রমে ক্রমে সবই স্পষ্ট উপলব্ধিতে আসিবে।

(১০০)

সেবা এবং সত্যের মধ্য দিয়াই তোমার উন্নতি হউক। নিষ্কাম সেবা তোমার অভ্যুদয়ের সোপান-শ্রেণী এবং অভিসন্ধিহীন সত্য তোমার সোপানারোহণের মহাবল হউক। ব্যক্তিগত স্বার্থের সহিত যুক্ত করিয়া সেবাকে কলুষিত করিও না। অপরের উপরে উৎপীড়নের জন্য সত্যের প্রয়োগ করিও না। সত্যকে হিংসা হইতে, সেবাকে লালসা হইতে সর্ব্বপ্রযত্নে মুক্ত রাখ, দূরে রাখ।

(১০১)

শরীরটা থাকুক তোমার এই পৃথিবীতেই কিন্তু মনটাকে উৎক্ষিপ্ত কর অনন্ত ঊর্দ্ধে। ঊর্দ্ধতার এমন স্তরে সে বিচরণ করুক,

যেখানে সংসারের বিচিত্র হিংসার বীভৎস কোলাহল গিয়া পৌঁছে না, যেই মেঘলোকে পচা নর্দ্দমার গলিত শবের পূতিগন্ধ নাড়ীভূড়ি লইয়া কলহপরায়ণ শৃগাল-কুকুরের উচ্চ চীৎকার প্রবেশ করিতে পারে না।

(১০২)

ভাব ও ব্যবহারের আদান প্রদানের দ্বারা মানুষের সহিত মানুষের নৈকট্য সম্পাদিত হয়। যাহাকে প্রথম দর্শনে নিরতিশয় কুদর্শন মনে হইয়াছে, ভাব ও ব্যবহারের কিছু বিনিময় চলিবার পরে তাহার মনোগুণ দেহগুণকে লঙ্ঘন করিয়া আত্মপ্রকাশ করে। তখন তাহাকে অতুলনীয় সুদর্শন ব্যক্তির ন্যায় আকর্ষণীয় মনে হয়। যাহাকে জান নাই বলিয়া ঘৃণা করিয়াছ, তাহাকে জানিবার পরে ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়। যাহাদের সহিত ভাব ও ব্যবহারের বিনিময় তুমি বন্ধ করিয়াছ, তাহাদের ভিতরের উৎকর্ষকে জানিতে, বুঝিতে ও আয়ত্ত করিতে তুমি অশক্ত রহিয়াছ। যাহাদের সহিত ভাব ও ব্যবহারের ঘনিষ্ঠতা সম্পাদিত হইয়াছে, তাহাদের বাহিরের আবরণের মধুর সুষমা খসিয়া পড়িয়া ভিতরের অবগুণ যখন ধরা পড়িল, তখন হয়ত তুমি সেই সকল অপকর্ষের প্রভাবে নিজেকে যথেষ্ট অবনমিত করিয়াই ফেলিয়াছ। সুতরাং পৃথিবীর সকলের কাছ হইতে নিজেকে দূরে রাখার ভিতরে যেমন ক্ষতি আছে, সকলের সহিত নির্ব্বিচারে নিজেকে মিলাইয়া দিবার ভিতরেও তেমন বিপত্তির সম্ভাবনা বিদ্যমান। এই জন্যই নিজ জীবনের আদর্শের পানে তাকাইয়া সেই আদর্শের উপাসকদের সহিতই ভাব ও ব্যবহারের বিনিময়কে

প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ রাখিও। সংস্কৃতি বিনিময়ের নাম করিয়া চিত্ত-বিকৃতি সংগ্রহ করিও না।

(১০৩)

সকল কাজে সকলে হাত দিবে, ক্ষুদ্র বলিয়া তুচ্ছ বলিয়া কেহ কোনও কাজে দশজনকে ডাকিতে কুণ্ঠা করিবে না, ইহাই না সংগঠনের নিয়ম। ইহাই না মিলনের নীতি। সব কাজই যদি তুমি একা করিতে চাহ বা একা করিতে বাধ্য হও, তাহা হইলে সমগ্র জীবনে কয়টা কাজ তোমার দ্বারা সাধিত হইতে পারে? তোমার ব্যক্তিগত সম্মান-বোধ বা অহমিকা যদি অপরকে সঙ্গে লইয়া কাজ করিবার বাধা হইয়া থাকে, তাহা হইলে এমন মিথ্যা মর্য্যাদাবুদ্ধি ও অর্থহীন অহমিকা বর্জ্জন কর। অপরের অন্তরের অপরিচ্ছন্নতা বা সাহসের অভাব যদি তাহাকে তোমার কাজে হাত দিতে বাধা দিয়া থাকে, তাহা হইলে সর্ব্বস্বপণ করিয়া তাহার অন্তর শুদ্ধ করিতে এবং তাহার প্রাণে সাহস জাগাইতে লাগিয়া যাও। সকলকে নিয়া সকল কাজ হইবে, তবে না সে কাজের শুভফল সকলের গৃহদ্বারে গিয়া পৌছিবে।

(১০৪)

হীন বলিয়া কাহাকেও অবজ্ঞা করিব না, দীন বলিয়া কাহাকেও বাদ দিব না, সকলকে প্রেমভরে বুকে টানিয়া আনিব, সকলকে লইয়া সকলের জন্য আনন্দের মেলা বসাইব, সকলকে লইয়া সকলের জন্য আত্মোৎসর্গ করিব, সকলকে লইয়া সকলের জন্য নবজীবন লাভ করিব,—ইহাই আমাদের কাম্য হউক।

(১০৫)

হাতে কাজ পড়িলে তবে লোক কর্ম্মী হয়। ‘‘কর্ম্ম কর’’ ‘‘কর্ম্ম কর’’ বলিয়া চিৎকার করিলেই কর্ম্মী সৃষ্ট হয় না।

প্রত্যেককে কাজ করিবার সুযোগ দিতে হইবে। প্রত্যেককে নিজ নিজ সুযোগ সৃষ্টি করিয়া নিবার জন্য প্রেরণা দিতে হইবে। কর্ম্মের ধ্যান অন্তরে প্রবেশ করাইয়া দিয়া কর্ম্মের অনুশীলনে হাতে খড়ি দিতে হইবে। যে কোনওদিন কোথাও কাজ করে নাই, তাহার হাতে ছোট একটা হইলেও কাজ তুলিয়া ধরিতে হইবে। যে ক্ষুদ্র কাজ করিয়াছে, তাহার হাতে বৃহৎ কাজ দিতে হইবে। কাজে যেন ক্ষুদ্রেরা বৃহৎ হয়, বৃহতেরা বৃহত্তর হয়। একজনের কাজ দেখিয়া দশজনে কাজে নামিবে, দশজনের কাজ দেখিয়া হাজার জনে কাজে নামিবে। কাজের কাজী এক চুম্বক-বিশেষ। তোমরা দলে দলে কাজের কাজী সৃষ্টি কর।

(১০৬)

কেহ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র উপকার করিলে তাহাও জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ রাখা মনুষ্যত্বের এক প্রকৃষ্ট পরিচয়। কেহ কোনও অন্যায় করিলে তাহা ভুলিয়া যাইবার চেষ্টা করাও মহত্ত্ব।

(১০৭)

নিজেকে মহৎ বলিয়া ভাবা যেমন দোষের, অন্যকে হেয় করিয়া ভাবা তাহা অপেক্ষা অধিক দোষের।

(১০৮)

কর্ম্মহীন চিন্তার যেমন কোনও মূল্য নাই, চিন্তাহীন কর্ম্মও তেমন নিতান্ত নিষ্ফল। পুঞ্জীকৃত ধ্যানের বুকে যখন একটা ক্ষুদ্র কর্ম্মের কমল ফোটে, তখন তাহার সৌরভ দিগন্ত-বিস্তারী হয়। তোমরা নিজেদের ধ্যানকে জাগাও, সেই ধ্যানের বুকে কর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত কর।

(১০৯)

তোমাদের প্রত্যেকের প্রত্যেক কর্ম্ম সহস্র সহস্র জনের মনের জড়তা ভাঙ্গুক, অন্তরের পুঞ্জীকৃত সমস্যার সমাধান করুক, প্রাণের ফোয়ারাকে উৎসারিত করিয়া দীর্ঘ দিনের নিরানন্দ বিদূরিত করুক।

(১১০)

সেই ধন্য , সৎকাজে যাহার অফুরন্ত উৎসাহ আর অসৎ কাজে যাহার নিদারুণ অরুচি।

(১১১)

ভুল ত্রুটির মধ্য দিয়াই মানুষ সুসম্পূর্ণ হয়। অতীতের ভুল-ত্রুটিকে ভবিষ্যতের শিক্ষাদাতারূপে গ্রহণ কর এবং বর্ত্তমানকে সর্ব্বপ্রকারে ত্রুটি-বর্জ্জিত রাখিতে চেষ্টা কর।

(১১২)

প্রত্যেকটা ব্যক্তি একটা সংঘের মূর্ত্তি ধরিয়া দশ বাহুতে কাজ করিবে, ইহা আমি চাহি। ক্ষুদ্র একটী গ্রাম একটা মহাদেশে পরিণত হইয়া কাজ ধরিবে, ইহা আমি চাহি। একটা কণ্ঠে সহস্র কণ্ঠ গর্জ্জন করুক। একটা প্রাণে সহস্র প্রাণের জাগরণ ঘটুক।

(১১৩)

তুমিও যে, আমিও সে। তোমাতে আর আমাতে কোনও ভেদ নাই। তোমার ভিতরে আমি রহিয়াছি, আমার ভিতরে তুমি রহিয়াছ। নিখিল সৃষ্টির এক দৃষ্টিতে একমাত্র তোমারই প্রকাশ, অপর দৃষ্টিতে আমারই প্রকাশ। কারণ, তুমি যখন সর্ব্বেশ্বর, আমি তখন তোমাতে লীন হইয়া গিয়াছি। আমি

যখন সর্ব্বেশ্বর, তুমি তখন আমাতে লীন হইয়া গিয়াছ। আমিই আমি আর তুমি হইয়াছি, আমিই ঈশ্বর।

(১১৪)

তোমাদের মধ্যে জাতিভেদ-বুদ্ধি থাকা উচিত নহে। জাতিভেদ বাহ্যতঃ এবং অন্তরতঃ দূর হইয়া যাইতেও বাধ্য। কিন্তু তোমরা দীক্ষা নিয়া সাধন কর না, দীক্ষা নিবার পর হইতে প্রতি জনে জীবনকে শুদ্ধ, পবিত্র, অপাপস্পৃষ্ট রাখিতে চেষ্টা কর না, অতীতের অনাচার কদাচার অধিকাংশ ব্যক্তির জীবনে পূর্ব্ববৎই রহিয়া যায়। কেবল এই কারণেই জাতিভেদ দূর হই-হই করিয়াও দূর হইতেছে না।

(১১৫)

একদিন যাহাদিগকে বিঘ্ন-বিপত্তি-বিপর্য্যয় চারিদিক হইতে বেড়াজালে ঘেরিয়া ধরিয়াছিল, এমন শত শত ব্যক্তি পৃথিবীতে কোটি কোটি নরনারীর পূজার পাত্র হইয়াছেন। এই সত্যটাকে একটী দিনের জন্যও বিস্মৃত হইও না।

(১১৬)

জগতে কাহাকেও আমরা ছোট, নীচ, হেয়, অবজ্ঞাত, অনাদৃত, পতিত, অধম এবং অনাথ থাকিতে দিব না। ইহাই আমাদের পণ হউক।

(১১৭)

হঠাৎ করিয়া গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবার রীতিটাকে মানসিক ব্যাধি বলিয়া মনে করা উচিত। ধীরে ধীরে আত্মগঠন করিয়া ধারাবাহিক আত্মসংশোধন ও আত্মবিশ্লেষণ করিয়া করিয়া নিজেকে যে সর্ব্বত্যাগের ব্রতে দীক্ষিত করিবার যোগ্য অনুভব

করিয়াছে, গৃহত্যাগের পথ তাহারই জন্য প্রশস্ত। অন্যের পক্ষে এই ত্যাগ আস্তে আস্তে নূতনতর ভোগক্ষেত্র-সমূহেরই মাত্র সৃষ্টি করে। যেখানে সংসারের প্রচলিত বন্ধন নাই, কিন্তু উদ্দাম স্বাধীনতার পঙ্কিল আস্বাদনও দুর্লভ, আত্মনিরীক্ষণ, আত্মপরীক্ষণ ও আত্মসংশোধন যেখানে নিয়মিত ও নিরন্তর, সেখানে ভোগশালা দেখিতে না দেখিতে ত্যাগমণ্ডপে রূপান্তরিত হয়। সন্ন্যাসে বা সংসারে নয়,—লক্ষ্য রাখিও, অবিরাম আত্মোৎকর্ষ সাধনে।

(১১৮)

দান বা ত্যাগ শুদ্ধচেতার পক্ষে কোনও কঠিন কার্য্য নহে। চিত্ত অশুদ্ধ থাকিলেই এই দুইটী কার্য্য কঠিন হইয়া পড়ে। কিন্তু অপাত্রে ও অকার্য্যে দান চিত্তশুদ্ধির লক্ষণ নহে।

(১১৯)

মনে রাখিও, নিষ্কাম সেবাবুদ্ধি নিয়া দশটী প্রাণী একত্র হইলে, বিশটী হাত পরস্পরের সহিত মিলিত হইলে, একমাত্র নিষ্ঠার শক্তিতে ইহারা জগতে অসাধ্য সাধন করিতে পারে। আরও মনে রাখিও, অসাধ্য সাধনই জগতে সর্ব্বাপেক্ষা সহজ কাজ।

(১২০)

আত্মোন্নতি করিয়া চল আত্মপ্রসাদের মধ্য দিয়া। পাপার্জ্জিত প্রতিষ্ঠার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম বিবেকের বৃশ্চিকদংশন। আর্ত্তের সেবা করিয়া চল ভগবৎ-প্রীতিকে লক্ষ্যে রাখিয়া। এই সুমহৎ লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত হইলে সেবা অহঙ্কারের প্ররোচিকা হয়। সেবার সহিত অহমিকা ও কর্ত্তৃত্বাভিমান যুক্ত হইলে মহৎ কর্ম্ম নীচ কার্য্যে পরিণত হইয়া যায়। তাপসী ব্রাহ্মণী সেবাকে উদ্ধত ক্ষত্রিয় অহঙ্কারের পরিচারিকা করিয়া দিও না।

(১২১)

এমন ভাবে তুমি কখনও চলিও না, যাহার ফলে ভুল করিয়া লোকে তোমাকে নীচ, হীন, জঘন্য-জীবন-যাপনকারী বলিয়া সন্দেহ করিতে পারে। কিন্তু অকারণে অপযশ আসিয়া পড়িলেও তুমি নিজেকে কুণ্ঠায় দাবাইয়া দিও না। চেষ্টা করিবে অনিন্দিত থাকিতে কিন্তু নিন্দা আসিয়া পড়িলে সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে গা ঝাড়া দিয়া ফেলিয়া দিবার যোগ্যতা কখনও হারাইও না। পরের কথা ও মতের উপরে যাহাদের জীবন-যাপন নির্ভর করে, তাহাদিগকে জীবিত না বলিয়া মৃতই বলা ভাল।

(১২২)

পরের অনিষ্ট করিব না বলিয়া যে সঙ্কল্প করে, তাহার দ্বারা নিজের অনিষ্ট কখনই হয় না। আপন স্বার্থের খাতিরেও তোমার পরানিষ্ট-চিন্তা বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য।

(১২৩)

যুদ্ধ যখন অনাত্মীয়ের সহিত, তখন তাহাতে উদ্বেগ কিছুই নাই, কিন্তু তাহা যখন আত্মীয়ের সহিত ঘটিয়া বসে, তখন বিজয়কেও আত্মহননের তুল্য মনে করিতে হয়।

(১২৪)

জগৎ চিরকাল বীরকেই পূজা করিয়াছে, কাপুরুষকে নহে। জগৎ অনন্তকাল ত্যাগীকে পূজা করিবে, ভোগীকে নহে। কারণ, ত্যাগীরাই শূরশ্রেষ্ঠ, বীরশ্রেষ্ঠ।

(১২৫)

যে কাজ করে, সে যেমন আদরণীয়, যে অকপট হিতৈষণা নিয়া অপরকে কাজ করিতে প্রবর্ত্তনা দেয়, সেও তেমন আদরণীয়।

(১২৬)

প্রত্যেকের অন্তরে জয়েচ্ছা জাগাইয়া তোল, ব্যক্তিগত জয়েচ্ছা নহে, মনুষ্যত্বের জয়েচ্ছা, দেবত্বের জয়েচ্ছা, আদর্শের জয়েচ্ছা। এমন জয়েচ্ছা জাগুক, যেন তোমাদের দিগ্বিজয় জগতের কেহ প্রতিরোধ করিতে না পারে।

(১২৭)

দুঃখে এলাইয়া পড়িও না। সহস্র দুঃখের মধ্য দিয়াই তুমি তোমার জীবন-সাধনার সিদ্ধির পথ করিয়া লইবে। এই বিষয়ে তোমার সঙ্কল্প এবং প্রত্যয়কে কখনও দুর্ব্বল হইতে দিও না। দুর্ব্বলতাই পাপ, আত্ম-শক্তিতে অবিশ্বাসই পরাজয়।

(১২৮)

শিক্ষার জন্য ব্যয়কে কখনও অপব্যয় মনে করিও না। পুত্রকন্যার সৎশিক্ষার জন্য পিতামাতা যে অর্থ ব্যয় করেন, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে মূলধনের অতি প্রকৃষ্ট নিয়োগ। অন্য মূলধন লোকসানে তলাইয়া যাইতে পারে, এই মূলধন কখনও নষ্ট হয় না। জামা, কাপড়, গয়না ও বিলাসের নানা উপকরণে ব্যয়সঙ্কোচ করিয়া পুত্র-কন্যার শিক্ষার ব্যয়ে দরাজহস্ত হও।

(১২৯)

জগতের বৃহৎ বৃহৎ কার্য্যগুলি অতি ক্ষুদ্র নগণ্য ব্যক্তিরাই সম্পাদন করিয়াছে। কাঠবিড়ালীর সেবা তুচ্ছ নহে, পিপীলিকার বিক্রম উপহাস্য নহে, ছোটদের সাধনা তুলনার মানদণ্ড দিয়া মাপা অসম্ভব। আজন্ম আমি ছোটদেরই জয়গান গাহিয়াছি, আমার জীবন-কাব্য ক্ষুদ্রদের মহত্ত্বকে পূজা করিয়াই সার্থক। —তোমরা কেন নিজেদের তুচ্ছ মনে করিবে?

(১৩০)

যাহাকে দর্শন মাত্র মনের মধ্যে নিত্য নব ক্রিয়াত্মক সচ্চিন্তার উদ্ভব হইতে থাকে, তিনি মহাপুরুষ। যিনি নিজে অন্তরে অবিরাম সচ্চিন্তার অনুশীলন করিতেছেন, তাঁহার চোখে মুখে সেই চিন্তারাজির বিদ্যুদ্‌বিভা নিমেষে চমক খেলিতে থাকে। ইহাই অপরের মনে জাগায় অনুপ্রেরণা ও নবজীবনের জন্য আকুলতা। তোমরা প্রতিজনে এই ভাবে মহাপুরুষ হও, ইহাই আমি চাহি।

(১৩১)

ক্ষুদ্র দানে মহৎ কার্য্য সম্পাদন হয় না, তাহা নহে, কিন্তু সেই দানের পশ্চাৎবর্ত্তী প্রেরণা হওয়া চাই মহৎ। আরও একটি জিনিষ চাই, লক্ষ লক্ষ জনের ক্ষুদ্র দান একত্র মিলিত হওয়া। দানকে পাপ হইতে যে সুদূরে রক্ষা করিয়া চলিতে পারে, তাহার ক্ষুদ্র দানও বৃহৎ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহস্র দানকে যে পারে নানা বিচ্ছিন্ন স্থান হইতে টানিয়া আনিয়া একটি মহৎ লক্ষ্যে একত্র কেন্দ্রীকৃত করিতে, তাহার সংগঠনী-শক্তি প্রশংসনীয়।

(১৩২)

যে নিষ্কাম সাধু-পুরুষ জীবনের ক্ষুদ্র স্বার্থকে বিসর্জ্জন দিয়া জগতের বৃহৎ কর্ত্তব্যের সহিত নিজেকে যুক্ত করিতে চাহেন, তাঁহার উদ্দেশ্যে সুদূর হইতেও যদি ভক্তিভরে অন্তরের প্রণতি জানাও, তাহা হইলে তাহাতেও তোমার চিত্তশুদ্ধি হইবে। দাতাকে পূজা করিয়া লোকে দাতা হয়, কৃপণকে ধ্যান করিয়া লোকে কঞ্জুষ হয়।

(১৩৩)

ফন্দীবাজী করিয়া কত লোকে কত অর্থ পবিত্র কার্য্যে ব্যয়ের জন্য আদায় করিয়া নিয়া আসে। তাহারা ভুলিয়া যায় যে, অপবিত্র অর্থ দ্বারা পবিত্র কার্য্য হয় না। কুলটার রূপোপজীবিকার দ্বারা অর্জ্জিত অর্থ দ্বারা তীর্থস্থানের মেরামত হয়ত হইলে হইতে পারে, কিন্তু সেই মন্দির আর কাজে আসে না। নরহত্যায় কলঙ্কিত রুধিরাক্ত হস্ত পাপার্জ্জিত যে অর্থ সৎকার্য্যে দিয়াছে, সেই অর্থ সৎকার্য্যের কৌলীন্য নষ্ট করিয়াছে। ধনলোভ পরিহার কর, ধনদাতাদের মুক্ত মুষ্টির দিক হইতে চক্ষু ফিরাইয়া আন, সদুপায়ে অর্জ্জিত দীনদরিদ্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ-কণাকে শ্লাঘ্যতম দান বলিয়া শিরোদেশে ধারণ কর। কাহারও নিকটে দান চাহিতে যাইও না, কিন্তু সাত্ত্বিক প্রেরণায়, শুদ্ধ বুদ্ধিতে, নিষ্কাম অন্তরে, সত্য শুভেচ্ছায় ক্ষুদ্র যাহা আসে, তাহাকে সাম্রাজ্যাধিপের তোষাখানার সম্মান দিও।

(১৩৪)

তুমি ক্ষুদ্র, আমিও ক্ষুদ্র। এক ক্ষুদ্র অপর ক্ষুদ্রকে দেখিয়া বলিতেছে,—ছোটলোক কোথাকার! ইহা হাস্যাস্পদ নহে কি?

তুমিও মহৎ, আমিও মহৎ। এক মহৎ অপর মহৎকে দেখিয়া বলিতেছে,—প্রভো, প্রণত হই। ইহাও হাসিরই কথা।

(১৩৫)

প্রত্যাশা লইয়া যাহার নিকটে যাইবে, তাহাকেই অধিকার দিয়া দিলে তোমাকে প্রত্যাখ্যান করিবার। সকলের কাছে যাও কিন্তু কোনও প্রকার প্রত্যাশা না করিয়া সকলের কাছে দাঁড়াও

কিন্তু কোনও প্রকার হতাশাও না রাখিয়া। প্রত্যাশা ও হতাশা উভয়ই তোমার বর্জ্জন করিতে হইবে অথচ কর্ত্তব্যও পালন করিতে হইবে। এই অবস্থাটা আয়ত্তে আনা কি খুব কঠিন? মোটেই নহে। সকল প্রত্যাশা যাহার একমাত্র ভগবানের কাছে, তাহার পক্ষে ইহা জলের মতন সহজ।

(১৩৬)

বৃথা লোকাপবাদ বর্জ্জন করিয়া চলিতে চেষ্টা করিও। অর্থাৎ তোমার আচরণকে এমন ছিদ্রহীন রাখিতে চেষ্টা করিও যেন কোনও রন্ধ্রপথ দিয়া অপবাদ না প্রবেশ করিতে পারে। লোকাপবাদকে ভয় করিবারও প্রয়োজন নাই। লোকাপবাদের সম্ভাবনা বর্জ্জন করিয়া চলা এই কারণে আবশ্যক যে, একটা অপবাদ সৃষ্ট হইয়া প্রচারিত হইলে ইহা তোমার পরবর্ত্তী সময়ে অনেক সুযোগ ও সময়ের অপচয় করিতে পারে। তুমি তোমার আচরণ নির্দ্দোষ রাখিয়া চল। তাহার পরেও যদি বৃথা অপবাদ আসে, তাহা হইলে তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সময় নষ্ট না করিয়া তাহাকে উপেক্ষা করিয়া নিজের পথে পূর্ণ-বিক্রমে অগ্রসর হইয়া চল। অপবাদ-সম্ভাবনা পরিহারের চেষ্টা করিয়াছ, ইহাই ত যথেষ্ট। অপবাদের সঙ্গে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়া তাহাকে কৌলীন্য ও স্বীকৃতি প্রদানের প্রয়োজন নাই।

(১৩৭)

অযোগ্যেরা নিজেদের অযোগ্যতা ঢাকিবার জন্য শাক দিয়া কাটা কাণ আবৃত করে, অন্য নিরপরাধ ব্যক্তিদের ঘাড়ে দোষ চাপায়। যোগ্যেরা নিজেদের কৃতিত্বের জন্য পরিলভ্য যশ অন্য

ব্যক্তিকে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হয়। যোগ্য এবং অযোগ্যের ভিতরে এই যে পার্থক্য, ইহাকে সর্ব্বদা দৃষ্টিপথে রাখিয়া পথ চলিও। নিজের কৃতিত্বের যশ অপরকে দিয়া হইলেও কর্ত্তব্য পালন করিও, নিজের অযোগ্যতার দায়িত্ব অপরের স্কন্ধে নিক্ষেপ করিয়া নিজের কাছে নিজেকে অপদার্থ করিয়া তুলিও না।

(১৩৮)

নিজ নিজ অকৃতিত্ব দ্বারা অযোগ্য পুত্র পিতার, অযোগ্য শিষ্য গুরুর, অযোগ্য কন্যা মাতার, অযোগ্যা পত্নী স্বামীর, অযোগ্য রাজকর্ম্মচারী রাজার অপযশ সৃষ্টি করে। অযোগ্য সৈন্যের সেনাপতির মত দুর্ভাগা জগতে আর কে আছে? যখনই যে কাজে হাত দাও, সহকর্ম্মীদের যোগ্যতাবর্দ্ধনের চেষ্টাকে অবহেলা করিয়া কেবল অগ্রগমনকে লাভজনক জ্ঞান করিও না।

(১৩৯)

যে সকল বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া থাকে, নির্ভরের খুঁটি ধরিয়া যে নিজের সমস্তটুকু কর্ম্মশক্তি শুভকার্য্যে লাগাইয়া রাখে, বারংবার অপদস্থ বা পরাজয়োন্মুখ হইয়াও যে এই বিশ্বাস ছাড়ে না যে, পরিণামে তাহার সফলতা অবশ্যম্ভাবী, আমি জানি, সে আমার কাজে হাত লাগাইতে, কাঁধ মিলাইতে, মাথা দিতে আসিতেছে। তোমরা তাহা জান না বলিয়াই কেবল সন্দিগ্ধ প্রশ্ন উত্থাপন কর যে অমুক কাজটা কবে আরম্ভ হইবে, অমুক কাজটা কবে শেষ হইবে।

(১৪০)

দুর্দ্দৈবের সহিত সংগ্রাম করিয়াছ, না, তুমি আমার আপনার

আপন হইয়া আমার বুকের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছ। এখন আমি তোমার কেশের গন্ধ নাসায় পাই, তোমার বুকের স্পন্দন নিজের বুকে অনুভব করি। এখন আমি তোমার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করিয়া দিতে প্রস্তুত ও সক্ষম। যুদ্ধ যাচিয়া নিও না কিন্তু যুদ্ধ দেখিয়া পিছাইয়াও যাইও না। বৈরসৃষ্টি করিও না, কিন্তু বৈর দেখিয়া দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হইও না। অল্পতম বাধার পথ বাছিয়া লও কিন্তু বাধা আসিলে পলায়ন করিও না।

(১৪১)

তুমি যাহাদের দেখিলেই নিজের গলার ফুলের মালাটী পরম সমাদরে তাহাদের গলায় পরাইয়া দিয়া তাহাদের সম্মান কর, তাহারাই যে তোমার প্রতি কাজে দোষ ধরিয়া প্রতি চেষ্টায় বাধা সৃষ্টি করিয়া, প্রতি সাফল্যের মূলদেশে কুঠার হানিবার চেষ্টা করিয়া তোমাকে বিপর্য্যস্ত করিবার প্রয়াস পাইতেছে, এই কথা দিবালোকের ন্যায় সত্য বলিয়া জানিয়াও তাহাদের প্রতি আরও সমাদরসম্পন্ন, আরও সম্মানশীল, আরও সম্ভ্রমপরায়ণ হও। তাহারা তোমার পর নহেন। আপাততঃ যাহাদিগকে বিরুদ্ধবাদী বা বিরুদ্ধকারী বলিয়া অনুভব করিতেছ, পরিণামে তাহারা পরমপ্রিয়কারী হিতৈষী বান্ধবরূপেই যে আত্মপ্রকাশ করিবে, এই বিশ্বাস রাখ।

(১৪২)

ছোটর চাইতে বড় কেহ নাই, দরিদ্রের চাইতে ধনী কেহ নাই। সকল সৎকাজে ইহারাই বুকের পাটার পরিচয় দেয় বেশী। ইহাদের পূজা করিতে ভুলিও না, সকলের আগে সম্মান, শ্রদ্ধা, সমাদর দিবে ইহাদিগকে।

(১৪৩)

সকলে লাগাও হাত, সকলে লাগাও কাঁধ,—জগতের সর্ব্বকার্য্য নিষ্পন্ন হইবে, একটাও অসম্পূর্ণ রহিবে না। সকলে মিলিয়া কাজ করিলে বৃহৎ কাজও সহজ হয়। দুই চারি জনের উপরেই সমগ্র দায়িত্ব পড়িয়া গেলে সহজ কাজও কঠিন হয়। সকলের স্কন্ধে দায়িত্ব-ভার ভাগ করিয়া দাও, দেখিও, তাহা হইলে প্রতি জনে পূর্ণ মনে পূর্ণ প্রাণে কাজ করিয়া ক্লান্ত হইবে না, বরং ক্ষয়িত হইবার পরিবর্ত্তে শক্তিতে, সামর্থ্যে, যোগ্যতায় ও মহিমায় দশগুণ বাড়িয়া উঠিবে। একের স্কন্ধে সকল বোঝা চাপাইয়া দিয়া তোমরা দশজনে যে কেবল দর্শকের অভিনয় করিয়া হয় হাত-তালি, নয় নিন্দা ও ধিক্কার দিবার জন্য এক পাশে সরিয়া থাক, তোমাদের প্রত্যেকটী মহৎ কর্ত্তব্যের বিফলতার ত' ইহাই প্রধান কারণ।

(১৪৪)

ক্ষুদ্র আর শূদ্র, উভয়েই আমার আদরের বস্তু। কেননা, ইহাদের উন্নয়ন-চেষ্টার মধ্য দিয়া আমি আত্মোন্নয়নের সাক্ষাৎকার পাইয়াছি। পদবিদলিতকে শিরে তুলিয়া আমি শব হইতে শিব হইয়াছি। পতিতকে বুকে টানিয়া আনিয়া আমি অমৃত হইয়াছি।

(১৪৫)

প্রেমের যে বহ্নি তোমার অন্তরে জাগিয়াছে, তাহাকে প্রত্যেকের অন্তরে জাগাও। প্রেমই ত' ত্যাগকে জাগাইবে। ত্যাগই ত' অমরত্ব দিবে! অমরত্বই ত' মরজীবনের সকল ব্যর্থ শ্রমকে সার্থক করিবে।

(১৪৬)

জগতের লোকের চোখে যে যত ছোট, আমার চোখে সে তত বড়।

(১৪৭)

বন্যা, মহামারী, ভূমিকম্প, ঘূর্ণিবাত্যা, দুর্ভিক্ষ বা অরাজকতা কোনটাই মানুষের প্রকৃত বিপদ নয়। অজ্ঞানতাই তাহার প্রচণ্ডতম বিপদ। এই বিপদ হইতে মানুষকে ত্রাণ দাও। ইহাই তোমাদের মানব-সেবার চূড়ান্ত অধ্যায়। অন্নদান, বস্ত্রদান প্রভৃতি যদিও প্রয়োজনীয় মানব-সেবা, তথাপি জ্ঞানদানের তুলনায় উহারা ছোট কাজ।

(১৪৮)

কর্ম্মই ব্রহ্ম। কর্ম্মই সিদ্ধির সেতু। কর্ম্মই বিজয়ের কেতন। কর্ম্মই ধর্ম্মের প্রকৃষ্টতম রূপ। কর্ম্ম ছাড়িও না। কর্ম্ম যে ছাড়ে, সে ধর্ম্ম হইতে চ্যুত হয়। ধর্ম্মকে ধরিয়া রাখিবার নামই কর্ম্ম। কর্ম্মী হও।

(১৪৯)

নামের লোভে জীবনে যতগুলি কাজ করিয়াছ, সবই তোমার মিথ্যা হইয়াছে। এবার কাজ সুরু কর নামের প্রতি, যশের প্রতি, প্রতিষ্ঠার প্রতি বীতরাগ, বীতস্পৃহ, অনাসক্ত হইয়া।

(১৫০)

''মহৎ হও'' বলিলেই কেহ মহৎ হইতে পারে না। উপদেশ যাহার কর্ণে প্রবেশ করিল, মহৎ হইবার জন্য তাহার নিজের চেষ্টারও প্রয়োজন। জগতে ''আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপ'' কখনো কখনো জ্বলে না, তাহা নহে। কিন্তু কেবল দৈবশক্তির উপরে নির্ভর করিয়া চলিবার ঝোঁক মানুষের মহত্ত্ব-বর্দ্ধক নহে।

(১৫১)

প্রেম অমর। যাহা আজ আছে, কাল নাই, তাহা প্রেম নহে। প্রেম নিভৃত মন্দিরের নীরব কোণে রক্ষিত ঘৃতের প্রদীপ। কাম কালবৈশাখীর অনুগামিনী নৃত্যশীলা ক্ষণোজ্জ্বলা দামিনী। নিত্যকে চিনিয়া অনিত্যকে ছাড়। শাশ্বতকে জানিয়া ক্ষণিককে ভোল। অশেষ অনবধিকে পাইয়া সসীম চঞ্চলতাকে জয় কর।

(১৫২)

ভগবানের কাজে হাত লাগাইতে আসিয়াছ? ভগবানকে বিশ্বাস করাই যে তোমার কাজের চৌদ্দ আনা সাফল্য, তাহা কিন্তু তাহা হইলে ভুলিয়া যাইও না। বাকী দুই আনা সাফল্য আসিবে অনলস কর্ম্মের মধ্য দিয়া।

(১৫৩)

লোকের বিপদ তাহাকে মৌখিক সহানুভূতি দেখানই যথেষ্ট নহে, কার্য্যতঃও কিছু তাহার জন্য করিতে হয়।

(১৫৪)

চির-অনাদৃতেরা অল্প সেবা ও সমাদরকেই অশেষ প্রীতির সহিত গ্রহণ করিয়া থাকে।

(১৫৫)

হতাশা পাপ। সকলের মন হইতে হতাশা দূর করিয়া দাও। তরুণ আশার অরুণ কিরণে সকলের হতাশা-বিহ্বল চিত্তকে স্নান করাইয়া দাও। সে নবজীবন লাভ করুক। আশা বিতরণই ত' নবজন্মদান।

(১৫৬)

হালে বলদ জুড়িয়া দাও। চাষ চলিতে থাকুক। লাঙ্গলের

ফলা মানুষের বুকের জমি চটাইয়া, ফাটাইয়া, উল্‌টাইয়া, পাল্‌টাইয়া উষর জমিকে কৃষিযোগ্য উর্ব্বর করুক।

(১৫৭)

তোমার জ্বলন্ত বিশ্বাস সকলের মনে প্রবেশ করাইয়া দাও।

(২৫৮)

বন্যা, মহামারী আর দুর্ভিক্ষ দেখিয়া আদর্শ প্রচারের কাজে বিরত হইবে? আরে, মানুষের বিপদের সময়েই ত' তাহাদের কাছে ভগবানের বাণী নিয়া যাইতে হইবে। স্রোতে নীয়মান বিপন্নের কাছেই খড়কুটা, ভাসমান কাষ্ঠখণ্ড বা মৃত পশুর শরীরও আশ্রয়ের আশা জাগায়। আশাই ত' তাহাকে বাঁচাইবে। নিরাশা নয়। সেই অবস্থায় ভগবানের নামের তরণী তাহার লোভনীয় হইবে না? জগতের সকল সৎকার্য্যই শুদ্ধচেতা ব্যক্তিরা বিপদ-আপদের মধ্য দিয়া সুসমাপিত করিয়াছেন। সাময়িক বিপদকে তুচ্ছ করিবার শিক্ষা পাওয়াও মনুষ্যত্বলাভের একটা ধাপ।

(১৫৯)

অনেক কাজই প্রারম্ভ-কালে আড়ম্বর-বর্জ্জিত ভাবে হইয়াছে এবং কর্ম্মীদের চরিত্রবল, নিষ্ঠা, এক-প্রাণতা, স্থিরলক্ষ্য এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞার বলে এমন প্রকাণ্ড আয়তন পাইয়াছে, যাহা দেখিয়া ত্রিলোক বিস্ময় মানিয়াছে। এই সরল সহজ সত্যটিকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করিও এবং লোকচক্ষে তাক্ লাগাইয়া দিবার যোগ্য সমারোহের অভাব হইয়াছে বলিয়া নিজের আরব্ধ মহাকর্ম্মকে হীন বা তুচ্ছ মনে করিতে বিরত রহিও। হৈ-চৈ, বিজ্ঞাপন, বিপুল জনসমাগম, সংবাদপত্রাদির মারফৎ অসামান্য

প্রচার ইত্যাদির কোনটাই তোমার নাই বলিয়া তোমার কাজ পচিয়া গিয়াছে, ইহা ভাবিতে বসার মত আত্মহত্যাকর ভ্রম জগতে আর কি থাকিতে পারে? আজ যাহা ছোট, কাল তাহা বড় হইবে। আজ যাহা সামান্য, কাল তাহা অলোকসামান্য হইবে। আজ যাহা তুচ্ছ, কাল তাহা সহস্র কণ্ঠে আলোচনার যোগ্য হইবে। শুধু লক্ষ্য রাখিও, তোমার চরিত্রবল না টুটে, তোমার একনিষ্ঠা না কমে, তোমার সঙ্কল্পের দৃঢ়তা না শিথিল হয়। অপর সহকর্ম্মীদের সহিত তোমার অভেদ একাত্ম-রূপে মিলিবার শক্তি হ্রাস না পায়। তোমার আদর্শ না ছোট হয়, তোমার কর্ম্ম-পরিচালনায় মিথ্যা, ছল, জুয়াচুরি প্রবেশ-পথ না পায়।

(১৬০)

তোমার অধিকাংশ দুঃখ ত' তোমার অহঙ্কার আর অভিমান হইতে সঞ্জাত। লোকে তোমার নেতৃত্ব মানিল না, কর্ত্তৃত্বকে আমল দিল না, যোগ্যতার সমাদর করিল না, দাবিয়া চাপিয়া তোমাকে ছোট করিয়া রাখিল, ইহাই ত' তোমার জীবনের অধিকাংশ দীর্ঘনিঃশ্বাসের মর্ম্মকথা। অহঙ্কার কমাও, অভিমান দূর কর, সকলের অপেক্ষা ছোট রহিয়াও যে সকলের চেয়ে বড় হওয়া যায় তাহা বিশ্বাস কর এবং বিশ্বাসের পথে স্বচ্ছন্দ গতিতে চলিয়া জীবনের পরম শান্তিকে করায়ত্ত কর।

(১৬১)

নেতৃত্ব কর্ত্তৃত্ব লইয়া মানুষ কত কলহ, কত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছে। কিন্তু কৈ, মনুষ্যত্ব লইয়া ত' কাহাকেও কাড়াকাড়ি করিতে দেখিলাম না। তুমি অতখানি উন্নত মনুষ্যত্ব অর্জ্জন

করিয়াছ, আমি তাহা অপেক্ষাও অত্যুন্নত হইব,—কৈ এই জিদ এই আগ্রহ, এই প্রতিযোগিতা ত' কোথাও দেখিলাম না। প্রকৃত মনুষ্যত্ব জন-সাধারণের করতালি-সম্বর্দ্ধনার ধারও ধারে না, ইহাই কি এই উদাসীনতার হেতু নহে? লোকের মুখে যশ-প্রশংসা, লোকের হাতের তালিবাজি যে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বস্তু, তাহা বুঝিতে না পারিলে একই ভ্রমে সহস্র বার তোমাকে পতিত হইতে হইবে।

(১৬২)

মানুষের অকৃতজ্ঞতাকে তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্মে নিরুৎসাহ হইবার পক্ষে যোগ্য কারণ বলিয়া মনে করিও না। মানুষের ভিতরের দেবতা তার ভিতরের পশুটার কাছে পরাজিত হইয়া রহিয়াছে। কৃতজ্ঞতার মত শুদ্ধ দেবধর্ম্মের বিকাশ তাহার কাছে জোর করিয়া প্রত্যাশা নাই করিলে।

(১৬৩)

লোকের কাছে তোমার কুৎসা গাহিয়া তোমার বিরুদ্ধচারীরা তোমাকে ছোট করিয়া দিবে, এমন অলীক দর্শনশাস্ত্রে বিশ্বাস করিও না। তোমার নিজের কোনও অন্যায় আচরণে যতক্ষণ তুমি নিজের কাছে খাটো হইয়া না পড়িতেছ, ততক্ষণ তোমাকে তোমার সম্ভ্রমের সিংহাসন হইতে টানিয়া নামায় কার সাধ্য?

(১৬৪)

তোমাদের সমকক্ষ, অনুকক্ষ, প্রতিকক্ষ লোকেরা পর-সাহায্য-মহিমায় নানা বিরাট বিরাট কাজ করিয়াছেন দেখিয়া তোমাদেরও উৎসাহিত হওয়া খুব ভাল যে, তোমরাও বড় বড় কাজ করিতে

পারিবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে রাখিও যে, বড় কাজ করিবার জন্য নিজেদের মধ্যে যোগ্যতা সঞ্চয় করিতে হয়। যাহার নিজ ভুজবীর্য্য নাই, সে পরের সাহায্য সুপ্রচুর পরিমাণে পাইলেও কোনও মহৎ কার্য্যে কৃতিত্ব দেখাইতে সমর্থ হয় না।

(১৬৫)

কোনও একটা নূতন সংবাদ শুনিলেই সঙ্গে সঙ্গে হুজুগে মাতিয়া উঠিও না। হুজুগকে সুযোগে পরিণত করিতে পারিবে ত'? ইহাই ত' কর্ম্মের সুকৌশল। ইহাই ত', কর্ম্ম-যোগ!

(১৬৬)

ক্ষুদ্রের প্রতি মন দাও। ক্ষুদ্রেরাই ত' জগতের অধিকাংশ বড় কাজ সমাধা করিয়াছে। ক্ষুদ্রদের বাদ দিয়া জগতের কয়টা বড় কাজ সম্ভব হইয়াছে? ক্ষুদ্রই একদা বৃহৎ ও মহৎ হইয়াছে। ক্ষুদ্রদের অবহেলা করিও না। জয়গান গাও ক্ষুদ্রের, মহিমা প্রচার কর ক্ষুদ্রের, প্রাণ-মন-আকর্ষণ কর ক্ষুদ্রের। বহু ক্ষুদ্রের একনিষ্ঠ মনন পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাধরের শক্তিকে অবহেলে তুচ্ছ করিবার যোগ্যতা রাখে।

(১৬৭)

আমি নিজেকে তোমাদের সকলের জন্য দান করিয়া ফেলিয়াছি। এই জন্যই নিজের জন্য কোনও কাজ বা চিন্তা করিবার আমার সামর্থ্য নাই। কিন্তু তোমরা আমাকে তোমাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া মনে করিতেছ। তোমাদের এই ভ্রম তোমাদের মধ্যে জনে জনে অপ্রীতি সৃষ্টি করিতেছে। আমি যে সকলের, আমি যে একা তোমাদের কাহারও নহি, এই কথা

যতদিন না বুঝিতেছ, ততদিন কি করিয়া বুঝিবে যে, তোমরাও প্রতিজনে সকলের, তোমরা কেহই একাকী কাহারও নহ?

(১৬৮)

নিজের উপর হইতে লোকের সন্দেহ দূরে সরাইয়া দিয়া স্বপরিকল্পিত অপকার্য্য-সমূহ অবাধ ভাবে করিয়া যাইবার উদ্দেশ্যে অপর কোনও নিরীহ ব্যক্তির সম্পর্কে নানা অপবাদ সৃষ্টি ও প্রচার করিয়া তাহাকে লোকচক্ষে হেয় করার কৌশল দুর্জ্জন-সমাজে বহু প্রচলিত সত্য, কিন্তু তুমি এই কথা কখনও বিশ্বাস করিও না যে, প্রকৃত নির্দ্দোষ ব্যক্তির ইহাতে চিন্তিত হইবার প্রয়োজন আছে। দুষ্টবুদ্ধি ব্যক্তির ষড়যন্ত্র ভেদ করিয়া প্রকৃত সত্য একদা জগতের সমক্ষে উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিবে। নিরপরাধ চিত্ত কেন অপবাদকে ভয় করিয়া নিজেকে দুর্ব্বল করিবে?

(১৬৯)

যেখানে যাহা সম্ভব, সেখানে তাহা হইতেছে না দেখিলে মনে কষ্ট হয়। যাহার পক্ষে যাহা স্বাভাবিক, তাহার দ্বারা তাহা না হইয়া তাহার বিপরীত কাজ হইলে নিশ্চয়ই দুঃখ জন্মিতে পারে। ভাল লোকেরা দুনিয়ার যত মন্দ কাজ করিতেছে দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। স্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে রচিত সুন্দর শহরে মহামারীর প্রাদুর্ভাব দেখিলে ভাবনায় পড়িতে হয়। কিন্তু হতবুদ্ধি কেন হইবে? নিশ্চয়ই গোড়ার দিকে সকলের দৃষ্টির অগোচরে কোথাও একটা বিসদৃশ গলদ ঢুকিয়া রহিয়াছিল, যাহার দরুণ এমন প্রত্যাশা-ভঙ্গ হইল। সেই গলদ খুঁজিয়া বাহির কর। সেই ত্রুটির দ্রুত সংশোধন কর। ভাঙ্গা ঘড়ি পকেটে রাখিয়া সময় মতন ট্রেণ ধরার প্রত্যাশা যে দুরাশা!

(১৭০)

একই কাজ যদি তিনবার করিয়া বলিবার পরে কর, তাহা হইলে জীবনে কয়টা কাজ তোমার দ্বারা সম্ভব হইবে? যিনি বলিবার দায়িত্ব নিবেন, তিনি কয়দিন এক কথা তিন বার করিয়া বলিবেন? এভাবে তোমাদের উভয়ের পরমায়ুই যে তিন ভাগের এক ভাগ হইয়া গেল, সেই খেয়াল আছে কি?

(১৭১)

সকলকে তাহাদের বক্তব্য বলিতে দাও, সকলকে তাহাদের জনসেবা চালাইতে দাও, সকলকে তাহাদের নিজ নিজ যোগ্য প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে দাও। কাহাকেও দ্বেষ করিও না, কাহারও প্রতি ঈর্ষ্যা পোষণ করিও না। তোমার বক্তব্য বলিবার কালে তুমি কি চাহ যে, অন্যে তোমাকে বাধা দেউক? তুমি তোমার আদর্শের উচ্চতা, অভিপ্রায়ের স্বচ্ছতা এবং আচরণের অনিন্দ্যতা দিয়া নিজের কর্ম্ম-পথ সুগম করিয়া চল। অপরের কর্ম্মক্ষেত্রে কণ্টক রোপণ করিতে গেলে তোমার কোনও কাজ আগাইবে না।

(১৭২)

অসৎ লোকের সঙ্গ করিয়াও তুমি সৎ থাকিবে, ইহা উচ্চাশা হইতে পারে কিন্তু দুরাশা।

(১৭৩)

কত আশা নিয়া লোকে গৃহপ্রবেশ করে। অনেক সময়ে গৃহদাহই হয় তাহার পরিণতি। কত আশা নিয়া লোকে বিবাহ করে, অনেক সময়ে বিবাহ-বিচ্ছেদ হয় তাহার শেষ ফল। এই জন্য কি লোকে ঘর বাঁধিবে না, সংসারী হইবে না? বনে গেলে সেখানেও কি দাবানলের ভয় নাই?

(১৭৪)

সদ্বুদ্ধি নিয়া যাহা দান করিয়াছ, তাহার সদ্ব্যয় না হইয়া পারে না। সদুপায়ে যাহা অর্জ্জন করিয়াছ, সৎকার্য্যে তাহাই দান করিও। ইহাতে দানের ফল দ্বিগুণিত ভাবে পাইবে।

(১৭৫)

কোদাল দিয়া কুড়ালের কাজ করিতে গেলে সময়-বিশেষে কাজে হয়ত হইয়া যায় কিন্তু কোদাল আর কোদাল থাকে না। যে যার যোগ্য, সে তাহা কর। যে যাহার যোগ্য নহ, সে যদি সেই কাজ করিতে চাহ, তাহা হইলে অতি দ্রুত যোগ্যতা সঞ্চয়ের দিকে লক্ষ্য দাও। অশিক্ষিত-পটুত্ব অনেক প্রতিভাধরেই থাকে, কিন্তু জীবনব্যাপী কর্ম্মসাধনা তাহার ভরসায় চলিতে পারে না। অনলস অনুশীলন, দুর্দ্ধর্ষ পুরুষকার এবং দুর্জ্জয় আত্মোন্নয়ন-প্রয়াস তোমার চরিত্রের বিশেষত্ব হউক।

(১৭৬)

ত্যাগবুদ্ধি লইয়া কাজ করিতেছ। বাহ্যতঃ সাফল্য তোমার কতটুকু হইল, তাহা দিয়া তোমার কাজের বিচার করিবে না। তোমার ত্যাগ-বুদ্ধিই আমাকে উৎফুল্ল করিয়াছে। ত্যাগীই দেবতা, ত্যাগীই অমর।

(১৭৭)

কর্ম্মীর আবার বিশ্রাম কি? সাধকের আবার নিদ্রা কি? তপস্বীর আবার আরাম কি? বিশ্রামও যখন কর্ম্মে রূপ পাইবে, নিদ্রাও যখন জাগ্রৎ কর্ম্মের মূর্ত্তি পাইবে, আরাম ও অবসর যখন বিপুল-কর্ম্ম-সংগ্রামে পরিণত হইবে, তখন বলিব, তুমি যোগী। অন্যেরা জাগিয়া ঘুমায়, তোমরা ঘুমাইয়াও জাগিতে শিখ।

(১৭৮)

অর্দ্ধ দিনে কি অর্দ্ধ শতাব্দীর কাজ করা যায়? যায়। সকল অকাজ ফেলিয়া রাখিয়া একটী মাত্র মহৎ কাজে নিজেকে একনিষ্ঠ করিয়া লগ্ন করিলেই তাহা করা যায়। নিজেকে দেশ-কালের উর্দ্ধে তুলিয়া দিয়া নিষ্কাম বিশ্বহিতৈষণায় পরিচালিত হইয়া কাজ ধরিলেই হইল। যে দেশ-কালের উর্দ্ধে উঠিয়াছে, তাহার হাতের কাজ কখনো দেশ ও কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না। কাজ কর, যোগী হইয়া। যোগী হও কাজ করিয়া। কর্ম্মে আর যোগে কখনও বিচ্ছেদ রচিত হইতে দিও না। অগ্নি আর তাপ যেমন এক সঙ্গে চলে, তাপ অগ্নিকে ছাড়িলে অগ্নি থাকে না, পরিদৃশ্য অথবা অপরিদৃশ্য অগ্নি তাপকে ছাড়িলে যেমন তাপ আর তাপ থাকে না, শৈত্য তুষারকে ছাড়িলে যেমন শৈত্য আর শৈত্য থাকে না, তুষার শৈত্যকে ছাড়িলে যেমন তুষার আর তুষার থাকে না, কর্ম্ম তেমন যোগকে ছাড়িলে তাহা অকর্ম্ম হয়, যোগ তেমন কর্ম্মকে ছাড়িলে তাহা অযোগ বা বিয়োগ হয়। কর্ম্মী হইয়া যোগ কর, যোগী হইয়া কর্ম্ম কর, কর্ম্ম হউক নিষ্কাম, যোগ হউক দেশকালের অতীত। তোমার দেশকালাতীত যোগ তোমার কর্ম্মকে দেশকালের দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন করিবে। তখনই তুমি অর্দ্ধ দিনে অর্দ্ধ শতাব্দীর কাজ করিতে পারিবে।

(১৭৯)

তোমার জনসেবা যখন তাহার যাথার্থ্য প্রমাণের জন্য তোমার আত্ম-প্রসাদের দিকে না তাকাইয়া তাকাইবে সংবাদপত্রের রিপোর্টে, রিসিট-ভাউচারের ফাইলে, হিসাবের খাতার অঙ্ক এবং

বার্ষিক সভার কার্য্য-বিবরণীর উপরে, তখন জানিও মূলে কোনও ভুল ঢুকিয়াছে, গোড়ায় কোথাও গলদ আসিয়াছে, আসলে কোথাও নকল ঘটিয়াছে। সরকারী কর্ম্মচারীদের নেক-নজর, কাউন্সিল-পার্লামেন্টের সদস্যদের প্রশংসাবাদ বা শাসন-কর্ত্তৃপক্ষের ঢালাও দান তোমার জনসেবার বা তোমার সং-প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতার মাপকাঠি নহে। তোমার হৃদয়ের নিভৃত নিলয়ে যিনি অন্তর্যামী হইয়া বাস করিতেছেন, লক্ষ্য রাখিও কেবল তাঁহার স্নিগ্ধ দৃষ্টির দিকে। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড তোমার বিরুদ্ধে থাকুক কিন্তু তিনি যেন তোমার কাজে, তোমার সেবায়, তোমার একাগ্র আত্মদান-প্রচেষ্টায় প্রসন্ন হাসিটুকু হাসেন, তিনি যেন কোমল-মধুর মৃদু আঁখি-ঠারে তোমাকে বুঝাইয়া দেন যে, তিনি তোমার সঙ্গে আছেন। ইহাই তোমার জীবনের চরম কৃতিত্ব ও পরম সার্থকতা হউক।

(১৮০)

নিক্তিতে সোণা, কাঁটায় টনে টনে লোহা ওজন হউক, ওজন-দরে বাজার-দরে বিক্রী হউক। কিন্তু তোমাকে মাপিবার নিক্তি বা কাঁটা, তোমাকে কিনিবার বাজার-দর যেন জগতে অলভ্য হয়।

(১৮১)

আত্মার যে মৃত্যু নাই, এই একটী সত্য জানিলে মানুষ জীবন্মুক্ত হয়। তখন তাহার কায়িক মৃত্যুকে অমৃতত্বের সোপান বলিয়া অনুভবে আসে। তখন সে শোক, দুঃখ, তাপ ও বেদনাকে জয় করে। সংসারের সহস্র প্রকার পরিবর্ত্তনশীল অস্থায়ী অবস্থাকে স্থায়ী ও চিরন্তন বলিয়া ভ্রম করিবার ফলেই মানব তাহার

জীবনের অধিকাংশ দুঃখ সঞ্চয় করিতেছে। অচিরস্থায়ী জগৎকে অশাশ্বত জানিয়া নির্ভয়ে তাহাতে বাস কর এবং সময়োচিত কর্ত্তব্যসমূহ বিগতকাম ও বিগতস্পৃহ হইয়া নিরুদ্বেগ-চিত্তে সমাপন কর। অসার সংসার তোমার নিকটে সার-সংগ্রহের সহায়ক হউক।

(১৮২)

হতাশ হইও না। হতাশার মতন পাপ নাই। হতাশা দুর্ব্বলতার চিকিৎসাতীত রূপ। হতাশা যাহার আসিল, সে মরিল বলিয়া আমি মনে করি। এই সব গণ্ডমূর্খদের নিয়াই কাজ করিতে হইবে। এই সব স্বার্থপরদের দিয়াই জগতের বৃহত্তম কল্যাণ পরিস্ফুটিত করিতে হইবে। এই সকল অজ্ঞ, অন্ধ, আতুর, অক্ষম, দুর্ব্বল, পতিতদের জন্য আমার অন্তরে করুণা আসে ঘৃণা হয় না। ইহাদের একজনকেও তুচ্ছ না করিয়া জিদ লইয়া কাজে নাম। হতাশা দূর করিয়া দাও। নিজেকে নিজে ফাঁকি দিবার সকলের চাইতে উৎকৃষ্ট উপায় হইল হতাশ হওয়া। তোমার সহকর্ম্মীরা যত পারে তোমাকে ফাঁকি দিক, তুমি নিজেকে কিন্তু ফাঁকি দিও না। এখন যাহাদিগকে দেখিতেছ অন্ধ এক দিন তাহাদের চোখ ফুটিবে। এখন যাহাদিগকে দেখিতেছ একেবারে উদাসীন, একদিন তাহাদের মধ্যে পূর্ণ নিষ্ঠা দেখিতে পাইবে। সত্যের ঝাণ্ডা কখনও অবনমিত হইতে পারে না। তোমারই একাগ্র চেষ্টার ফলে সেই ঝাণ্ডা চির-উন্নত রহিবে, এই বিশ্বাস অন্তরে স্থাপন কর। যে বিশ্বাসী, তাহার পরাজয় কুত্রাপি নাই। যাহা অসম্ভব, তাহাই তোমাকে সম্ভব করিতে হইবে। একথা ভুলিলে চলিবে না।

(১৮৩)

মৃত্যু অমৃতত্বেরই পথ। কিন্তু একথা জানিয়া কয়জনে মৃত্যুকে বরণ করে? দেহের মৃত্যুকেই আত্মার মৃত্যু ভাবিয়া জীব হাহাকার করে। দেহ ক্ষণভঙ্গুর, আত্মা অমর, চিরস্থায়ী, শাশ্বত। আত্মার মৃত্যু নাই, সুতরাং আত্মীয়ের বিয়োগে শোকও মিথ্যা।

(১৮৪)

যে যতই নরাধম হউক, আমি আমার কাজে একজনকেও দূরে থাকিতে দিব না। তাহাদের প্রত্যেককে অগ্রসর হইয়া আসিতে হইবে। তাহাদের প্রত্যেককে কাজে হাত লাগাইতে হইবে। তাহাদের প্রতিজনকে নিজ বল, বুদ্ধি সম্পদ লইয়া সঙ্ঘের সেবায়, দশের সেবায়, দেশের কাজে, জগতের কাজে দাঁড়াইতে হইবে। আমি একজনকেও পতিত বলিয়া বর্জ্জন করিব না।

(১৮৫)

সর্ব্বশক্তি দিয়া ভালবাসা জগতের প্রচণ্ডতম শক্তি। এই শক্তি যার আছে, সে জগতে অসাধ্য-সাধন করিতে পারে। সেই শক্তি তোমার অন্তরে আগে জাগাইয়া তোল, তারপরে সেই শক্তি জাগাইয়া তুলিতে হইবে তোমার চারিদিকের প্রতিটি নরনারীর অন্তরে। তুমি নিজের প্রাণকে আগে ভালবাসায় মথিত কর, তারপরে সকলের প্রাণ ভালবাসায় ভরিয়া দাও, ভালবাসায় সকলের দেহ, মন, চিত্ত, আত্মা ডুবাইয়া দাও, মথিত কর, উচ্ছ্বসিত, আকুলিত, আন্দোলিত, রূপান্তরিত কর। প্রেম পশুকে স্বার্থবুদ্ধিদমনক্ষম মানুষে পরিণত করে, সর্ব্বস্ববিসর্জ্জনক্ষম দেবতার রূপ দেয়। প্রেমের অমোঘ-শক্তিতে বিশ্বাস লইয়া কাণে কাণে প্রাণে প্রাণে কেবল অভয়মন্ত্র শুনাও।

(১৮৬)

বাহ্য আড়ম্বরে নহে, অন্তরে প্রেমের জোয়ার সৃষ্টি করিয়া তোমাদিগকে প্রতি ঘরে প্রতি প্রাণে অঘটন সৃষ্টি করিতে হইবে।

(১৮৭)

অসৎ লোকে সমাজের লোকের উপরে নানা অন্যায় করে, ইহাই তোমাদের চূড়ান্ত পাপ নহে। তাহারা এমন সকল অবাঞ্ছিত অবস্থা সৃষ্টি করে, যাহার ফলে সৎলোকেরাও অসৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হয়। তোমার পাপ, অন্যায় ও অপরাধ সাধুলোককে অধার্ম্মিক করিবে।

(১৮৮)

অন্তরের অনুরাগ কমিয়া গেলে বাহিরের আড়ম্বর দিয়া তাহাকে চাপিয়া ঢাকিয়া লুকাইয়া রাখা যায় না। প্রকৃত প্রেমিক বাহ্য উচ্ছ্বাসের আতিশয্য সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিয়া চলিলেও তাহার শুদ্ধ প্রেমের অবিচ্ছেদ ফল্গুধারা মাটির তলে তলে রস-সঞ্চার করিয়া প্রাণে প্রাণে সবুজ শ্যামলিমার উপকরণ সঞ্চয় করে। মিথ্যা শত উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়াও মিথ্যা। সত্য শত মৌনতা, নীরবতা, স্তব্ধতা ও উদাসীনতার মধ্য দিয়াও সত্য,—পূর্ণ সত্য, অবিকৃত, অটুট, অকলঙ্ক সত্য।

(১৮৯)

পত্রে যাহাকে ভালবাসা জানাইয়াছ, অন্তর দিয়াও তাহাকে ভালবাসা দিও। বাক্যে যাহাকে প্রেম জ্ঞাপন করিয়াছ কার্য্যেও তাহাকে প্রেম দিও। ভিতরে তুমি যতটুকু অনুরাগী, বাহিরে যদি তাহার একচুল বেশী প্রদর্শনী থাকে, তবে জানিবে, প্রেমের নামে তুমি ছলনার বেসাতী লইয়া বসিয়াছ,—তুমি অশুদ্ধ,

অস্পৃশ্য, পাপী! প্রেম কপটতা ও কলঙ্ক উভয়কেই বর্জ্জন করিয়া চলে। প্রেম ছলনা ও অনাচার উভয়কেই ঘৃণা করে। প্রেম নিষ্পাপ শিশুর সরল সহজ স্বাভাবিক হাসি।

(১৯০)

অনেকের অন্তরে জগ-জনের সেবার জন্য আবেগ থাকে কিন্তু থাকে না ত্যাগবুদ্ধি, থাকে না চিত্তশুদ্ধি। ইহারা বিরাট বিরাট মহাযজ্ঞে হাত দিয়া পুণ্য আহরণ না করিয়া নিষ্পাপ, নিরপরাধ, নিরীহ লোকদের অভিসম্পাত কুড়াইয়া ঘরে ফিরে। ইহাদের ব্যক্তিত্বের অভিমান কর্ত্তৃত্বের অহমিকা, নিজ বুদ্ধিশক্তির উপরে চরম অবজ্ঞা ইহাদিগকে মহাযজ্ঞের অবাঞ্ছিত উপদ্রবে পরিণত করে। ইহাদিগকে খুশী রাখিতে যাইয়া অপরেরা অনেকেই নিজ নিজ বিবেককে সুবিধাবাদের ঘরে বাঁধা রাখে। মহাকার্য্যে আত্মদানকারীরা সর্ব্বপ্রযত্নে যেন ইহাদের সংস্পর্শ যথাসাধ্য বর্জ্জন করিয়া চলিতে চেষ্টা করে।

(১৯১)

তোমার দুরন্ত অভিমানই ত তোমাকে তোমার একান্ত নিজ জনদের নিকট হইতে শত যোজন দূরে সরাইয়া রাখিতেছে। নিজেদের ভিতরের সেই পরম শত্রুকে আগে বধ কর, তারপরে প্রয়োজন হইলে খুঁজিতে যাইও যে, তোমার প্রিয়জনেরা নিজ নিজ আচরণ ও মনোভঙ্গীতে কোথায় ত্রুটিশীল। নিজেকে যে শোধন করিতেছে, সমগ্র বিশ্বকে সে শোধন করিতে পারে।

(১৯২)

তোমার লক্ষ্য কি, সেই বিষয়ে তোমার কোনও সুস্পষ্ট ধারণা নাই। এই কারণেই তোমার কর্ম্মপন্থা তুমি স্থির করিতে পারিতেছ

না। গড্ডলিকা-প্রবাহের ন্যায় যেই ভাবে চলিয়াছ, তাহার সহিত তোমার অন্তরের অনুভূতির বা প্রবণতার কোনও সুস্পষ্ট যোগ নাই। সুতরাং মাঝে মাঝে পথ-পার্শ্বস্থ বৃক্ষতলে একটু বসিও, জিরাইতে জিরাইতে একটু ভাবিয়া নিও যে, তোমার মোড় ফিরিবার প্রয়োজন আসিয়াছে কিনা। স্রোতের তৃণ কোথায় ভাসিয়া যাইবে, কিছুই জানে না।

(১৯৩)

সর্ব্বকার্য্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইবে, ইহাই রাখিও চেষ্টা। কেহ আসিয়া নিজ তপস্যার বলে তোমার যোগ্যতার সম্মুখে প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইলে ভয় পাইয়া যাইও না। অপ্রতিদ্বন্দ্বী না থাকিতে পারিলেও অপরাজিত থাকিতেই হইবে। তোমার চরিত্রবল আর ঈশ্বরনিষ্ঠা তোমাকে অপরাজেয় করিবে। ঈশ্বরে যে বিশ্বাস করে, ঈশ্বরকে যে সত্য বলিয়া জানে, পাপ তাহাকে দূর হইতে প্রণাম করিয়া পলায়ন করে। যে নিষ্পাপ, তার পরাজয় নাই কাহারও কাছে।

(১৯৪)

ক্ষতির বোঝা ঘাড়ে না বহিয়া কেহ লাভের মন্দিরে পৌঁছিয়াছে, এমন শুনা যায় নাই। ধ্বংসের ভিতর দিয়াই সৃষ্টির লীলা চলিয়াছে। ক্ষত আর ক্ষতি অক্ষত জীবনের দিকেই তোমাকে টানিয়া নিয়া যাইতেছে। সহস্র দুর্য্যোগের পশ্চাতে শ্রীভগবানের মঙ্গল-হস্তটীকে দেখিবার চেষ্টা কর। অনুতাপ, পরিতাপ, বিলাপ ও প্রলাপ বর্জ্জন করিয়া সকল দুঃসহ অবস্থার পশ্চাতে প্রেমময় একজন নিয়ামকের স্নেহ-কর-স্পর্শ খুঁজিয়া লও।

(১৯৫)

অন্তরের অনুরাগ পরপুরুষকে অর্পণ করিলে যেমন নারী নিজ পতিকে পূর্ণ সেবা দিতে পারে না, প্রতিপদে তার কর্ত্তব্যভ্রষ্টতা ও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে, পরনারীতে প্রণয় অর্পণ করিবার পরে পুরুষ যেমন নিজ পত্নীর সহিত সুগভীর প্রেমপূর্ণ ব্যবহারে অক্ষম হয়, নিজ লক্ষ্য হইতে মনকে টলাইয়া দিয়া অবান্তর বিষয়ের প্রতি অন্তরের ঔৎসুক্যকে কেবল বাড়াইতেই থাকিলে সাধকের জীবনে ঠিক তেমনি দুর্দ্দৈবের সৃষ্টি হয়। বাহিরে সে দেখায়, কতই যেন আদর্শানুসরণ করিতেছে, কিন্তু প্রতিক্ষণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্খলন ঘটিয়া তাহাকে তাহার জীবনাদর্শ হইতে ক্রমশঃ সরাইয়া নিতে নিতে শত যোজন দূরে স্থাপন করে। আলেয়ার আলো তখন নিবিয়া যায়, অবশিষ্ট থাকে নৈরাশ্য, পরাজয়ের গ্লানি আর দীর্ঘনিঃশ্বাস।

(১৯৬)

তোমাকে যখন কেহ দড়ি দিয়া বাঁধে, তখন তুমি প্রথম দড়িটার স্পর্শ অনুভব করিতে না পারিলেও দ্বিতীয় দড়িটার সময়ে সজাগ সচেতন হইয়া যাও। তৃতীয় দড়ির সময়ে যাতনা অনুভব কর, চতুর্থ দড়ির সময়ে প্রতিবাদ কর, গর্জ্জন কর, রজ্জু-পাশ-মোচনের জন্য সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ কর। দেহের উপরে রজ্জুবন্ধন আসিলে যাহা কর, মনের উপরে বন্ধনের বেলায় কর ঠিক তাহার বিপরীত। প্রথম দড়িটাতেই তোমার আপত্তি, দ্বিতীয় দড়িতে তুমি ভ্রূক্ষেপহীন, তৃতীয় দড়িটা লাগে কমনীয়, চতুর্থ দড়িটা শ্লাঘনীয়, পঞ্চম দড়িটি যখন তোমাকে জাহান্নমে টানিয়া নামাইতেছে, তখন তোমার কত আনন্দ, কত হর্ষ।

তখন তুমি ভাবিতে থাক, তোমার জীবন ধন্য হইল, জন্ম পুণ্য হইল, অস্তিত্ব সার্থক হইল, অনন্ত সুখ তোমার লাভ হইল। তখন কেহ তোমাকে বন্ধন হইতে মুক্তি দিতে আসিলে তাহাকে ভাবিবে শত্রু কেহ তোমার ভ্রান্তি দূর করিতে চাহিলে তাহাকে ভাবিবে কুচক্রী। সুতরাং মনের গলায় ফাঁসি পরিবার আগেই যতটা পার সচেতন থাকিও, হেলায় খেলায় ফাঁসি পরিয়া ফেলিয়া অজানা অন্ধকারের অন্তহীন কূপে ঝাঁপাইয়া পড়িবার পরে নিজেকে বাঁচাইবার জন্য নিষ্ফল আস্ফালন করিবার দুর্ভাগ্য বরণ করিও না। মধুর হাসিটী হাসিয়া যে তোমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার মৃগনয়ন হয়ত নিষ্পাপ দৃষ্টি লইয়াই তোমার পানে তাকাইয়াছে। তুমি কিন্তু মনে মনে তাহার কদর্থ করিলে। বিষম অনর্থের সূত্রপাত হইয়া গেল। মনের গায়ে তোমার অজ্ঞাতসারে অপসংস্কারের নাকাদড়ি পড়িল। তাহার মুক্তাশুভ্র দন্তপংক্তি রক্তিম অধরের ফাঁক দিয়া যেন পূর্ণিমা প্রদোষের রাঙ্গা-মেঘের পিছন হইতে সুধাকরের সুধামাখা হাসি হাসিল, —ছিল না তাহাতে আবিলতা, কিন্তু তুমি তাহার মধ্যে অভিসন্ধি আবিষ্কার করিয়া বসিলে। অর্থাৎ সর্ব্বনাশের গোড়া-পত্তন করিলে। যাহাকে নিয়া একটা কুকথা ভাবিলে, তাহাকে নিয়া আরও দশটা কুকথা ভাবিতে তোমার মন আপত্তি জানাইল না। ক্রমে ক্রমে সহস্র অপসংস্কারের জালে জড়াইয়া হইলে যখন কারারুদ্ধ কয়েদী, তখন হয়ত আর নিজেকে বাঁচাইবার রাস্তা তোমার খোলা নাই। এই জন্যই গৃহ-ত্যাগীরা গৃহস্থের ঘরে অধিক দিন অবস্থান করেন না।

(১৯৭)

ক্ষুদ্র পাপ আর বৃহৎ পাপ, উভয়ই পাপ। ক্ষুদ্র ঋণ আর বৃহৎ ঋণ, উভয়ই ঋণ। ক্ষুদ্র সাপ বৃহৎ সাপ, উভয়ই সাপ। স্ফুলিঙ্গ আর দাবানল, উভয়ই অগ্নি। ক্ষুদ্র রোগ আর বৃহৎ রোগ, উভয়ই রোগ। ক্ষুদ্রাবস্থাতেই ইহাদের ধ্বংস কর। ক্ষুদ্র অন্যায়ের সহিত আপোষ করিলে বৃহৎ অন্যায়ে কবলিত তোমাকে হইতে হইবে।

(১৯৮)

জীবন তখনই সার্থক, যখন ইহা জগন্মঙ্গলের মধ্য দিয়া আত্মসাক্ষাৎকারের সহায়ক এবং যখন আত্মসাক্ষাৎকারের মধ্য দিয়া জগন্মঙ্গলের ইহা সাধক। অসাধক জীবন-ভার বহন করিয়া কি লাভ হইবে? তীব্র তপস্যার মধ্য দিয়া ইহাকে নিষ্ফলতা হইতে বাঁচাও।

(১৯৯)

তোমার সামর্থ্য ছোট হইলেও ইচ্ছা পুণ্যময় ও পবিত্র। তাই তোমার ক্ষুদ্র চেষ্টা, ক্ষুদ্র ত্যাগ, ক্ষুদ্র দান ও ক্ষুদ্র কৃতিত্বই আমার দৃষ্টিতে মহৎ ও অপরাজেয়। ক্ষুদ্র পুণ্য মহৎ চালাকী অপেক্ষা কুলীন, ক্ষুদ্র সেবা মহৎ চালবাজী অপেক্ষা মর্য্যাদাকর। ক্ষুদ্র হীরক বিরাট ভস্মস্তূপ অপেক্ষা মূল্যবান্।

(২০০)

তোমাদের স্বাস্থ্য ও সম্পদ, শান্তি ও সমৃদ্ধি জগতের মঙ্গলের জন্য উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান হইতে থাকুক। নিমেষের জন্যও ভুলিও না যে স্বাস্থ্যে ও রোগে, সম্পদে ও বিপদে, সুযোগে ও দুর্য্যোগে,

স্বভাবে ও বিপাকে, আলোতে ও অন্ধকারে, জীবনে ও মৃত্যুতে তোমরা মঙ্গলময় শ্রীভগবানের হস্তধৃত পবিত্র যন্ত্র, যাহাদের প্রকৃত সার্থকতা সম্পাদিত হইবে জগতের কল্যাণে নিয়োজিত হইয়া। ব্যক্তিগত সুখের কামনা তোমরা ভুলিয়া যাও, মনুষ্য-দেহে তোমরা দেবতার অপূর্ব্ব মহিমায় আত্মপ্রকাশ কর।

(২০১)

দরিদ্রদের পক্ষে মহৎ ও বৃহৎ কাজ সমাধা করিবার শ্রেষ্ঠ কৌশল হইল নিষ্ঠা। অল্প অল্প করিয়া দান, অল্প অল্প করিয়া ত্যাগ যদি অবিরতই চলিতে থাকে, তাহা হইলে তাহার মহিমায় ধন-কুবেরের অসাধ্য কাজও দরিদ্রের দ্বারা সুসাধ্য হয়।

(২০২)

বড় বড় কাজ সম্পর্কে ততোধিক বড় বড় মতামত দিবার লোক ত লাখ লাখ মিলিবে কিন্তু ছোট ছোট কাজে নিজ ঘাড় আগাইয়া দিবার জন্য লোক কোথায়? কাজে হাত লাগাইবার লোকই পৃথিবী চাহিতেছে। বড় বড় পরিকল্পনা করিবার লোকের অভাব কি? অনলস হইয়া, লাভ-লোভ-বর্জ্জিত হইয়া, ব্যক্তিগত স্বার্থের দিকে নজর না রাখিয়া সর্ব্বজন-সুখের তরে অকাতরে কর্ম্ম করিবে,—এই রকম দেবতারা কোথায়? কেন তাহারা ঘুমাইয়া আছে? কেন তাহারা আত্মগোপন করিয়া থাকিবে? কেন তাহারা তাহাদের সুদুর্লভ সেবার দ্বারা জগদ্‌বাসীর দুঃখবিদূরণের লক্ষ্যে অগ্রসর হইয়া আসিবে না? অসুরের উৎপীড়নে দেবতারা স্বর্গরাজ্য-ভ্রষ্ট হইতে পারেন কিন্তু নির্ম্মূল ত হন নাই! বড় বড় মন্তব্য, বড় বড় কথার বোমা-ফাটান

আওয়াজ জগদ্বাসী ঢের শুনিয়াছে। ছোট ছোট সেবা, ছোট ছোট কাজ, ছোট ছোট সুকৃতি ও ছোট ছোট পুণ্য যে জগদুদ্ধারের ক্ষমতা রাখে, এই বিশ্বাসের বাণী কেহ শুনে নাই। শুনাও সকলকে এই কথা, জানাও সকলকে এই সত্য। ইহাই জগতের সর্ব্ব কাজের শ্রেষ্ঠ কাজ।

(২০৩)

একটী মাত্র দিন বা একটী মাত্র রাত্রি তোমার জীবন, তোমার সমাজের জীবন বা তোমার দেশের জীবনের পক্ষে অবিস্মরণীয় হইয়া থাকিতে পারে, যদি একটী দিনে বা একটী রাত্রিতে তুমি এক শতাব্দী ধরিয়া অঙ্কুরিত, পল্লবিত, পুষ্পিত ও সুফলিত হইবার যোগ্য বীজ বুনিয়া যাইতে পারে। বাহ্যতঃ বিশাল কর্ম্মগুলি সকলই বিশাল নহে, ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি ক্ষণজীবী জলবুদ্বুদ মাত্র। বাহ্যতঃ ক্ষুদ্র কার্য্যগুলি সকলই ক্ষুদ্র নহে, ইহার মধ্যে কোনও কোনওটা এক একটা বিরাট হীরার টুকরা, যাহা হাতুড়ী পিটিয়া ভাঙ্গা চলিবে না যাহা লক্ষবৎসরব্যাপী জলপ্লাবনের পরেও অবিকৃত রহিবে, যাহা অনন্তকাল ব্যাপিয়া তীক্ষ্ণ ধার, তীব্র ঔজ্জ্বল্য রক্ষা করিয়া চলিবে। প্রতিক্ষণে একটী করিয়া হীরার টুকরার জন্মদান যেন তোমার কামনীয় হয়।

(২০৪)

নেতা হইবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আসিলেই কাজের মধ্যে ফাঁকি এবং অসাত্ত্বিকতা প্রবেশ করে। তখন আসল কাজ হইতে লক্ষ্য সরিয়া যায় এবং নকল লক্ষ্যে সকল শক্তি অপচয়িত হয়। নর-মাংস-লোলুপ হিংস্র ব্যাঘ্রকে লক্ষ্য করিয়া যেই বন্দুকের তাগ করিয়াছিলে, তাহার গোলাগুলি সবই ফুরায় কিন্তু বাঘ

মরে না, মরে নিরীহ পথচারী দুর্ব্বল অনাথ। নেতৃত্বাভিলাষী ব্যক্তিদের জয়-যন্ত্রের পেষণে পড়িয়া জগতে কত নিরপরাধ ব্যক্তি যে কাঁদিয়াছে, কে তাহার হিসাব লিখিবে? নেতৃত্ব, কর্ত্তৃত্ব, প্রভুত্ব তোমার নাই বা হইল,—কাজ করিয়া যাও। যে কাজে বহুজনের সুখ, বহুজনের শান্তি, বহুজনের কুশল, সে কাজ তুমি সাত্ত্বিক মনে করিয়াছ কি না, তোমার বিচার্য্য শুধু তাহাই হউক। তোমার যোগ্যতাকে আজ যদি কেহ সম্মান নাও দিয়া থাকে, একদা ইহার সমক্ষে পড়িয়া সকলে যে সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিবেই দিবে, এতটুকু আত্মবিশ্বাস কেন তোমার থাকিবে না?

(২০৫)

যে কর্ম্মক্ষেত্রে একবার কিছু কাজ করিয়াছ, সেই কর্ম্মক্ষেত্রে কিছু দিন পরে পরে পুনঃ কাজ করিবার চেষ্টা করিও। একটা গাছে একবার সার-গোবর দিবার পরে দ্বিতীয়বার সার-গোবর দিবার সঙ্গে সঙ্গে গাছ ফণ-ফণাইয়া ওঠে, ইহা নিজ নিজ ক্ষুদ্র উদ্যানে কে না প্রত্যক্ষ করিয়াছ? একটা পেরেককে একবার মাত্র ঠুকিয়া কেহ দেওয়ালের ভিতরে ঢুকাইতে পারে না বারংবার ঠুকিতে হয় এবং আস্তে আস্তে ঠুকিতে হয়। প্রথম একটা জোরে ঠুক্‌নি দিয়া পেরেকটাকে কতকটা বসাইয়া নিতে হয়, তারপরে চালাইতে হয় আস্তে আস্তে কিন্তু অবিরাম ঠুক্‌নি। একটা কর্ম্মক্ষেত্রে একটা বিরাট কিছু কাজ হইয়া যাইবার পরে অতি সামান্য শ্রম করিলেও যে বিপুল ফল পাওয়া যায়, তাহা ভুলিয়া যাইও না। একটা হুজুগ করিয়াই থামিয়া যাইও না। একবার বেশী সার দিয়া যে জমিতে ফসল করিয়াছ, সেই জমিতে পরের ফসল

অতি অল্প সারে জন্মিয়া থাকে। ইহাই প্রকৃতির অর্থনীতি। এই কথা ভুলিয়া যাইও না। এবং যেখানে যে সৎকার্য্য একবার ধরিয়াছ, তাহাকে জীবনে আর কখনও ছাড়িয়া দিবার কল্পনাও করিও না। সার দিতে যখন অসমর্থ হও, তখন গাছে অন্ততঃ পক্ষে একটু জল দিও। তাতেও অনেক কাজ হইবে।

(২০৬)

যাহারা একবার কষ্ট করিয়া পাথর কাটিয়া ধান্য জমি তৈরী করার পরে আর চাষ করে না, বীজ বোনে না, তাহারা মূর্খ। যাহারা চাষ করিয়া বীজ বুনিয়া ফসল তুলিয়া আনিবার সময়ে আলস্য করিয়া ঘরে পড়িয়া থাকে, শুধু ফসল কাটিবার শ্রমটুকু করিতে কুণ্ঠিত হইয়া নিজেকে নিজের শ্রমের পুণ্যফলটুকু হইতে বৃথা বঞ্চিত করে, তাহারাও মূর্খ। যাহারা নিজের ক্ষেত্রে চোর, বাটপাড়, দস্যু, প্রবঞ্চকদিগকে কাঁটার বনের চাষ করিতে দেয়, তাহারাও মহামূর্খ।

(২০৭)

কর্ম্মী আছে অথচ তাহাকে কাজ দিতে পার না, খাদ্য আছে অথচ ক্ষুধার্থকে পরিবেশন করিতে পার না, এমন অবস্থা অযোগ্যতা বা নৈতিক পক্ষাঘাতের পরিচায়ক। ক্ষুদ্র কর্ম্মী পাইয়াছ ত তাহাকে দিয়া ক্ষুদ্র কাজগুলিই করাও না। বৃহৎ কর্ম্মী যখন পাইবে, তখন বৃহৎ কর্ম্মে হাত দেওয়াইও। ক্ষুদ্র কর্ম্মকে আর ক্ষুদ্র কর্ম্মীকে যে অবহেলা করে, সে কখনও বৃহৎ কর্ম্মের সুযোগ পায় না, অথবা পাইলেও তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারে না।

(২০৮)

কর্ম্মীরা আসিল দলে দলে আর তুমি তাহাদের বলিয়া দিলে, —"মশায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকুন, যাহা করিবার আমিই করিব।" জানিও তুমি তোমার নিজের এবং তোমার কর্ম্মের কবর খুঁড়িতেছ।

(২০৯)

সত্য ও ন্যায়ের বিরোধী লোকও জগতে কিছু থাকে। কিন্তু যাহারা তোমার বিরুদ্ধতা করিতেছে, তাহাদের মধ্যে একটা বিরাট অংশ তোমার একনিষ্ঠ কর্ম্মোদ্যমের অগ্রমনের সাথে সাথে তোমার অনুকূল ও তোমার কর্ম্মের অনুরাগী হইবে। তোমার আত্মবিশ্বাস ও নিষ্ঠা যদি অটুট থাকে, তোমার কর্ম্মের পুণ্য ব্রত যদি পাপের সহিত আপোষ করিতে বিরত থাকে, তাহা হইলে বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে একটা বিরাট অংশকে তোমরা এইভাবেই জয় করিয়া ফেলিতে পারিবে এবং ইহার ফলে অপর অংশ আপনা আপনি কাবু হইয়া পড়িবে। একথা দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিও।

(২১০)

এই মনস্তাত্ত্বিক সত্যকে কখনও অনাদর করিও না যে, এখন যাহারা বিরুদ্ধবাদী বলিয়া তোমার কাছও ঘেঁষে না, আদর্শবাদের পতাকা উন্নত রাখিয়া যদি নির্ভয়ে কর্ম্মপথে অগ্রসর হইয়া যাইতে পার, তাহা হইলে তাহাদের কেহ বিরুদ্ধতা লইয়াও অপাঙ্গ দৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে দুই একবার কাছে আসিয়া দাঁড়াইবে। তারপরে হইবে ইহারা কৌতূহলী এবং তোমাদের শত দোষানুসন্ধানের চেষ্টার মধ্য দিয়া তাহারা নিজেদের

অজ্ঞাতসারে তোমাদের প্রতি অনুরক্তও হইবে। প্রথমে আসিবে যাহারা অবিশ্বাস ও জিঘাংসা লইয়া, সর্ব্বশেষে তাহারাই আসিবে পূর্ণ আত্মসমর্পণ লইয়া। প্রচুর যোগ্যতা লইয়া যাহারা বিরুদ্ধতা করিতেছে, ততোধিক যোগ্যতা লইয়া তাহারা তোমাদেরই কাজে আত্মদান করিবে। যে শক্তি বিরুদ্ধে রহিয়াছে, সেই শক্তির সহিত তোমার কলহ কোথায়? বিরুদ্ধতাকে আনুকূল্যে পরিণত করা অনেক ক্ষেত্রে তোমার স্বায়ত্তে। তখন এই শক্তিই তোমার প্রিয়কার্য্য সাধন করিবে, তোমার ধ্বজা উচ্চতর শৈলশৃঙ্গে স্থাপন করিবার জন্য সর্ব্বস্ব দান করিবে। বিশ্বাস রাখ ভগবানে, আস্থা রাখ আত্মশক্তিতে, আর নিষ্ঠা রাখ সত্যে, পবিত্রতায়, সততায়।

(২১১)

বলের সঞ্চয় অধিক করিতে পারিয়া না থাক ত' আস্তে আস্তে কর্ম্মে অগ্রসর হও। নিষ্ঠাবান্ কর্ম্মী অল্প অল্প করিয়া কাজ করিয়াও ক্রমশঃ বৃহৎ সাফল্যের ভিত্তি রচনা করিয়া যায়। দ্রুতকর্ম্মা সকলে হইতে পারে না কিন্তু মৃদু কর্ম্মীও নিষ্ঠাবান্ হইলে জগতে অপরাজেয় হয়।

(২১২)

লম্বা লম্বা বচন ঝাড়িয়া বা সভাস্থলে বক্তৃতা দিয়াই অনেকে মনে করে যে, কর্ত্তব্য শেষ হইয়া গেল। তাহারা অজ্ঞ বলিয়াই ইহা মনে করে। বচনে বা বক্তৃতায় তোমার কর্ম্ম শুরু মাত্র হইতে পারে, কর্ম্মের পূর্ণ পর্য্যবসান তোমার সম্যক্ আত্মনিয়োগে।

(২১৩)

নিজ কর্ত্তব্য করিয়া যাও। ফলাফলের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাইও না। ফল যদি বিপরীত হয়, কর্ম্মের উপরে জোর

বেশী দাও। ফল যদি অনুকূল হয়, কর্ম্মের সুপরিপূর্ণ সুষমার সর্ব্বাঙ্গসুন্দরতাকে লক্ষ্যের বিষয় কর। কোনও অবস্থাতেই কর্ম্মে বিরতি দিও না।

(২১৪)

জমি কিনিলে ট্যাক্স দিতে হয়, দেহ থাকিলে রোগ-ভোগের দ্বারা, উপযুক্ত মাশুল শোধ করিতে হয়। কখনো ব্যাধি, কখনো আরোগ্য, ইহাই দেহের স্বভাব। সুতরাং শরীরের অসুস্থতায় তাহাকে সুচিকিৎসিত করিবার চেষ্টা ভাল, কিন্তু তাহার জন্য দুশ্চিন্তা করিয়া মনকে বৃথা ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিও না। শরীর তাহার স্বভাবের বশে কখনো রৌদ্রে দগ্ধ হইবে, কখনো শীতে কাঁপিবে কিন্তু মনকে তুমি লাগাইয়া রাখ নিত্যানন্দঘন শ্রীপ্রভুর শ্রীচরণে।

(২১৫)

বড় বড় সাধ থাকা ভাল কিন্তু তার জন্য বড় উদ্দীপনা, বড় কর্ম্মঠতা এবং অবিরাম সৎকর্ম্মানুশীলনের মধ্য দিয়া নিজের ক্ষুদ্র শক্তিকে বড় করিবার চেষ্টা থাকাও প্রয়োজন। কোনও কাজে নিষ্ঠার সহিত হস্তক্ষেপ করিবে না, কোনও কাজে দীর্ঘ প্রযত্নে লাগিয়া থাকিবে না, কেবল বড় বড় সাফল্যের আশা করিয়াই ক্ষান্ত রহিবে,—ইহা কোনও মহৎ সাফল্যের পক্ষেই অনুকূল নহে।

(২১৬)

তুমি মরিয়া যাইবার পরে তোমার জন্য কয়টা শোকসভা হইবে, এখনই কেন তাহার খতিয়ান করিতে বসিয়াছ? তুমি জীবিত থাকিতেই যে লোকে তোমার জীবন্মৃত্যু দর্শন করিয়া শোক করিতেছে, তাহা কি লক্ষ্যে পড়িতেছে না?

(২১৭)

শরীর তাহার সীমাবদ্ধতার ধর্ম্মে কর্ম্মক্লান্ত হইয়া বিশ্রাম চাহিতে পারে। প্রয়োজন মত তাহাকে বিশ্রাম দাও। কিন্তু মনকে তুমি অসীম প্রযত্নে আপন লক্ষ্যের ধ্যানে লাগাইয়া রাখ। অবিরাম লক্ষ্যের অনুধ্যানে থাকিয়া তুমি যতটুকু আগাইয়া যাইতেছ, সেইটুকুই তোমার অগ্রগতির প্রকৃত কায়া। কর্ম্মের মধ্য দিয়া যখন অগ্রগতি পাইতেছ, তখন অগ্রগতির ছায়া তাহার কায়াকে অনুসরণ করিতেছে।

(২১৮)

সামর্থ্যে কুলায় না বলিয়া মহৎ কর্ম্মে সহযোগ দাও নাই, ইহা কোনও অপরাধ নহে। কিন্তু সহযোগ দিবার ইচ্ছাও তোমার মনে যদি না জাগিয়া থাকে, তবে তোমার মনকে আমি সুস্থ বলিয়া মনে করিতে পারিব না। সৎ কর্ম্ম বলিয়া যাহাকে বুঝিয়াছ, মনে অশুদ্ধতা না থাকিলে তাহাতে ত্যাগ স্বীকারের ইচ্ছা বিনা চেষ্টাতেই জাগিবে। মন যাহাতে শুদ্ধ থাকে, তাহার দিকে তীব্র লক্ষ্য দাও। মনের শুদ্ধতাই তাহার সুস্থতা।

(২১৯)

বাহিরের ছবি তুলিয়া রাখিবার জন্য ক্যামেরা নিয়া কত স্থানে ঘুরিতেছ, কিন্তু একবার কি চাহিয়া দেখিয়াছ যে, তোমার নিজের ভিতরে তোমার ছবিটা কি? চিরচঞ্চল সেই ছবি নিজের ভিতরে নিজে ডুবিতেছে, ভাসিতেছে, হাসিতেছে, কাঁদিতেছে, উঠিতেছে, নামিতেছে, উড়িতেছে. চলিতেছে, কখনও পাখা মেলিতেছে, কখনও বাহু-সঙ্কোচ করিতেছে, কখনো লালসার জাল ছড়াইয়া নিজেই নিজেকে বাঁধিতেছে, কখনও বা ত্যাগের

ভস্মরাশি উড়াইয়া নিজের কাছ হইতে নিজেকে বিযুক্ত করিতেছে। সেই ছবির দিকে দৃষ্টি দিয়া সহস্র চাঞ্চল্যের মধ্য হইতে নিজের সুস্থির, সুচির, সুশান্ত, সুন্দর মূর্ত্তিটি বাহির করিয়া লও। আত্ম-দর্শনের অপেক্ষা বৃহত্তর তীর্থ-দর্শন জগতে আর কি আছে বা ছিল?

(২২০)

কৃতিত্ব-সমুজ্জ্বল গৌরবোন্নত-মস্তক পুত্র যখন মাতা-পিতাকে আসিয়া বিনম্র শিরে প্রণাম করে, তখন সেই দৃশ্য দেবতাদেরও উপভোগ্য হয়। কর্ম্ম-কীর্ত্তি-দীপ্ত-শির পুত্র-পৌত্র তখনই হয় সমগ্র বংশের শ্লাঘার বস্তু। পিতৃপুরুষদের প্রতি অকৃতজ্ঞ হইয়া যে গৌরব-সঞ্চয়, তাহা অগৌরবের আস্পদ, কলঙ্কেরই বোঝা।

(২২১)

বিপদ-বর্জ্জিত সম্পদ নাই, সম্পদ-বর্জ্জিত বিপদও বড় অধিক নাই। বিপদের ঝুঁকি লইলে তবেই সম্পদ আসে। সম্পদ আহরণ করিলেই বিপদ আসে। তুচ্ছ সম্পদের জন্য বৃহৎ বিপদ বরণ করা মূর্খতা, তুচ্ছ বিপদ দেখিয়া বৃহৎ সম্পদ ছাড়িয়া দেওয়া মূর্খতা। কিন্তু সম্পদ ও বিপদকে সমান মূল্য দিয়া নিজেকে নিজের আদর্শের সহিত সর্ব্বপ্রযত্নে সংযুক্ত করিয়া রাখা হইতেছে পরম প্রাজ্ঞতা।

(২২২)

পুত্রের নিকটে পিতা কি প্রত্যাশা করিবেন? জগতের কল্যাণ। শিষ্যের নিকট গুরু কি প্রত্যাশা করিবেন? জগতের কল্যাণ। বন্ধুর নিকটে বন্ধু কি প্রত্যাশা করিবেন? জগতের কল্যাণ। স্ত্রীর নিকট স্বামী এবং স্বামীর নিকট স্ত্রী কি প্রত্যাশা করিবেন?

জগতের কল্যাণ। এই প্রধান প্রত্যাশার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অপরাপর সর্ব্ববিধ আদান-প্রদান চলিবে। ইহাই উন্নত জগতে উন্নত মানব-সমাজের সমুন্নত সুষমাময় চিত্র।

(২২৩)

সংসার কর বা সন্ন্যাসী হও, লক্ষ্য রাখিও, ইহাতে তোমার বল যেন বাড়ে। বল বাড়াইবার জন্য আশ্রম-ধর্ম্ম, বল হারাইবার জন্য নয়। সংসারে সুখ আছে, সন্ন্যাসে কি নাই? সন্ন্যাসে গৌরব আছে, সংসারে কি নাই? কিন্তু বলহীনের সুখ অসুখ, গৌরব অগৌরব। বলহীনের সম্পদ বিপদেরই নামান্তর, প্রতিষ্ঠা অপ্রতিষ্ঠারই রূপান্তর। বলীয়ান্ হও, তবেই গরীয়ান্ হইবে।

(২২৪)

সংস্কারমুক্ত হওয়া সহজ কথা নহে, কেবল যুক্তি-বিচার-বিতর্কের সাহায্যে কেহ সংস্কারমুক্ত হইতে পারে না। সংস্কারমুক্ত হইবার জন্য যে নির্ম্মেঘ মন প্রয়োজন, তাহা সাধনের ফলে আসিয়া থাকে। আদর্শের প্রতি তীব্র অনুরাগ এবং সাধনের প্রতি নিবিড় নিষ্ঠা মনকে ক্রমশঃ সংস্কারমুক্ত করে। সংস্কারমুক্ত মন জগতে অসাধ্য সাধন করিয়া থাকে। সংস্কারের অধীন মন নিয়ত মাকড়সার জালের মত নিজের বন্ধন নিজে সৃষ্টি করে। সাধনের ফলে তোমরা মুক্ত হও, স্বাধীন হও।

(২২৫)

উদ্দাম সাহস লইয়া তোমাদের প্রতিজনকে আদর্শের প্রচারে ও সত্যের প্রতিষ্ঠায় লাগিতে হইবে। অতীত ও ভবিষ্যৎ সকল বিস্মৃত হইয়া তোমার সর্ব্বশক্তি লইয়া বর্ত্তমানের কর্ম্মসমুদ্রে

ঝাঁপ দাও। বর্ত্তমানকে অবহেলা করিয়া অতীতের মহিমা কীর্ত্তন এক প্রকারের মানসিক স্থবিরতা মাত্র। বর্ত্তমানকে গণনায় না আনিয়া ভবিষ্যতের মধুর আলেখ্য দেখিয়া দেখিয়া কেবল নর্ত্তন করা এক প্রকারের মানসিক ক্ষণোন্মাদ। উভয়বিধ ব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়া এমনভাবে বর্ত্তমানের সেবা কর, যাহার ফলে অতীত পাইবে বর্ত্তমানের ভিতরে সামঞ্জস্য, আর ভবিষ্যৎ পাইবে সুদীর্ঘ নবজীবনের এক নূতন জন্ম।

(২২৬)

আক্ষরিক শিক্ষায় কেহ অল্পবিদ্য হইলেই কি আমি তাহাকে মূর্খ বলিয়া গণনা করিব? তোমার চরিত্র, তোমার উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, তোমার সেবা, সংযম, ত্যাগ এবং সর্ব্বোপরি নিজের সুখের প্রতি লিপ্সাহীনতা আমাকে চিনাইয়া দিতেছে যে, তুমি কি এবং কে। এই লক্ষণগুলি সুস্পষ্ট বলিয়া দিতেছে যে, উচ্চশিক্ষার শ্রেষ্ঠ উপকরণগুলি তোমাতে সুসজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। ইহাদিগকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিবার চেষ্টাই এখন প্রয়োজন। এই সকল সদ্‌গুণকে সুবিকশিত করিবার যে চেষ্টা, তাহাই শিক্ষা। তুমি প্রাণপণে নিজেকে সেইভাবে বিকশিত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিও।

(২২৭)

সে তোমাকে বাড়াইয়া তুলুক, তুমি তাহাকে বাড়াইয়া তোল, সে তোমাকে গড়িয়া তুলুক, তুমি তাহাকে গড়িয়া তোল, ইহাই হইবে তোমার সহিত তোমার বন্ধুর সর্ব্ববিধ আদান-প্রদানের প্রধানতম সর্ত্ত। এই সর্ত্ত-পূরণে যতদিন পর্য্যন্ত কাহারও না অবহেলা হইবে, ততদিন তোমাদের মতন সৌভাগ্যবান্ কে আছে?

নিখিল ভুবনের প্রতি প্রাণীকে পরস্পরের প্রতি সহযোগিতার বাহু-প্রসারণ করিতে যেদিন দেখিব, সেদিন জানিব, ধরণী স্বর্গ হইয়াছে।

(২২৮)

যাহারা হীনাদর্শে জীবন পরিচালন করিতেছে, তাহাদের সমক্ষে উচ্চতর আদর্শের মোহন আলেখ্য উপস্থিত করা যে তোমার এক সুমহৎ কর্ত্তব্য, একথা স্বপ্নেও ভুলিও না। নিজের অতীতের পানে তাকাইয়া ইহাদের ভবিষ্যৎ গড়িবার দিকে লক্ষ্য দাও। তোমার কষ্টলব্ধ অভিজ্ঞতা ইহারা অনায়াসে পাইয়া লাভবান্ হউক। নিজের জ্ঞান অপরকে দিতে পারে বলিয়াই মানুষ পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

(২২৯)

অকারণে বা ক্ষুদ্র কারণে জীবন বিপন্ন করা বোকামি কিন্তু অনেক সময়ে সামান্য ঝুঁকি নিয়া কিছু কিছু অসমসাহসিক কাজ করিবার ফলে অনেক অসাধারণ জনসেবার রুদ্ধ দুয়ার উন্মুক্ত হইয়া যায়। সুতরাং লাভ ও ক্ষতি দুইটীকে খতাইয়া কাজ সকল সময়ে করা যায় না। সতর্কতা ভাল, কিন্তু অতি সতর্কতা অনেক সময়ে কাপুরুষতার প্রশ্রয় দেয়। অন্তরের বীরত্ব বিসর্জ্জন দিয়া নিরাপত্তা অন্বেষণ দুর্ব্বলতা।

(২৩০)

দুঃসাহস করিলে যে ক্ষতি, হতাশ হইলে তাহা অপেক্ষা বেশী ক্ষতি। ক্ষতিই যখন অবধারিত, তখন অল্পতর ক্ষতির পথে অগ্রসর হওয়াই উচিত।

(২৩১)

পৃথিবীর যেখানেই যাও, দেহটা তোমার সংসারের মধ্যেই থাকিবে। তাহার ক্ষুধা-তৃষ্ণা-শ্রান্তি প্রভৃতি সঙ্গে সঙ্গেই থাকিবে। ইহারাই সংসারের জনয়িত্রী। মনকে লাগাইয়া রাখিও পরমপ্রেমময় আনন্দঘন পরমেশ্বরে। দেহ তাহার মনে সংসারী করিতে চায় করুক, মন তাহার দিব্য স্বভাব পাইয়া সংসারাতিরিক্ত হইয়া মায়ামোহবর্জ্জিত সুখ-দুঃখাতীত নিত্যানন্দময় অস্তিত্বে বিরাজ করুক।

(২৩২)

ঋণ শোধ করিবে? কাহার ঋণ শোধ করিবে? ব্যক্তি যখন সেবা দেয়, বিশ্ব তোমাকে ঋণী করে। কোনও ব্যক্তিই ধনে, জ্ঞানে বা ব্যক্তিত্বে একা নহে। তাহার পশ্চাতে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ধনীর, জ্ঞানীর, ব্যক্তির ধন, জ্ঞান ও ব্যক্তিত্ব রহিয়াছে। এক বা অসংখ্য ঋণগ্রস্ত তোমাকে ঋণ দিয়াছেন। তোমার ঋণ সকলের কাছে। মুখ্যতঃ একজনের ঋণ শোধের চেষ্টার মধ্য দিয়া তুমি সমগ্র জগতের ঋণ শোধ করিবার চেষ্টা করিবে। কিন্তু গৌণভাবে যাঁহারা তোমার উত্তমর্ণ, তাঁহাদের কথা বিস্মৃত হইতে পার না।

(২৩৩)

মহৎ কার্য্যের সূচনা-কালে আড়ম্বরের দিকে লক্ষ্য না দিয়া অন্তরের শুচিতার দিকে তীব্রতর লক্ষ্য দাও। অন্তরের শুচিতাই মহৎ কর্ম্মের সাফল্যের প্রধান উপকরণ। প্রাণপণে শুচি হও এবং তোমার সংস্পর্শ দিয়া সকলকে শুচি কর।

(২৩৪)

ক্ষুদ্র সুখ-সুবিধার দিকে লোলুপ নেত্রে না তাকাইয়া বৃহত্তর সুখ ও সুবিধার জন্য আগ্রহী হও। এই একটী মাত্র সদ্‌গুণ তোমার অশেষ দোষ নিরস্ত করিবে।

(২৩৫)

ঈশ্বরে নির্ভর রাখিয়া পথ চল। যে নির্ভর করে, তাহার সকল ভয় দূর হইয়া যায়, সকল ভয়ের কারণ আস্তে আস্তে তাহার কাছ হইতে দূরে সরিয়া যায়। নির্ভরের মত বল নাই। এই মহাবল আশ্রয় করিয়া পথ চল।

(২৩৬)

মন যাহার সবল, সেই জগতে জীবিত। মনকে দুর্ব্বল হইতে দেওয়া আর মরিয়া যাওয়া এক কথা। মনকে সবল করিবার উপায়, সকল সবলতার উৎস, শ্রীভগবানের হাতে তাহাকে নিঃশেষে সমর্পণ করিয়া দেওয়া। মহান্ আদর্শ সমক্ষে রাখিয়া পথ চল। ললাটে বিজয় টীকা আঁকিয়া দিয়া দর্পণে নিজ মুখ নিরীক্ষণ করিয়া নিজের মনের দুর্ব্বলতাকে ধিক্কার দিয়া দূর করিয়া দাও। কোনও প্রকার কাপুরুষতাকে ক্ষণকালের জন্যও প্রশ্রয় দিও না।

(২৩৭)

কাজ চলিতেছে, বন্ধ থাকে নাই, ইহা এটা মস্ত কথা। কখনও কখনও কাজ মন্থর গতিতে চলিলেই তাহার জন্য উদ্বিগ্ন হইবার কারণ ঘটে না। সর্ব্বদাই যদি কাজ মন্থর গতিতে চলে, তবে তাহাই বিপদের কথা। তবে, কাজ বন্ধ থাকা অপেক্ষা অল্প অল্প করিয়া চলাও ভাল। কাজকে কখনও বন্ধ হইতে দিও না।

(২৩৮)

নরকের কীটগুলি অপেক্ষা তুমি উন্নততর স্তরে বাস করিতেছ, এই বিশ্বাস যদি তোমার সহকর্ম্মীদের মনে না জাগে, তাহা হইলে তাহারা তোমার সাধ-আকাঙ্ক্ষার আশা-ভরসার; ইচ্ছা-অভিলাষের মূল্য দিবে কেন? যে যাহাকে নিজের অপেক্ষা মহত্তর বলিয়া বিশ্বাস করে, সে তাহারই ইচ্ছা-অভিপ্রায়কে দাম দেয়। নিজ পরিজনদের নিকটে, নিজ সহকর্ম্মীদের নিকটে নিজের মূল্য বাড়াও আগে। তারপরে তাহাদের সশ্রদ্ধ সহযোগ প্রত্যাশা করিও। কিন্তু নিজের নিকটে নিজের মূল্য যতক্ষণ পর্য্যন্ত না বাড়িতেছে, ততক্ষণ জগতের একটী প্রাণীও তোমাকে দামী মনে করিবে না।

(২৩৯)

ভবিষ্যতের জন্য যে কাজ ফেলিয়া রাখিবে, সে কাজ পড়িয়াই থাকিবে। আজই যে কাজটুকু করিলে, সেইটুকুই তোমার হইল বলিয়া জানিও। আগামী কালের আবার বিশ্বাস কি? কাল সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া চোখ মেলিয়া এই বিশ্বের ছবি দেখিবে কিনা, কে জানে? যে কাজ জরুরী, সাধ্যে যদি থাকে, তবে তাহা আজই শেষ কর। ভবিষ্যতের ভরসায় বসিয়া থাকিয়া কত সাধক পুরুষ যে জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় হারাইয়াছেন, তাহা জান কি?

(২৪০)

চোরেরা সাধুকেও চোর মনে করে। সাধুরা চোরকেও সাধু জ্ঞান করে। প্রায় প্রত্যেকেই নিজের উপমায় জগৎকে দেখিয়া থাকে। সুতরাং জগতে মানুষকে সত্যিকার বিচার দিতে হইলে

নিজেকে চৌর্য্যজ্ঞান ও সাধুতা-জ্ঞানের উর্দ্ধে তুলিতে হইবে। চোর হওয়া দোষ, সাধু হওয়া গুণ,—তোমাকে সকল দোষ ও গুণের উর্দ্ধে বিচরণ করিতে হইবে।

(২৪১)

কাপড়-চোপড়ে যাহারা ভদ্র, তাহাদিগকেই কেবল ভদ্র বলিয়া বিবেচনা করিও না। কুলি-মজুর শ্রেণীর ভিতরেও শত শত ভদ্র সদাত্মা পুরুষ ও নারী আছেন। তাঁহাদিগকে সম্মান দিতে না শিখা পর্য্যন্ত দেশ ও সমাজে প্রকৃত ভদ্র পরিবেশ সৃষ্ট হইবে না। এই সকল ঘুমন্ত মহৎলোকদের ঘরে ঘরে গিয়া জাগরণী-গীতি গাও। জাগুক কুলি, জাগুক মজুর,—পাওনা আদায়ের জন্য নয়,—জনহিতে জীবন সমর্পণের জন্য। ইহাই হইবে জাতির জাগরণ। জাগুক চাষা, জাগুক মুটে, জাগুক মুচি, মূর্খ, ইতর লোক। ইহাদের জাগরণই নরলোকে সুরলোকের আবির্ভাব সম্ভব করিবে।

(২৪২)

রোগের যন্ত্রণায় পড়িয়া ভগবানকে ভুলিবে, না বেশী করিয়া স্মরণ করিবে? তোমার উপরে রাগ করিয়া কি ভগবান্ রোগ দিয়াছেন? ইহা তুমি আহরণ করিয়াছ নিজ কর্ম্মফলে। বলিবে, কর্ম্মও ত' তোমাকে ভগবানই করাইয়াছেন। কিন্তু ভুলিয়া যাইও না যে, কোন্ কর্ম্ম সৎ, কোন্ কর্ম্ম অসৎ, তাহা বুঝিবার ক্ষমতাও তিনি তোমাকে দিয়াছিলেন। ভুলিয়া যাইও না যে, নিজেকে ক্ষুদ্র প্রলোভন হইতে বাঁচাইয়া চলিবার যথেষ্ট যোগ্যতা তিনি তোমাকে দিয়াছিলেন। ভুলিয়া যাইও না, সৎকর্ম্মের প্রাচুর্য্যের দ্বারা অসৎকর্ম্মের অশুভ ফলকে খণ্ডন করিয়া চলিবার

ক্ষমতাও তিনি তোমাকে কম দেন নাই। তুমি যদি তাঁহার দেওয়া শক্তি সদ্ব্যবহার না করিয়া থাক, তবে আর কাহাকে দোষ দিবে? আর দোষ দিলেও ত' কোনও লাভ হইবে না। রোগ আসিয়াছে, দুঃখ আসিয়াছে, ভালই হইয়াছে, ইহাদের সহিত তুমি যুদ্ধ কর এবং যুদ্ধজয়ের বল সংগ্রহের জন্য ভগবানের শরণাপন্ন হও। যুদ্ধ করিলে যে বল বাড়ে, তাহাও স্মরণ রাখিও। যুদ্ধ দেখিলেই ভয় পাইয়া যাইও না।

(২৪৩)

বিপুল জন-সমাবেশ আমি চাহি নাই, চাহিয়াছিলাম প্রাণ-সমাবেশ। প্রাণকে কি টানিয়া আনিতে পারিবে না? নিজেরা প্রাণবান্ হইলে বিশ্বের প্রাণকে আকর্ষণ করা যায়। তোমরা প্রাণবান্ হও। নিজেদের প্রাণের গোড়ায় ভরসা ও শান্তির শীতল সলিল সিঞ্চন করিয়া তাহাকে মহীরুহে পরিণত কর। কোটি প্রাণ তাহার স্নিগ্ধ ছায়ায় তৃপ্ত হইবার জন্য আপনি ছুটিয়া আসিবে।

(২৪৪)

অভাব, অশান্তি ও দরিদ্রতাকে অত্যধিক মূল্য দিও না। ইহাদের শত বাধার মধ্য দিয়াও তোমাকে অগ্রসর হইতে হইবে। কলিযুগে সৎলোকের কষ্ট পদে পদে। তথাপি তোমাকে অসত্যের পদতলে আত্ম-বিক্রয় হইতে দূরে থাকিতে হইবে। যেমন তেমন করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার মধ্যে কোনও সার্থকতা নাই, মানুষের মত বাঁচিয়া থাকাই প্রয়োজন। যতক্ষণ মাথাটা থাকিবে, উন্নত মস্তকই সকলে দেখুক।

(২৪৫)

অমুকে কাজের ছেলে, তমুকের দায়িত্বজ্ঞান যথেষ্ট, এই যুক্তিতে নিজের কাজ করিবার দায়িত্ব এড়াইতে পার না। অপরেরা কাজ করিতে থাকিলেও তোমাকে কাজ করিয়া যাইতে হইবে, বিরত থাকিলে চলিবে না।

(২৪৬)

জনসেবা করিয়া যশ চাহ? লোক-চরিত্রে যদি অভিজ্ঞতা থাকে, তবে তুমি অতি অল্প সেবা করিয়াও অশেষ যশ অর্জ্জন করিতে পারিবে। জনসেবা করিয়া যদি অর্থ চাহ, তবে জানিও ছল-চাতুরী করিতে পারিলে ইহারও অভাব হইবে না। কিন্তু জনসেবা করিয়া যদি অন্তরে আত্ম-প্রসাদ চাহ, তাহা হইলে অকপট সরলতাই যথেষ্ট। জনসেবা করিয়া যদি কেবল ভগবানের তুষ্টি চাহ, তবে অন্তরের অবিমিশ্র প্রেমই তোমার চূড়ান্ত সম্বল।

(২৪৭)

পৃথিবীর প্রত্যেক লোককে তোমরা ডাকিয়া বলিবে,—তোমরা যে মানুষ, ইহা ভুলিও না। এই কর্ত্তব্য-পালনেরই নাম সংগঠন। পৃথিবীর প্রত্যেক ব্যক্তিকে তোমরা ডাকিয়া কহিবে,—তোমরা সকলে আমার আপনার জন, কেহ তোমরা পর নহ। এই কাজটীর নাম সংগঠন। পৃথিবীর প্রত্যেক মানব-সন্তানের মুখে তোমরা অন্ন তুলিয়া ধরিবে এবং বলিবে,—সমগ্র জগতের কুশলের জন্য জীবন ধারণ করিও। এই কাজটীর নাম জনসেবা।

(২৪৮)

দেহ লইয়া তোমাদের মধ্যে এখন হয়ত আসিতে পারিলাম না কিন্তু আমার সূক্ষ্ম সত্তায় নিয়ত তোমাদের কাছে আসিতেছি।

তোমাদিগকে বিপথ হইতে টানিয়া আনিতে, তোমাদিগকে সুপথে পরিচালিত করিতে আমি প্রেরণারূপে তোমাদের হৃদয়ে মনে ক্রিয়া করিয়া যাইতেছি। সাধন করিতে করিতে এই সত্যকে তোমরা সুস্পষ্ট উপলব্ধি কর। তোমরা আমার হৃদয়ের নিধি, অন্তরের ধন। তোমাদের দূরে রাখিয়া আমি কতক্ষণ থাকিতে পারি?

(২৪৯)

বিপদে পড়িলে,—হে বিপদ-ভঞ্জন প্রভু, মুক্ত কর বলিয়া প্রাণভরা ব্যাকুলতায় ডাক দিলে তিনি সে ডাক শোনেন এবং বিপদ্ভার লঘু করিয়া দেন। কিন্তু বিপদ তিনি দিয়াছেন তোমাকে গড়িয়া তুলিবার জন্য। তাঁহার সেই পুণ্য অভিপ্রায় স্মরণে রাখিয়া কেন তুমি বিপদের সাথে সংগ্রাম দিয়া দিয়া তাহাকে পরাজিত পরাহত করিবার জন্য চেষ্টিত হইবে না? ইহাতেও সাফল্যলাভ করিবে তুমি তাঁহারি কৃপায়, মাঝখান হইতে তোমার বাহুর পেশী, মনের পরত একটু শক্ত, একটু দৃঢ়তর, একটু অধিকতর কার্য্যক্ষম হইয়া গেল। ভগবানের শক্তি ছাড়া কিছুই হইবে না, তিনি তোমাকে যে শক্তি দিয়াছেন, তাহাও তাঁহারই।

(২৫০)

হঠাৎ একদিন একটা ম্যাজিক হইয়া ভগবৎ-কৃপার প্রকাশ ঘটিবে, এই আশায় বসিয়া থাকা বড়ই মারাত্মক। ভগবানের কৃপা সূক্ষ্ম গতিতে অবিরাম আসিতেছে। তাহাকে ধরিয়া রাখিবার জন্য তোমার নিশ্ছিদ্র হওয়া প্রয়োজন। অনুক্ষণ যে কৃপাধারা বর্ষিত হইতেছে, তাহাকে জীবনের মর্ম্মে মর্ম্মে আস্বাদ করিয়া কৃতার্থ হইবার চেষ্টার নাম সাধনা। সেই সাধনা অবিরাম অবিশ্রাম

করিয়া যাও। আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপের ন্যায় হঠাৎ একদিন পাহাড় ভাঙ্গিয়া ভাগীরথীধারা বহিতে থাকিবে, এই সুবিচিত্র অলস চিন্তায় প্রভাবিত হইয়া বসিয়া থাকিও না। বসিয়া থাকা পাপ, বসিয়া থাকা অপরাধ। কাজ করিয়া যাওয়াই কৃতিত্ব, কাজ করিতে থাকাই পুণ্য। কর্ম্মে বিরাম দিয়া কেবল অলস কল্পনা করিলেই কৃপা আসিবে না। কর, তবে ত' পাইবে। এই পাওয়ারই নাম কৃপা।

(২৫১)

শক্তি চাহি মুক্তির জন্য, মুক্তি চাহি ভক্তির জন্য, ভক্তি চাহি অহেতুক প্রেমের জন্য। ইহাই প্রকৃত মানুষের অন্তরের অভীপ্সা। শক্তিহীন মুক্তি পায় না, জীবন্মুক্ত পুরুষের ভক্তিই সকল কলুষ ও কলঙ্ক হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ নির্ম্মুক্ত রাখিয়া প্রবাহিত হইতে পারে, "ভালবাসি বলিয়াই ভালবাসা" ইহাই প্রকৃত ভক্তের স্বরূপ। ভক্তের জীবন কর্ম্ম হইতে বিমুখ নহে, সকল কর্ম্ম তাহার ভক্তির উৎসকে প্রসারিতই করিয়া দিতে থাকে।

(২৫২)

ত্যাগ এবং ব্রহ্মচর্য্য পরস্পর পরস্পরের হাত ধরিয়া চলে। ভোগ এবং অসংযম কদাচিৎ দূরে দূরে থাকে, পরিমাপমত সুরাপান করা এক বিচিত্র ব্যায়াম, যাহা প্রায়শই বিফলতার ব্যসনে পরিণত হয়। শক্ত করিয়া কৌপীন আঁটিলে আর স্বার্থের জন্য লোকের মাথা ফাটাইয়া দিতেও কুণ্ঠা বোধ করিলে না, এইরূপ অবস্থা তোমার ব্রহ্মচর্য্যের পূর্ণতা সম্বন্ধে সংশয় সৃষ্টি করিবে। যে স্থলে ভোগীরা অনায়াসে পরহিতার্থে অজস্র ত্যাগ স্বীকার করিতেছে, সে স্থলে ত্যাগী ব্রহ্মচারীদের প্রাণ যদি পরদুঃখ

কাতর হইতে না দেখি, তবে কেন বলিব না যে, সম্ভবতঃ ব্রহ্মচর্য্যের মাঝখানেই কোনও একটা বিষম গলদ বা ভয়ঙ্কর রকমের অসম্পূর্ণতা রহিয়াছে।

(২৫৩)

যতই সময় চলিয়া যাইতেছে, ততই অতি সহজ কাজ অতি কঠিন হইয়া পড়িতেছে। সময় থাকিতে কাজে হাত দিবার যোগ্যতা তোমরা সঞ্চয় কর।

(২৫৪)

নিত্য-পরিবর্ত্তনীল এই চিরচঞ্চল জগতে নির্দ্দিষ্ট একটা কর্ম্মপন্থা লইয়া সুদীর্ঘকাল চলিতে পারা কেবল কঠিনই নহে, অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভবও। কিন্তু যখনই যেই পথে পাদচারণা কর, সত্যকে আশ্রয় করিয়াই যে চলিবে, এই সঙ্কল্প অটুট রাখিবে। সত্যকে যে আশ্রয় করিয়া চলে, সেবাকে যে আদর্শ বলিয়া জানে, লক্ষ্য যার ভগবৎ-প্রীতি, চেষ্টা যার হিংসা-দ্বেষ-নীচতা-হীনতা হইতে মুক্ত, তার মত ভাগ্যবান্ ব্যক্তি ব্রহ্মাণ্ডে আর কে আছে। ভাগ্যবানই তোমাকে থাকিতে হইবে, এই জিদ্ কর।

(২৫৫)

তোমার দারিদ্র্য দেখিয়া আমার প্রাণে কষ্ট হয়। নিজ ভুজবীর্য্যে তুমি দারিদ্র্যকে পরাহত করিতে সমর্থ হও, আমি ইহা চাহি। দারিদ্র্যকে অদৃষ্টের পরিহাস বলিয়া নত-কন্ধরে মানিয়া না লইয়া ইহাকে দূর করিবার জন্য সকল পুরুষকারকে প্রবুদ্ধ কর। নিজ দারিদ্র্যে যে অসুখী নহে, সে দারিদ্র্য দূর করিবে কি করিয়া? সন্তোষ আর অদৃষ্টনির্ভরতা দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু।

(২৫৬)

সংঘ-গঠনের মানে হইতেছে বাহিরের লোককে ডাকিয়া আনিয়া নিজেদের মতের প্রতি অনুকূল করা। সংগঠনের মানে হইতেছে প্রতিটি অনুরক্ত ব্যক্তিকে নিজ নিজ চরিত্র, রুচি ও যোগ্যতানুযায়ী, কাজে লাগিয়া যাইতে প্রণোদিত ও বাধ্য করা। সংঘ-গঠন মানে বীজ সংগ্রহ। সংগঠন মানে লাঙ্গল লইয়া জমি চাষ করিয়া সেই জমিতে প্রতিটি বীজকে বপন করিয়া যাওয়া। সংঘ-গঠন উচ্চাদর্শ প্রচারের ফলে সম্ভব হয়। সংগঠন উদ্দাম কর্ম্মোদ্যমের ফলে হয়। সংঘ ও সংগঠন একত্র হইলে জগতে অসাধ্য সাধিত হয়। একক চেষ্টায় সংগঠন দুর্ব্বল হয়। সংগঠনহীন বহুজনের সংঘ আত্মকলহের ঘাটিতে পরিণত হয়। সংগঠন তীব্র রাজসিক শক্তির বিকাশ ঘটায়, সংঘ সাত্ত্বিক অনুশীলনের গভীরতা বৃদ্ধি করে। একটীর মহিমাকে খর্ব্ব না করিয়া অপরটী পরস্পরের হাত ধরা-ধরি করিয়া যখন যুগপৎ সমতালে পথ চলে, তখন মাটির ধরণীতে অনেক স্বর্গীয় কুসুমের বিকাশ হয়। সংগঠন বাদ দিয়া যখন সংঘ বাড়িতে থাকে, তখন দিব্য কুসুমনিচয় কেবল দিগ্বলয়েই ফুটিয়া উঠে, মাটিতে নামে না। সংঘ ছাড়িয়া যখন সংগঠন চলে, তখন কখনও কখনও খরনদীর স্রোত হঠাৎ থামিয়া গিয়া বদ্ধ জলায় পঙ্ক জন্মে, পঙ্কজ হয়ত কদাচিৎ ফোটে, কিন্তু অধিকাংশই ফোটে কচুরী-পানার অকেজো ফুল।

(২৫৭)

মনুষ্য-জীবনে অভিজ্ঞতা লাভ হয় প্রতি পদে পদে। কিন্তু মানুষের এমনই বিস্মৃতিশীল স্বভাব যে, সে অভিজ্ঞতাকে সে

স্মরণে জাগাইয়া রাখিতে পারে না। তাই, প্রতিপদে সে আবার ভুলও করে। ভুল করে বলিয়া মানুষের অপরাধ অমার্জ্জনীয় নহে। ভুল না করিয়া চলিবার চেষ্টা সে করিতেছে কিনা, তাহা তুমি দেখিও। ত্রুটিহীন মানুষ দুর্ল্লভ। কিন্তু ত্রুটিহীন হইয়া চলিবার চেষ্টা করিতে পারে প্রত্যেকে। ক্ষমায়, নির্লোভতায়, স্নেহে, মমতায়, বিনয়ে এবং আনুগত্যে সকল মানুষ সমান উৎকর্ষ নাও পাইতে পারে, কিন্তু ত্রুটিহীন হইয়া চলিবার চেষ্টায় একাগ্র হইতে পারে সবাই। নিজের অতীত স্মরণে থাকে না বলিয়াই মানুষ এক ভুল বহুবার করে। কিন্তু অতীতকে স্মরণ করিয়া রাখিবার চেষ্টা অপেক্ষা নিজেকে ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ করিয়া দিয়া তাঁহারা ইচ্ছার অনুগত হইয়া চলিবার চেষ্টা প্রত্যেকে করিতে পারে। এই চেষ্টার মধ্য দিয়াই নির্ভুল, নির্দ্দোষ, নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক, নির্লালস মানুষের আবির্ভাব সম্ভব হইয়া ওঠে।

(২৫৮)

জগতের অধিকাংশ দ্বন্দ্বই ক্ষমতা লইয়া। তুমি যদি অপরের কর্ত্তৃত্ব মানিয়া চল, তবে সে তোমার প্রতি তুষ্ট থাকিবে। কিন্তু অপরের কর্ত্তৃত্ব মানিয়া লওয়া সকল সময়ে সম্ভব কি? অহংবোধপ্রবুদ্ধ ব্যক্তির কর্ত্তৃত্ব মাথা পাতিয়া মানিয়া লইলে সে তোমাকে আরও বেশী করিয়া কাবু করিবার চেষ্টা করিবে, যাহার একটী বেত্রাঘাত নীরবে সহিয়াছ, সে দশটী বেত্রাঘাত করিতে উদ্যত হইবে,—ইহাও অসম্ভব নহে। এই সকল অবস্থায় ক্ষমতা-মত্ত ব্যক্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া সময় ও শক্তির অপচয় করিবে কি? ইহা অনেকের জীবনেই একটা সমস্যা। কিন্তু থাম। হঠাৎ কর্ত্তব্য স্থির করিও না। আগে চিন্তা করিয়া দেখিয়া লও, তোমার নিজের জীবনের পরম লক্ষ্য কি? সেই

লক্ষ্যকে চিনিয়া লইয়া জগতের সহস্র প্রকারের মানুষ ও সহস্র প্রকারের উৎপীড়নের প্রতি কালোচিত ব্যবহার করিয়া যাও। সময় আসে, যখন অত্যাচার সহ্য করিয়াই সহজে নিজ লক্ষ্যের সমীপস্থ হওয়া যায়। সময় আসে, যখন অত্যাচারের প্রতিবাদ করিয়াই নিজ লক্ষ্যকে করায়ত্ত করিতে হয়। কেবল সহিষ্ণুতারও যেমন অর্থ নাই, কেবল সংগ্রামেরও তেমন অর্থ নাই। সহিষ্ণুতা বা সংগ্রামশীলতা উভয়ই তোমার আসল জীবন-লক্ষ্যের অনুগত হইয়া চলুক।

(২৫৯)

কামের উপকরণ যোগাইয়া কামুককে, ভোগের উপকরণ দিয়া ভোগীকে, মত্ততার উপকরণ দিয়া মাতালকে শান্ত করিবার চেষ্টা আর ঘৃতের আহুতি দিয়া অগ্নিকে নির্ব্বাপিত করিবার চেষ্টা সমান। কুপথ্য অপেক্ষা উপবাসই অধিকাংশ স্থলে রোগের মূলোৎপাটক হইয়া থাকে।

(২৬০)

ক্ষণিকের লালসায় অন্ধ হইয়া এমন অপরাধ করিয়া বসিতেছ, যাহার ফল কিন্তু প্রায় সমগ্র-জীবন-ব্যাপী। নিমেষের বিভ্রমে এমন বিপত্তি ঘটাইতেছ, যাহার বেগ ও উদ্বেগ তোমাকে দীর্ঘকাল ধরিয়া ক্লেশ দিবে। নিজেকে নিজের বশে রাখিতে পারিতেছ না বলিয়াই তোমার এই দুর্গতি। নিজেকে নিজের বশে আনিবার পথ দ্রুত ধর। নিজেকে ভগবানের হাতে সঁপিয়া দিয়া বল,— প্রভু, আমাকে তুমি রক্তমাংসের ঊর্দ্ধে টানিয়া তোল। তিনি যে যেদিন তোমার হাত ধরিয়াছেন বলিয়া টের পাইবে, সেদিন দেখিও কোনও প্রলোভনই তোমাকে জোর করিয়া নাকা-দড়ি দিয়া টানিয়া নিয়া যাইতে সমর্থ হইবে না।

(২৬১)

জগতে মদ্যও থাকিবে, মাংসও থাকিবে, নারীও থাকিবে, পুরুষও থাকিবে, নারী-পুরুষের দুর্ব্বার আকর্ষণও থাকিবে। কিন্তু তাহারই মধ্য দিয়া দিব্যমানবগণেরও আবির্ভাব সম্ভব হইবে। দিব্যমানবের আবির্ভাবে বিশ্বাস নিয়া চল, পৃথিবীর চপলতা তোমার চরণ-তলে পড়িয়া কাঁদিয়া মরিবে।

(২৬২)

প্রকাশ্যে তোমাকে বিদ্বেষ দেখাইয়া গোপনে তোমাকে ভালবাসিতে পারি। প্রকাশ্যে তোমাকে ভালবাসিয়া গোপনে তোমাকে দ্বেষ করিতে পারি। বাহিরে আমি যাহা করিতেছি, তাহাই আমার আসল স্বরূপ বলিয়া আমি নিজেও ভুল করিতে পারি। নিজের অন্তরের প্রকৃত প্রবণতা বুঝিয়া ওঠা বড়ই শক্ত। বিরূপ বিদ্বেষ দু'দিন পরে প্রবল প্রেমে পরিণত হইতেছে, সুগভীর প্রেম দু'দিন পরে নিদারুণ বিতৃষ্ণার রূপ ধরিতেছে। কোন্‌টা ঘৃণা, কোন্‌টা প্রেম, চিনিয়া ওঠা শক্ত। সুতরাং কাহারও বাহির দেখিয়া তাহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিও না। সকলকে প্রেমের দৃষ্টিতে দেখ। তোমার চোখে চোর আর সাধু সমান সুন্দর হউক। তোমার চোখে পাপী আর পুণ্যবান্‌ সমান মধুর হউক। সকলেই ভগবানের সন্তান। সকলকে ভালবাসিয়াই তোমার আনন্দ এবং তৃপ্তি। সকলকে ভালবাসার আনন্দ হইতে নিজেকে কখনও বঞ্চিত করিও না।

(২৬৩)

হঠাৎ চটিয়া গিয়া অপরের মনে দুঃখ দেওয়া আর হঠাৎ রাগিয়া গিয়া নিজের পায়ে এক ঘা কুড়াল মারিয়া দেওয়া

সমান কথা জানিও। অতিপরিশ্রমী লোকগুলি সাধারণতঃ হঠাৎ চটে। নানা উদ্বেগ ক্লিষ্ট লোকগুলিও হঠাৎ চটে। সর্ব্বদা রোগভোগে কাতর ব্যক্তিরাও হঠাৎ চটে সুতরাং অতিশ্রম, উদ্বেগ ও রোগ এই তিনটীকে এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করিও। রগ-চটা লোকগুলি অপরের অশেষ উপকার করিয়াও কেবল হঠাৎ-রাগার অপরাধে সকলের অপ্রিয় হইয়া থাকে।

(২৬৪)

অপরকে উপদেশ দিবার কালে পুথি-পুস্তকের লেখার প্রতি নজর রাখিও না। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার দিকে তাকাইয়া অপরকে উপদেশ দিও। তাহা হইলেই লোকগুলি কাজের কথা শুনিয়া লাভবান্ হইবে এবং হৃষ্টমনে ঘরে ফিরিবে। বক্তৃতামঞ্চের সুবিদ্বান্ বাগ্মী অপেক্ষা চণ্ডীমণ্ডপের অভিজ্ঞ উপদেষ্টা অনেক সময়ে অধিকতর লোকহিত করিয়া থাকেন।

(২৬৫)

কথায় বলে,—''যতদিন বাঁচি, ততদিন শিখি।'' একথা বড়ই সত্য। জীবন ভরিয়াই শিখিতে হইবে। প্রতিদিন নিত্য নূতন শিক্ষার সম্পদে জীবনকে সমৃদ্ধ কর। ''যতদিন শিখি ততদিন বাঁচি,''—একথা বলিলেও খাঁটি সত্যই বলা হয়। যখন তোমার শিখিবার চেষ্টা থাকিবে না, তখন তোমাকে মৃত বলিয়া মনে করিলে দোষ কি?

(২৬৬)

দেশ-কাল-পাত্র এবং যোগ্যতা-অযোগ্যতার বিবেচনায় সকলের প্রতি তুমি সমব্যবহার না করিতে পার। কিন্তু সকলের প্রতি সম-প্রেম-ভাব কেন না রাখিবে? মা সন্তানকে স্নেহ করিয়াও

যদি শাসন করিতে পারেন, পুলিশ চোরকে ভালবাসিয়াও কেন গারদে ভরিতে পারিবে না? শিক্ষক ছাত্রকে ভালবাসিয়াও যদি তিরস্কার করিতে পারেন, সমাজের নেতা সমাজের প্রতি শত্রুতাচরণকারীদের প্রতিও অন্তরের ভালবাসা রাখিয়া কেন তাহাদের শাসন করিতে পারিবেন না?

(২৬৭)

পৃথিবীতে দুঃখের মাত্রা এত অধিক হইয়াছে যে, প্রচলিত বিধি-নিষেধের সামান্য রদ-বদল করিয়া কেহ তুষ্ট হইতেছে না। জীর্ণগৃহ মেরামত না করিয়া ইহা ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া ফেলিয়া দিয়া অনেকে নূতন গৃহ, নূতন আশ্রয়, নূতন বিধি রচনা করিতে চাহিতেছে। ইহা সম্ভব কি অসম্ভব, তাহা নিয়া মাথা ঘামাইবার তোমার প্রয়োজন নাই। যে যাহা চাহিতেছে, সে তাহাই লাভ করিবার চেষ্টার মধ্য দিয়া ভগবানকে লাভ করিয়া কৃতার্থ হউক, এই প্রার্থনাই তুমি অনুদিন কর। যে ভগবানকে মানে না সেও তাঁহারই সন্তান। না মানিয়াও সে ভগবানকে পাইবে, কারণ, তাহার জন্যও ভগবান্ কোল পাতিয়া বসিয়া আছেন।

(২৬৮)

যাহাকে ভালবাসিবে না, তাহাকেও ভালবাসা দেখাইতে হইবে, ইহা দুঃসহ অবস্থা। সুতরাং সকলের প্রতিই ভালবাসার বাহ্য ভাব বা ভাণ প্রদর্শনে বিরত হও। পৃথিবীর সকল মানবকে প্রাণ দিয়া প্রেম কর, অন্তরের প্রেমকে গভীর হইতে গভীরতর কর, তোমার ভালবাসা পায় নাই, এমন জীব যেন জগতে না থাকে। কিন্তু বাহিরে ভালবাসার ভাব বা ভাণ কাহারও প্রতিই প্রদর্শন করিও না। স্বাভাবিক শিষ্টাচারকে কেহ ভালবাসা বলিয়া

সম্মান করিতে পারে, কেহ ভালবাসার অভাব বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে পারে। কিন্তু গলাগলি ঢলাঢলি না করিয়াও মানুষের প্রতি মানুষ যথেষ্ট ভালবাসা শিষ্টাচারের মধ্য দিয়াই প্রকাশিত করিতে পারে। সমুদ্রের তল যত নীচে উপরের তরঙ্গ কি ততখানি বড় হয়?

(২৬৯)

জগতে কোনও উল্লেখযোগ্য কাজই অল্প চেষ্টায়, অল্প দিনের চেষ্টায় এবং অল্প লোকের চেষ্টায় হয় নাই। যেখানে অল্প লোকেই বৃহৎ করিয়াছে, সেখানেও ধারাবাহিক চেষ্টা এবং একাগ্র, উদগ্র, অনলস প্রয়াসের প্রয়োজন পড়িয়াছে। এক শতাব্দী পরে যাহাদের ভিতরে আমাদের যে কাজ করিতে হইবে, আজই তাহাতে আমাদের হস্তক্ষেপ অত্যাবশ্যক। এই কথা যাহারা বোঝে না, তাহারা প্রচার, সংগঠন প্রভৃতি সম্পর্কে কিছুই জানে না বলিতে হইবে।

(২৭০)

কোথাও চেষ্টা বিফল হইয়াছে, এই যুক্তিতে সেখানে বা অন্যত্র সকল চেষ্টা ছাড়িয়া দিব,—ইহা কুপথাশ্রয়। চেষ্টায় আমাদের ত্রুটি ছিল অথবা অসময়ে চেষ্টার ফলেই সুফল ফলে নাই, ইহা বুঝিয়া পুনরায় ত্রুটিহীন চেষ্টা করিতে হইবে এবং সময়কে অনুকূল করিবার জন্য একদিকে প্রয়াস পাইতে হইবে, অন্যদিকে অনুকূল সময় আসিবামাত্র যাহাতে ষোল আনা চেষ্টার সাড়ে আঠারো আনা দাম কষিয়া আদায় করিয়া নেওয়া যায়, তাহার জন্য সর্ব্বতোভাবে তৈরী হইতে হইবে। তোমাদের কর্ম্মে সামর্থ্য আছে কিন্তু তৈরী হইয়া প্রতীক্ষা করার যোগ্যতা নাই।

এই অযোগ্যতা তোমরা দূর করিবে? মহৎ কাজ হঠাৎ হইয়া যায় না, তাহার জন্য ক্রমশঃ কেবল শ্রম করিয়াই যাইতে হয়।

(২৭১)

মানুষের সহিত তোমার পরিচয়ের পরিধি বিস্তার করিয়া চল। পরিচয় মানে সম্প্রীতি ও আত্মীয়তা। সকলের সহিত সম্প্রীতি ও আত্মীয়তা বাড়াইবার উপায়সমূহ খুঁজিয়া বাহির কর। কোনও ক্ষুদ্র স্বার্থ বা সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর অধীন হইয়া নহে, সর্ব্বজনীন স্বার্থ ও সার্ব্বভৌমিক উদার ভাবের প্রেরণায় এই পরিচয় ও আত্মীয়তা স্থাপিত হউক। ইহারই সুদূর-প্রসারী প্রভাব সমাজের পক্ষে লাভজনক হইবে। শুধু বর্ত্তমানের হিসাব নিকাশ করিয়া নহে, সুদূর ভবিষ্যতের দিকে দূরবীণ কষিয়া কাজ কর।

(২৭২)

সুস্মিত মুখের একটা স্নিগ্ধ হাসি অনেক সময়ে রাজ্যজয়ের কাজ করিয়া থাকে। প্রেমিক প্রাণের একটা সস্নেহ পরশ অনেক সময়ে লোহাকে সোণা করে। চিরকাল যাহাকে পরিচয়ের পরিধির বাহিরে রাখিয়াছ, তাহাকে চির-পরিচিতের ন্যায় সমাদর করিলে কখনও কখনও তাহার ভাবী ফল সহস্র সহস্র অপরিচিত শত্রুকে সহস্র সহস্র মিত্রে রূপান্তরিত করিয়া থাকে। যাহাদের প্রতিবেশি রূপে হাজার বছর বাস করিয়াছ, তাহাদিগকে ঘৃণা ছাড়া আর কিছু কখনও উপহার দিবার কথা মনের কোণেও ঠাঁই দাও নাই। কথাটা সত্য কিনা, তাহা বিচার করিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে।

(২৭৩)

নূতন জগতের নবীন ঊষা-প্রকাশ দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছে এই পুরাতন জগৎ। সেই নূতন জগৎ সৃষ্ট

হইবে তোমাদের প্রেমের বলে। সর্ব্বজয়ী প্রেমের নিরঙ্কুশ শক্তিতে তোমরা প্রবেশ করিবে দুর্গম হইতে দুর্গমতর পার্ব্বত্য অঞ্চলে, আরণ্য ভূমির ছায়ানিবিড় শান্তিনিকেতনে,—হিংস্র পশুকে করিবে বশ, খলস্বভাব শ্বাপদকে করিবে অনুরাগী, তীক্ষ্ণবিষ সর্পকে করিবে অনুগত। প্রেমের বলে ইহা হইবে, কৌশলের কৃতিত্বে নহে।

(২৭৪)

খিচুড়ী-লাবড়া অনেকেই খরচ করিয়াছেন কিন্তু নিজেদের প্রতিটি ক্ষুদ্র-বৃহৎ উৎসবায়োজনের মধ্য দিয়া ভাবী মানবকুলের জন্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সৃষ্টি করিয়া যাইতেছেন কয় জনে? নিজেদের উৎসবগুলির হৈ-হল্লার মাঝে মধ্যে মধ্যে একবার ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া এই কথাটী চিন্তা করিও।

(২৭৫)

আমি তোমাদের জন্য দিব্য যশের রাজমুকুট নিয়া আসিয়াছি, ভিক্ষুকের ভিক্ষাপাত্র নহে। অমৃত বিতরণ করিতে আমি আসিয়াছি, ঘরে ঘরে ক্ষুদের কণা কুড়াইতে নহে।

(২৭৬)

নিজ আদর্শকে বড় বলিয়া প্রচার করিবার জন্য অপরের আদর্শকে গালি দেওয়ার মানে হইতেছে, নিজের আদর্শের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস না থাকা। নিজের গুরুকে বড় করিবার জন্য যাহারা অপরের গুরুকে হেয় করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা সত্য সত্য নিজের গুরুর স্বকীয় শ্রেষ্ঠত্বে আস্থাবান্ নহে বলিয়াই অপর শ্রেষ্ঠকে হেয় করার চেষ্টা করে। এইরূপ কুকার্য্য হইতে তুমি বিরত থাকিও।

(২৭৭)

উত্তেজনা উত্তেজনার সৃষ্টি করে। ক্ষমা ক্ষমাকে উন্মেষিত করে। প্রেম প্রেমকে জাগায়। বৈর বৈরকে জন্মায়। সকলের প্রতি স্নিগ্ধস্বভাব হও, সকলকে প্রেম দাও।

(২৭৮)

সামান্য কাজটুকুকে সুন্দর করিয়া করিতে যাহাদের অরুচি, মহৎ ও বৃহৎ কাজকে সুন্দর করিয়া করিতে তাহারা কখনও সমর্থ হয় না। তোমরা কেহই যদি কোনও দিক দিয়া নিজেদের যোগ্যতা বর্দ্ধনে চেষ্টিত না হও, তবে তাহা বড়ই লজ্জার, বড়ই দুঃখের বিষয় হইবে।

(২৭৯)

তোমার ব্যয় অনাবশ্যক ব্যয় নহে, তোমার প্রয়াস অলীক প্রয়াস নহে, এই বিশ্বাস যদি তোমার সহকর্ম্মীদের মনে জাগাইতে পার, দেখিবে, শ্রমে বা অর্থে কোনও কাজেই ঠেকিবে না। যে কাজে বহুজনের সহযোগ প্রয়োজন, সে কাজে আগে বহুজনের আস্থা সৃষ্টি কর। ধাপ্পা-বাজী দিয়া আস্থাসৃষ্টি করা যায় না, আস্থা আসে সততা আর মমতার মধ্য দিয়া।

(২৮০)

তোমরা যে অকল্পনীয় অসম্ভবকেও সুসম্ভব করিতে পার, এই সত্য হইতে নিমেষের জন্য অন্তরের আস্থাকে স্খলিত হইতে দিও না। শক্তির তোমাদের কোথায় অভাব? আমি ত দেখিতেছি, অভাব কেবল আত্মবিশ্বাসের। এই একটী অভাব দূর করিতে পারিলেই তোমরা জগজ্জয়ী এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

(২৮১)

সময়ের বীজ অসময়ে বপন করিয়া কি করিয়া প্রত্যাশা

করিবে যে, ফসল পূরাই তুলিবে? সময় পার করিয়া দিলে যে আবহাওয়ারও বদল হইয়া যায়। দেহ মনকে অবসাদ-মুক্ত করিয়া তৎপরতা ও দুর্দ্দম তেজের সহিত সময়ের কাজ সময়ে কর। রাত দুপুরে প্রাতঃ-স্নান, দিন দুপুরে প্রাতর্ভ্রমণ, সন্ধ্যাকালে মাধ্যাহ্নিক ভোজন করিয়া কি কেহ শরীরের কাছ হইতে যোগ্য কাজ আদায় করিতে পারে? নিদ্রার সময়ে জাগরণ, জাগরণের সময়ে নিদ্রা, বাল্যকালে অতিশ্রম, পূর্ণ যৌবনে বিশ্রাম, বার্দ্ধক্যে বংশ-বৃদ্ধির চেষ্টা কি কখনও হিতকর হয়? মাত্র একটী কাজই আছে, যাহা সময়-অসময়ের মুখ চাহে না,—সকল সময়েই করা যায়। তাহা হইতেছে ভগবচ্চরণে আত্ম-নিবেদন। কিন্তু বর্ত্তমানকে বৃথায় যাইতে দিয়া কেবলই যদি প্রত্যাশায় থাক যে, ভবিষ্যতে এই পুণ্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে, তাহা হইলে সেই ধন্য পুণ্য ভবিষ্যৎ তোমার সম্মুখে কোনও দিনই হয়ত বর্ত্তমান রূপে আত্মপ্রকাশ করিবে না। ভগবানের সেবায় তনুমন দিবে ত' আজই দাও, এখনই দাও। এই কার্য্যে দেরী করিও না,— দেরী করিতে নাই।

(২৮২)

ক্ষুদ্রশক্তি মহতেরা ঐক্যবলে অভাবনীয় ইতিহাস রচনা করিবেন। তোমরা তাহাই। তোমাদের শক্তির ক্ষুদ্রতাকে উদ্বেগের কারণ বলিয়া গণনা করিও না। ঐক্যবদ্ধ হও, সকল উদ্বেগের মূলোৎখাত হইবে। ক্ষুদ্র যে কত বৃহৎ, তাহা ঐক্যের মধ্য দিয়া প্রতিভাত ও প্রমাণিত হয়। ঐক্য যে কত মহৎ তাহা ক্ষুদ্রদের মিলনের মধ্য দিয়া পরিস্ফুটিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্ষুদ্রকে বিশ্বাস কর, ঐক্যকেও বিশ্বাস কর। ঐক্যের বলে ক্ষুদ্রের ক্ষুদ্রত্ব-মোচন কর।

(২৮৩)

চিত্ত শুদ্ধ না হইলে মহৎ কার্য্যের আহ্বান শুনিয়া প্রাণে আবেগ কদাচিত সৃষ্ট হইয়া থাকে। এই জন্যই প্রতিজনকে বলি, বাহ্য আড়ম্বর কমাইয়া দিয়া প্রতিজনে প্রাণপণে সাধন করিতে থাক। সাধকেরই চিত্তে শুদ্ধি আসে, তাহার প্রাণেই মহান্ প্রস্তাব সাড়া জাগায়।

(২৮৪)

অপরকে না চটাইয়া নিজ মতবাদ প্রচারের যোগ্যতা তোমাদের প্রয়োজন। কাজে নামিয়া যদি কেবল শত্রু-বৃদ্ধিই হইতে থাকে, আসল কাজ করিবে কখন? স্বল্প সংঘাতের পথই সাধারণতঃ কৌশলী কর্ম্মীর পথ। বৃথা বিবাদ ও অপ্রত্যাশিত কলহ কর্ম্মের ক্ষতি করে।

(২৮৫)

যে কাজ তিন মাস পরে হইবে, তাহার জন্য প্রস্তুতি আজই সঙ্গত। কাজ যত বৃহৎ, পূর্ব্বপ্রস্তুতি তত অধিক পূর্ব্বে হওয়া প্রয়োজন। ছাত্রেরা পরীক্ষা দিবার এক বছর আগে হইতেই পড়া শুরু করে। মামলার বিচার শুরু হইবার অনেক আগেই উকিলেরা সাক্ষী সাবুদ তৈরী করে। বীজ বপনের সময় আসিবার কয়েক মাস আগেই চাষারা জমিতে লাঙ্গল দেয়। সকলেই পূর্ব্ব হইতে কাজের যোগাড়-যন্ত্রে তৎপর হয়। কেবল তোমাদেরই বেলা তাহার অন্যথা হইবে কেন?

(২৮৬)

সত্যিকারের প্রাণবান্ পুরুষেরা কোনও সঙ্ঘ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে জীবিত সঙ্ঘও মরিয়া যায়। অথবা পচনের হাত

হইতে নিজেদের রক্ষা করিবার জন্যই বুঝি ইহারা সরিয়া পড়ে। ইহার ফল দুই দিকেই ক্ষতিকর হয়। সুতরাং সঙ্ঘ গড়িয়া তার অগ্রগমনকে সর্ব্বদা পাপ ও অপরাধ হইতে মুক্ত রাখিতে চেষ্টা করিও। যেখানে পাপ নাই, সেখানেই মানুষ স্বাধীন ভাবে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারে। প্রতিজনে লক্ষ্য রাখ যেন, তোমাদের চিত্ত দিনের পর দিন অধিকতর পবিত্র হয় এবং তোমাদের সংস্পর্শ অপরের দেহ-মন-প্রাণকে পবিত্রতায় পরিষিক্ত করে। ব্যষ্টির প্রাণও পবিত্রতা, সঙ্ঘের প্রাণও পবিত্রতা। অপবিত্র ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয়কেই সমূলে বিনাশ করে।

(২৮৭)

নিজেকে সর্ব্বতোভাবে নিরপরাধ রাখিতে চেষ্টা কর। যে অপরের অমঙ্গল ভ্রমেও চাহে না, ভগবান্ নিজ হস্তে তাহার মঙ্গল সাধন করিয়া থাকেন। নিষ্পাপ নিষ্কলুষ অন্তরে নিজ কর্ত্তব্য করিয়া কৃতার্থ হও।

(২৮৮)

জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ পাইয়াছ, জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত চিনিয়াছ, এখন আর সাধনা ব্যতীত দ্বিতীয় কর্ত্তব্য তোমার কি আছে? সংসারের সকল কর্ত্তব্যকে এই বৃহত্তম কর্ত্তব্যের অনুকূল ও অধীন রাখিয়া পথ চল। অনুদিন ও অনুক্ষণ জীবনের পরম আদর্শকে আয়ত্ত করিবার জন্য শ্রম কর। মনুষ্য জীবন ধন্য ইহাতে হইবে, দীক্ষার মধ্যে যে নবজন্ম পাইয়াছ, তাহা ইহাতে সার্থক হইবে।

(২৮৯)

সাংসারিক অশান্তি তোমাকে দগ্ধ করিতেছে। কিন্তু জগতে তোমা অপেক্ষা অধিক বেদনাহত শত শত ব্যক্তি রহিয়াছেন।

তাঁহাদের বিষণ্ণ মুখের দিকে তাকাইয়া তুমি তোমার নিজ দুঃখকে সহ্য করিবার চেষ্টা করিও। দুঃখের প্রতিকারে চেষ্টা করিও। তুমি ইচ্ছা করিলেই তোমার সকল দুঃখের কারণ সমূলে উৎপাটন করিতে পার। কিন্তু চাই ক্রোধহীন, লোভহীন; দ্বেষহীন, প্রেমময়, মধুময় ইচ্ছা।

(২৯০)

সৎ যাহার ইচ্ছা, ভগবান্ তাহার সতত সহায়, ভগবান্ তাহার নিয়ত সঙ্গী। তুমি সর্ব্বশক্তি লইয়া পুনরায় চেষ্টা কর। বাধার প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া শত শত ব্যক্তি জীবনে কৃতিত্ব সঞ্চয় করিয়াছেন। তুমি বা কেন তাহা পারিবে না? আত্ম-শক্তিতে বিশ্বাস রাখ এবং পুনঃ পুনঃ সংগ্রাম-ক্ষেত্রে কেশরি-বিক্রমে ঝাঁপাইয়া পড়। নিজেকে উন্নত করিবার ব্যাপারে "করিব কিম্বা মরিব" ইহাই যাহার পণ, ভগবান্ স্বহস্তে তাহার গলে জয়মাল্য পরাইয়া দেন।

(২৯১)

"সুখ সুখ" বলিয়া কাঁদিলেই সুখ আসিবে না। বরং সুখের কথা যত ভুলিয়া থাকিবে, সুখ তত অধিক পরিমাণে আসিবে। সুখের তৃষ্ণাই সকল অসুখের প্রসূতি, সুখের বিস্মৃতিই সকল সুখের জননী।

(২৯২)

যাহাদের প্রতি বিশ্বাস ন্যস্ত করিয়াছ, তাহাদের অনেকের সম্পর্কে অনেক অভিযোগের কারণ ত' পদে পদেই ঘটিতে পারে। কিন্তু অভিযোগ শ্রবণ মাত্রই খপ্ করিয়া জ্বলিয়া না উঠিয়া সস্নেহ দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিকে তাকাইয়া আগে প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন কর। তাহার পরে সস্নেহ শাসনে অভিযোগের

কারণগুলিকে সমূলে উৎপাটিত কর। রূঢ়ও হইও না, প্রশ্রয়ও দিও না।

(২৯৩)

পরের মুখের গ্রাস জোর করিয়া কাড়িয়া লইয়া যে ভাবিতেছে, চিরকাল সে সুখে থাকিবে, সে ভ্রান্ত। নিজের মুখের গ্রাস ক্ষুধার্ত্ত আতুরের মুখে তুলিয়া দিয়া যে ভাবিতেছে, চিরকাল তার দুঃখেই কাটিবে, সেও ভ্রান্ত। নিজেকে বঞ্চিত না করিয়াও যে পরের ক্ষুধা নিবারণ করিতে পারে, সে কৌশলী। নিজেকে বঞ্চিত করিয়াও যে পরকে পেট ভরিয়া খাওয়ায় এবং প্রতিদানে এক কণা ধন্যবাদেরও প্রত্যাশা রাখে না, সেই নিষ্কাম ব্যক্তি যোগী এবং দেবতা।

(২৯৪)

রোগে, শোকে, সন্তাপে, বিপাকে সর্ব্বতোভাবে নিজের মনটীকে অবস্থার উর্দ্ধে রাখিতে চেষ্টা করিও। তাহা হইলেই দেখিবে, সুখে, সম্পদে, সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্যে নিজেকে নিজের আয়ত্তে রাখিতে বিন্দুমাত্রও বেগ পাইতে হইবে না।

(২৯৫)

যদি বলা যায়, তোমরা কর্ম্মী হিসাবে অযোগ্য, তাহা হইলে তোমাদের ক্রোধ হয়। কিন্তু কোনও উপদেশ দিলে তাহা পালন করিবার চেষ্টার আগে তাহার অর্থ বুঝিয়াছ কিনা জিজ্ঞাসা করিলে একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া যাও। নির্দ্দেশ বুঝিবে না অথচ কাজ করিবে, ইহা মারাত্মক দোষ।

(২৯৬)

প্রতীক্ষা প্রেমকে নিবিড় করে, গভীর করে। বিরহ মিলনকে মধুর করে।

(২৯৭)

শূদ্র কি চিরকাল শূদ্র রহিবে? পাপী কি চিরকাল পাপী থাকিবে? নরকের কীট কি কখনও কলুষ-পল্বল হইতে মাথা উঁচু করিয়া তুলিয়া দেবতার স্বর্গের অপরূপ দৃশ্য দেখিবে না? ইন্দ্রিয়ের জগৎ হইতে মানুষের মন কি কখনও অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির দিকে ধাবিত হইবে না? তুচ্ছাতিতুচ্ছ কীটাণুকীটকে দেবতার সম্মান দিবার দিন আসিয়াছে। একথা বিশ্বাস কর।

(২৯৮)

তুমি যখন মহৎ হইয়া জগতের সমক্ষে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইবে, তখন ভুলিয়া যাইও না যে, লক্ষ লক্ষ সাধারণ লোক পিছন হইতে তোমাকে কত না সহায়তা করিয়াছিল। একার চেষ্টায় নীচ, পতিত, অধম হওয়া যায়। মহৎ হওয়া যায় না। তুমি যখন মহৎ হইতে চাহিয়াছিলে তখন তোমার আদর্শবাদে মুগ্ধ হইয়া সহস্র জন সহস্র দিক হইতে জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে তোমার অগ্রগমন বাড়াইয়া দিয়াছে। তুমি তাহাদের নিকটে চিরঋণী।

(২৯৯)

স্বল্প প্রতিরোধের পথ ধরিয়া কাজ চালাও। তাহাতে অকাজের আবির্ভাব কম ঘটিবে। তবে, কাজে নামিয়া যদি দেখ যে, মহৎ ব্রত উদযাপনের পথে বিপুল বাধাই আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন তুমি পিছপা হইয়া যাইও না। বৃথা বাধা যাচিয়া নেওয়া যেমন মূর্খতা, বাধা দেখিয়া হঠিয়া যাওয়া তেমনই কাপুরুষতা।

(৩০০)

কাজ ধরিয়া সুদীর্ঘ প্রযত্নে ধৈর্য্যের সহিত সেই কাজে লাগিয়া

থাকিতে হয়। কর্ম্মে সাফল্য লাভের ইহা একটা প্রধান সর্ত্ত। বৃহৎ কর্ম্মকে স্বল্প সময়ের মধ্যে সম্পাদন করিবার কৌশলটুকু আয়ত্ত করিবার জন্যও এক যুগ ব্যাপিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে হয়। কাজে হাত লাগাইয়াই সরিয়া আসা, কাজ ধরিয়াই ছাড়িয়া দেওয়া, একটা মানসিক ব্যাধি। যখনই যে কাজ ধর, সাফল্যের চূড়ান্ত পর্য্যায়ে তাহাকে পৌঁছাইবার আগে আর থামিবে না।

(৩০১)

যাহার লক্ষ্য মহৎ, তাহার মনে কেন আবার পরাজয়ের ভয় থাকিবে? পরাজয় তাহাকে দেখিয়া পলায়ন করুক।

(৩০২)

সতর্কতা ভাল কিন্তু ভয় ভাল নহে। ভয়কে জয় কর। সতর্কতার একটী সীমা আছে, যাহা অতিক্রম করিলে ভয় আসে। ভয়ের একটা সীমা আছে, যাহা হইতে পিছাইয়া আসিলেই সতর্ক হওয়া হয়। বস্তুতঃ সতর্কতা আর ভয় কতকটা একই বস্তু। সতর্কতা আশঙ্কার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং আত্মরক্ষার শক্তি দেয়। ভয় আতঙ্কে অধীর করে এবং আত্মরক্ষার শক্তি হরণ করে। মনের কোনও বৃত্তিকেই তোমার শক্তি হরণ করিতে দিও না।

(৩০৩)

মহতী শক্তি অন্তরের নিষ্ঠা, প্রচণ্ড বীর্য্য, অকপট বিশ্বাস। নিষ্ঠা সহকারে বিশ্বাস লইয়া আদর্শের সেবা কর। তোমার জগজ্জয় কে আটকাইয়া রাখিবে?

(৩০৪)

লোক দেখাইবার জন্য ব্রতাচরণ করিও না। ব্রতাচরণের একমাত্র উদ্দেশ্য হউক শক্তিসংগ্রহ।

(৩০৫)

জগতের জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে বড় বড় পণ্ডিতেরা আতঙ্কে অধীর হইয়াছেন। লোক বাড়িলে খাবার মিলিবে কোথা হইতে? মানুষ যে হারে বাড়িতেছে, জমি ত' সেই হারে বাড়িতেছে না! শস্য ত' সেই হারে বাড়িতেছে না! যুক্তি অকাট্য। কিন্তু জনসংখ্যা কমিলেই কি জগতে শান্তি আসিবে? সেই স্বল্পসংখ্যক মানুষগুলি ভোগের তৃষ্ণায় অন্ধ হইয়া একে অন্যকে হননে উদ্যত হইবে না, তাহার স্থিরতা কি? সংখ্যায় বেশী হইলে যে মানুষ আহার্য্য না পাইয়া নিঃশেষ হইবে, সংখ্যা কমাইবার পরেও কি তাহারা সৎ মানুষ হইবে? সুজনের বৃদ্ধিতে ভয় নাই, কারণ, সুজনেরা পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করিবার জন্য সমভাবে চেষ্টা করিবে। জগতের লোক সংখ্যা কমাইতে পার, কমাও, কিন্তু দুর্জ্জনের সৃষ্টি যদি বন্ধ করিতে না পার, তাহা হইলে অল্প কয়েকটি দুর্জ্জনই সমগ্র জগতের যাবতীয় সৃষ্টিকে বিনাশ করিয়া দিবার পক্ষে যথেষ্ট। সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধির চিন্তা অপেক্ষা জগতের মহত্তর চিন্তা হওয়া উচিত সুজনবৃদ্ধি ও দুর্জ্জন-বিলয় সম্ভব করার উপায় সম্পর্কে।

(৩০৬)

গৌরব কর আহরণ তোমার জীবনের পথ-পরিক্রমায়, সৌরভ কর সঞ্চয় তোমার জীবনের সাধনানুশীলনে। দিগ্‌দিগন্ত পূর্ণ কর অভয়, অকুণ্ঠ, অসীম আনন্দে। জগতের আতঙ্ক হইয়া নহে, জগতের আনন্দ হইয়া কর সর্ব্বত্র সঞ্চরণ।

(৩০৭)

বিপত্তি যতই বিষম হইবে, ততই অধিকতর আগ্রহ লইয়া ভগবচ্চরণে লগ্ন হইবে। ভগবানকে আশ্রয় করা কাপুরুষতা

নহে, বরং ইহাই প্রকৃত বীরত্ব। শিশু বিপদে পড়িলে মাতৃক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িবে না ত' কোথায় যাইবে? মাতৃকোল যে তাহার সকল বলের উৎস।

(৩০৮)

লক্ষ লোক যদি এক মন, একপ্রাণ হইয়া একটী মহৎ সঙ্কল্প গ্রহণ করে, তবে তাহার সাফল্যকে প্রতিরুদ্ধ করিবার শক্তি জগতে কাহার আছে? একটী মানুষকেও ক্ষুদ্র জ্ঞান করিয়া অবহেলা করিও না। একটী একটী করিয়া ক্ষুদ্র বৃহৎ শত শত লোককে বুকের কাছে টানিয়া নিতে থাক। দেখিও, লক্ষ লোকের সম্মেলন ও ঐক্যবদ্ধ উন্নতির অনুশীলন কঠিন কার্য্য হইবে না।

(৩০৯)

সভ্যতা, সাধনা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টি রক্ষার নাম করিয়া জগতে বর্ব্বরতারই অনুশীলন অধিক পরিমাণে হইতেছে। তোমরা মানুষের ভিতরের দেবতাকে জাগাইবার জন্য সেবকের বৃত্তি গ্রহণ কর। অকপটে মানব-সেবক নিজ নিষ্কাম হিতৈষণার দ্বারা সভ্যতার ছদ্মবেশে বর্ব্বরতার উদ্দাম অভিযানকে অনায়াসে ঠেকাইয়া দিবে।

(৩১০)

নিজ প্রিয়জনকে সকলেই পৃথিবীর সকলের চেয়ে সুন্দর বলিয়া মনে করিয়া থাকে কিন্তু তাহার জন্য জগতের অপর সুশ্রী মানবমানবীদের কুৎসিত বলিয়া গালি দিবার প্রয়োজন হয় না। নিজের গুরুকে সকলেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকে কিন্তু তাহার জন্য অন্যের গুরুকে হেয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টায় সার্থকতা কি?

(৩১১)

যে তোমার কাছে যাহা প্রত্যাশা করে, তাহাকে তাহা দিবার চেষ্টা সঙ্গত। অবশ্য, সঙ্গত প্রত্যাশাই পূরণ করিতে পার, অসঙ্গত প্রত্যাশা নহে। রমণীর সতীত্ব-ধনে যদি কাহারও লোভ থাকে, তবে সেই পাপ-প্রত্যাশা কেহ পূরণ করিতে পারে না। তোমার অনিষ্ট সাধন যদি কাহারও প্রত্যাশা হয়, তবে তাহার সেই অন্যায় প্রত্যাশায় কি করিয়া সায় দিবে? সৎ, সঙ্গত, পাপলেশবর্জ্জিত, স্বচ্ছ যাহার প্রত্যাশা তাহার প্রত্যাশা পূরণের চেষ্টা না করিলেই প্রত্যবায় হয়। অন্য প্রত্যাশাকে পদদলিত করিলে পাপ নাই।

(৩১২)

অনুগ্রহই যদি পাইতে চাহ, সকলের চেয়ে যিনি বড় একমাত্র তাঁরই অনুগ্রহ চাও। ছোট'রও ছোটদের কাছে অনুগ্রহের কাঙ্গাল কেন হইবে?

(৩১৩)

সৎ যাহার আকাঙ্ক্ষা, পরমেশ্বর তাহার সহায়। এই কথাটা কেবল কথার কথাই নহে। ইহা পরম সত্য। সদাকাঙ্ক্ষা লইয়া কিছুকাল পথ চলিয়া দেখ, হাতে হাতে প্রমাণ পাইবে।

(৩১৪)

পুরুষ-সিংহেরা কখনও বিপদে মুসড়িয়া পড়ে না। অন্তর হইতে দুর্ব্বলতা দূর কর। ঈশ্বরে বিশ্বাস কর আর দৃঢ়তার পদবিক্ষেপে জীবনের পথ চল। বিপর্য্যয় আসিতে পারে, কিন্তু তুমি কেন বিপর্য্যস্ত হইবে? সর্ব্বনাশ তোমার বীরবিক্রম দেখিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করুক।

(৩১৫)

শত হস্ত একই কাজ করুক, শত কণ্ঠ একই কথা বলুক, শত মন একই চিন্তা করুক, শত বুদ্ধি একই দিকে পরিচালিত হউক। মহৎ ও বৃহৎ সাফল্য তবে ত' আসিবে। তোমাদের কাজ ধীরতা ও দৃঢ়তার সহিত সুদীর্ঘ প্রযত্নে নিয়মিত চলিতে থাকা উচিত। সুফল ও সাফল্য তবেই আশা করিতে পার। যাহার মুখের কথায় কাজ হয়, সে নিঃশব্দ থাকিও না। যাহার বাহুতে বল আছে সে নিষ্কর্ম্মা থাকিও না। যাহার মাথায় মগজ আছে, সে কাজের বুদ্ধি বাহির করিবার চেষ্টায় লাগিয়া যাও।

(৩১৬)

বীরের মত দুঃখের সহিত সংগ্রাম কর। নিজেকে দুর্ব্বল হইতে দিও না। সংগ্রাম-বিমুখতাই দুর্ব্বলতা আর দুর্ব্বলতাই পাপ। যাচিয়া যুদ্ধ চাহিও না কিন্তু যুদ্ধ লাগিলে হার স্বীকারও করিও না। কিছুতেই যে পরাজয় স্বীকার করে না, তাহার জয় অবধারিত। ক্ষণিকের পরাজয়কে পরাজয় বলিয়া মানিও না। ক্ষণিকের দুর্ব্বলতাকে সবল মুষ্টিতে চূর্ণ কর। তুমি বীর, তোমার অসাধ্য কোন্ কাজ আছে?

(৩১৭)

ইন্দ্রিয় যখন প্রবল হইয়া উঠিবে, তখন তোমার সর্ব্বেন্দ্রিয়ে অতীন্দ্রিয় পরমেশ্বরের পুণ্য উপস্থিতি চিন্তা করিতে থাকিও। দেখিবে, চঞ্চল ইন্দ্রিয় শান্ত হইয়াছে, উত্তেজিত বৃত্তি স্থির হইয়াছে, উচ্ছ্বসিত পাপাবেগ বিগলিত ভগবৎ-প্রেম-ধারায় রূপান্তরিত হইয়াছে। সর্ব্বশক্তি দিয়া পরমেশ্বরে বিশ্বাস কর। বিশ্বাসের

গভীরতা তোমার ভগবচ্চিন্তাকে ক্ষীরবৎ প্রগাঢ় ও সমুদ্রবৎ অতলস্পর্শ করিবে। রিপুজয়ের ইহা প্রকৃষ্টতম পন্থা।

(৩১৮)

তোমার ইন্দ্রিয়-নিচয় যখন প্রবল হইয়া উঠিবে, তখন আত্মরক্ষার জন্য অন্য আশ্রয় না খুঁজিয়া সর্ব্বাত্মরাত্মা সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বভূতাশ্রয় পরমেশ্বরের আশ্রয় নিবে। তিনি যেমন বিচিত্র, তাঁর ক্রোড়ে আশ্রয় নিবার পন্থাও তেমন বিচিত্র। তোমার সর্ব্বেন্দ্রিয়ে তাঁহার স্থিতি চিন্তা করিতে থাকিবে। তোমার প্রতি ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্র হইয়া, অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইয়া তিনিই করিতেছেন বাস, এই ভাবনায় নিমগ্ন হইবে। তিনিই তোমাতে উত্তেজনার রূপ ধরিয়া বাস্তব্য করিতেছেন, তিনিই তোমাতে ইন্দ্রিয়ের রূপ ধরিয়া লগ্ন হইয়া রহিয়াছেন, তিনিই তোমার প্রবল ইন্দ্রিয়-লালসার মধ্যে তাঁহার প্রেম-করুণ বিমল মুখচ্ছবি প্রদর্শন করিতে চাহিতেছেন। কামের কুয়াসার পিছন হইতে সেই জ্যোতির্ম্ময় মুখখানা দেখিবার প্রয়াস পাইতে থাক। মাটির পিণ্ড মানুষের শরীরে প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে যিনি নানা বাসনা নানা কামনার রূপ ধরিয়া বিরাজ করিতেছেন বলিয়া তোমার এত উদ্বেগ ও এত অশান্তি, তিনি দেখিতে না দেখিতে সর্ব্বাভীষ্টপ্রপূরক বিশ্ববাঞ্ছা-কল্পতরু হইয়া হাতে ধরিয়া তোমাকে তোমার সকল সঙ্কটে উত্তরণ করাইয়া দিবেন।

(৩১৯)

স্ত্রীজাতিতে মাতৃভাব স্থাপনের সুফলের বর্ণনা অসম্ভব। কারণ, ইহা আকাশবৎ মহৎ এবং সমুদ্রবৎ বিশাল। তথাপি কৌশলে কাজ সারিবার ইঙ্গিত-স্বরূপে তোমাকে বলিতে চাহি যে,

স্ত্রীজাতিতে মাতৃভাব স্থাপনের চেষ্টা হইতেও নিজেতে সন্তান-ভাব স্থাপন সহজতর। নিজেকে সন্তান-বৎ শিশুবৎ সরল করিয়া নিতে পারিলে মাতৃ-জাতির রূপ, যৌবন বা পাঞ্চভৌতিক আকর্ষণ মনের মধ্যে বিচলন সৃষ্টি করিতে পারে না। যে সন্তান হইতে পারিয়াছে, তাহার ভয় ডর সব দূর হইয়া গিয়াছে।

(৩২০)

প্রতিবেশী বা বন্ধুরা কেহ নাস্তিক কেহ বা সাধু-সজ্জন-বিদ্বেষী বলিয়া তোমার ভাবিবার কিছু নাই। ইহাদের হাসি-ঠাট্টা টিটকারীতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইও না। ইহাদের অধিকাংশই একদিন ঠিক সেইখানেই আসিয়া আশ্রয় নিবে, যেখানে মাথা নোয়াইয়া তুমি শান্তি পাইয়াছ। ইহাদের সহিত বাক্‌যুদ্ধে অগ্রসর হইও না। মনে মনে মঙ্গলময়ের চরণে ইহাদের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিও। মৃদু হাসিতে ইহাদের কথার জবাব দিও, তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে নহে।

(৩২১)

নিয়ত পবিত্র থাকিবার উপায় নিজেকে ঈশ্বর-চরণে সমর্পণ করা। তাঁর হইয়া দিবারাত্র তাঁরই কাজ কর। তাঁরই প্রয়োজনে তাঁরই তৃপ্তিসাধনে তাঁর দেওয়া দেহ-মন-প্রাণের বিনিয়োগ কর। দেখিবে, কর্ম্ম করিয়াও লিপ্ত হইবে না, মলিন হইবে না, ক্লান্ত হইবে না। এমন কৌশল জানা থাকিতেও তোমরা যে নিজের স্বার্থের জন্য কাজ কর, তাহা ভাবিতে আমার অবাক্ লাগে।

(৩২২)

সংযম ও ব্রহ্মচর্য্য মহাশক্তির উৎস। মঙ্গলময় শ্রীভগবানের কাজের জন্য প্রস্তুত হইবার জন্যই এই দুইটীর অনুশীলন করিবে।

নিয়ত ভগবানের নিকটে প্রার্থনা কর, তিনি যেন তোমাকে কর্ণের সহজাত কবচ-কুণ্ডলের ন্যায় সহজাত ব্রহ্মচর্য্য প্রদান করেন।

(৩২৩)

অমুককে ধরিলে বড় পদ পাইবে, তমুককে খোসামুদি করিলে উন্নতি হইবে,—এসব নিতান্ত গ্রাম্য বুদ্ধি। নিজের যোগ্যতা বৃদ্ধির মধ্য দিয়া যে উন্নতি, তাহাই উন্নতি। অন্যরূপ উন্নতি অবনতির নামান্তর।

(৩২৪)

আমি ত' প্রার্থনা জানাইলাম, সর্ব্ব বিপদ তোমার দূর হইয়া যাউক। তুমি কি তোমার সর্ব্বশক্তিকে বিশ্ববিঘ্ন পদাহত করিবার জন্য প্রয়োগ করিবে না? ঐশ্বরিকী শক্তি তোমাকে সাহায্য করিবার জন্য আসিয়াছে বলিয়াই কি অলস-নিদ্রায় অচেতন হইবার অধিকার তোমার জন্মিয়াছে?

(৩২৫)

গঙ্গা-তীরে বাস করিয়া লোকে গঙ্গা-জলের মহিমা উপলব্ধি করে না, অথচ হাজার মাইল দূরের লোক গঙ্গা-স্নান করিবার জন্য কত ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া আসে। নিয়ত শ্রীভগবানের মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে অবস্থান করিয়াও লোকে তাঁহার উপস্থিতি উপলব্ধি করিতে পারে না, আর ইট, কাঠ, পাথরের মধ্যে ভগবান্ আছে শুনিয়া ছুটিয়া সেখানে প্রণতি করিতে যায়। নিয়ত বায়ু-সমুদ্রে ডুবিয়া থাকিয়াও মানুষ বায়ুকে দেখে না, চিনে না। চক্ষু তোমার অতীব নিকটবর্ত্তী ইন্দ্রিয়, কিন্তু ইহাকে কখনও দেখিতে পাও না। বিচিত্র নহে কি?

(৩২৬)

যে ধীর, সেই বীর। যে বীর, সে ধীর হয়, চঞ্চলতা তার থাকে না।

(৩২৭)

সাময়িক কিছুকাল নানা কাজে তোমরা প্রচলিত পথের পথিকদের কাছে বাধা পাইতে পার কিন্তু অচিরকাল মধ্যে তোমাদের আচরিত ও প্রবর্ত্তিত নূতন বিধিই পুনরায় চিরপ্রচলিত প্রথার সম্মান পাইবে। সুতরাং নিজ আদর্শে লাগিয়া থাকাই সর্ব্বোত্তম পন্থা।

(৩২৯)

দুঃখের পর দুঃখ কেবল আসিতেছে। সমুদ্র-তরঙ্গের যেন আর বিরাম নাই। কিন্তু এই অবস্থাতেও তোমাদিগকে ভগবানের চরণেই সর্ব্বশক্তি সর্ব্বমন লইয়া লাগিয়া থাকিতে হইবে। নির্ভর যে করে, নির্ভয় সেই হয়। নির্ভয় যে হয়, দুঃখ তারই দূর হয়।

(৩৩০)

নিজেরা কর্ত্তা সাজিতে গেলেই অশান্তি। সেবক সাজিয়া কাজ করিলে কাজও ভাল হয়, চিত্তেও আত্মপ্রসাদ আসে। আত্মপ্রসাদের দাম কোটি কোটি মুদ্রার অপেক্ষা বেশী। তোমরা প্রকৃত সম্পদ আহরণের জন্য চেষ্টিত হইও, বৃথা কর্ত্তাগিরি করিতে গিয়া পদে পদে হতবুদ্ধি হইও না।

(৩৩১)

একটা কথা মনে রাখিও। পরিণামে সত্যই জয়ী হইবে, মিথ্যার পরিণতি ধ্বংসে ও পরাজয়ে। তুমি যদি সত্যকে আশ্রয় করিয়া চল, তাহা হইলে চতুর্দ্দিক হইতে শত শত বাহু তোমাকে

সাহায্য করিবার জন্য ছুটিয়া আসিবে। নিঃস্বার্থ জীবহিত যাহার লক্ষ্য, ভগবান্ নিজ হাতে তাহার সকল প্রয়োজন মিটাইয়া দেন। ইহা কাব্যের কাহিনী নহে, দর্শনের জল্পনা নহে, ইহা সত্য। সেবার বুদ্ধি লইয়া চল, সহযোগের অভাব হইবে না।

(৩৩২)

লোকে যে বোঝে না, ইহা তাহাদের দোষের নহে। তোমরা যে বুঝাইতে পার না, ইহা তোমাদেরই দোষ। যতক্ষণ লোকে কথাটা না বোঝে, ততক্ষণ তোমরা বুঝাইবার চেষ্টা ত্যাগ করিও না। অধীরতা আত্ম-অবিশ্বাসেরই নামান্তর। নিজের শক্তিতে বিশ্বাস কর।

(৩৩৩)

পরমেশ্বরের চরণে নিজেকে যে সমর্পণ করে, পরমঙ্গলময় প্রভু নিজেই তাহার সকল ভার গ্রহণ করেন। তোমার জীবন ভগবানের জন্য, মরণ ভগবানের জন্য, সুখ ভগবানের জন্য, অসুখ ভগবানের জন্য, চেষ্টা ভগবানের জন্য, বিশ্রাম ভগবানের জন্য হউক। সবই যদি ভগবানের জন্য হয়, তাহা হইলে ভগবান্ নিজের গরজেই ত' যাহাতে মঙ্গল হইবে, তাহা করিবেন। সংসারে দুঃখ দেখিয়া সংসারকে শত্রু ভাবিও না। ভগবানই দুঃখের রূপ ধরিয়া তোমাকে তাঁহার প্রিয় সঙ্গ দিতে আসেন। তিনি বহুরূপী,—কখনও তিনি সুখ, কখনও তিনি দুঃখ, কিন্তু অনন্ত অনবধি কাল ধরিয়া তিনি সুখ ও দুঃখের অতীত আনন্দ।

(৩৩৪)

বিপদে পড়িয়া ভগবান্‌কে অনুযোগ না দিয়া তাঁর প্রতি অন্তরের যে গভীরতম প্রেম-নিবেদন, তাহাই প্রকৃত-ভক্তের

লক্ষণ। কোনও বিপদে আত্মহারা হইও না, ভগবানের প্রেমময়ত্বে অবিশ্বাসীও হইও না। প্রেম বিশ্বাসকে প্রগাঢ় করে, বিশ্বাস প্রেমকে প্রগাঢ় করে। বিশ্বাস দেয় পথে পরিচালনা, প্রেম দেয় সর্ব্বতোভাবে মিলন। তোমরা প্রেমিক হও।

(৩৩৫)

আমি দুর্ব্বলের মধ্যেও বলের উৎস দেখিতেছি, দরিদ্রের মধ্যে সম্পদের হিমাচল লক্ষ্য করিতেছি, অবজ্ঞাতদের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ কুলীনকে চিনিতেছি। ইহা জাগরণের যুগ—কুম্ভকর্ণের অতিনিদ্রার তামসিক যুগ নহে। তোমরা সকল ছোটদের মহত্ত্বে বিশ্বাস কর, তাহাদিগকে ভালবাসিয়া তাহাদের অন্তরের দেবত্বকে জাগরিত করিবার মহাকার্য্যে লাগিয়া যাও। আমি যাহা চাহি, তাহা একটা ব্যক্তির বা নির্দ্দিষ্ট একটা গোষ্ঠীর নহে। আমি চাহি নিখিল বিশ্বের সর্ব্বজনীন জাগরণ।

(৩৩৬)

বিনয়নম্র সৎ-স্বভাব ও কর্ম্মদীপ্ত জাগরণ একটা আধারের মধ্যে দুর্ল্লভ হইলেও এই দুইয়ের মিলন দেবত্বের প্রকট লক্ষণ। তোমরা প্রত্যেকে দেবতা হও। রুক্ষ স্বভাব দানবের। আলস্য তামসিক পশুর।

(৩৩৭)

লোকের কাছে বাহবা পাইবার জন্য ভিন্নমতের, ভিন্ন পথের, ভিন্ন ভিন্ন আদর্শের লোকদের সহিত নিজ নিষ্ঠার হানি করিয়াও অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করার চেষ্টা অনেকের পক্ষেই পরিণামে আত্মহত্যার তুল্য হইয়াছে।

(৩৩৮)

তোমার উপকারে আমারই উপকার, তোমার উন্নতিতে আমারই উন্নতি। কারণ, তোমার ভিতরে আমি আমাকে দেখিতে পাইয়াছি। তোমার ভিতরে আমি আছি বলিয়াই তুমি আমার প্রিয়। তোমার আত্মা আমার আত্মার অংশ বলিয়াই তুমি আমার আত্মীয়।

(৩৩৯)

রোগ, শোক, দারিদ্র্য তোমাদের চারিদিক ঘিরিয়া ধরিয়াছে বলিয়া হতাশ হইয়া পড়িও না। দুঃখের মধ্য দিয়াই দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইতে হয়। মন হইতে সকল দুর্ব্বলতা ঝাড়িয়া ফেল।

(৩৪০)

যে যেই ব্রতে একনিষ্ঠ হইয়াছে, তাহা যদি কাহারও অমঙ্গল উদ্দেশ্যে না হইয়া থাকে, তবে তাহাকে তাহার ব্রতের বিরুদ্ধ যুক্তি শুনাইয়া ক্লিষ্ট করিও না। অপরকে তাহার সাধনা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা দ্বারা তুমিই ত' অতর্কিতে তোমার নিজ সাধন-নিষ্ঠা হইতে হঠাৎ ভ্রষ্ট হইয়া যাইতে পার। পরের চরকায় তেল দেওয়ার অভ্যাস যত কমাইবে, ততই তোমার আত্মনিষ্ঠায় হানি-সম্ভাবনা কমিতে থাকিবে।

(৩৪১)

আজ যাহা কঠিন, কাল তাহা সহজ হইবে। আজ যাহা অকল্পনীয়, কাল তাহা বাস্তবে রূপায়িত হইবে। আজ যাহা কবির কল্পনা বা অলসের জল্পনা, কাল তাহা চাক্ষুষ সত্যে পরিণত হইবে। এই বিশ্বাস নিয়া কাজ করিও। তাহা হইলেই পরাজয়-সম্ভাবনা তোমাকে দেখিয়া দূরে পলাইবে।

(৩৪২)

নেতা যখন মহৎ সঙ্কল্পে আরূঢ় হইয়া কাজে নামেন, তাঁহার সহকারীরা যদি তখন তাঁহার পরিকল্পনার গুরুত্ব অনুধাবন করিতে না পারে বা না চাহে, তাহা হইলে নেতার কর্ত্তব্য সহকারীদের সম্পর্ক বর্জ্জন করিয়া একক চেষ্টায় নিঃসঙ্গ বিক্রমে ক্রমশঃ অগ্রসর হওয়া। যাহারা কথা বুঝিবে না, তাহাদের প্রত্যাশা কেন করিবে? বুঝাইতে চেষ্টা করিতে পার কিন্তু যাহারা কিছুতে বুঝিতে চাহিবে না, তাহাদের ভরসায় না থাকাই ত' ভাল। মিথ্যা ভরসা অনেক সময়ে অনেক অকারণ ব্যর্থতার হেতু হইয়াছে। ইহা ঐতিহাসিক সত্য।

(৩৪৩)

জনসেবার নাম করিয়া যাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিতেছ, লক্ষ্য রাখিও নানা ছল-ছুতার মধ্য দিয়া তাহাদের উপরে প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া কতকগুলি নূতন ক্রীতদাস সৃষ্টি করিবার গোপন আয়োজনই যেন শেষ পর্য্যন্ত করিয়া না বস। যাহাকে তোমার মত দিবে, পথ দিবে, ধর্ম্ম দিবে, দর্শনশাস্ত্র দিবে, তাহাকে মুক্ত পুরুষে পরিণত করাই তোমার লক্ষ্য হউক। দাসত্বের নিগড়ে বাঁধিয়া বাঁধিয়া অশেষ জটিলতায় আর অসীম পঙ্কিলতায় কোনও মানবাত্মাকে নিপাতিত করিবার অধিকার তোমার নাই। নূতন দাসত্ব সৃষ্টি করিবার জন্য নহে, বদ্ধ মানবাত্মার মুক্তি-বিধানের জন্যই তোমাদের যাবতীয় ধর্ম্মাভিযান, সকল কর্ম্মায়োজন।

(৩৪৪)

মানুষকে উন্নত জীবনের সন্ধান দেওয়া এক সুমহতী সেবা। উজ্জ্বল জীবন-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া উদ্দাম গতিতে অগ্রগমনের

পথে তাহাদিগকে প্রধাবিত হইবার উৎসাহ দান এক সুমহৎ কৃতিত্ব। সকল মানুষ সকল মানুষকে মহৎ হইতে, উন্নত হইতে, অভ্যুদয় লাভ করিতে সাহায্য করুক। যে সমাজে প্রত্যেকে প্রত্যেককে পূর্ণতা দিতে আগ্রহী, তাহাই দেব-মানবের সমাজ।

(৩৪৫)

যাহাদের মধ্যে নানা দোষ আছে দেখিয়া মনে মনে সঙ্কুচিত হইতেছ বা ভয় পাইতেছ, কিছুদিন কাজ করিবার পরে এমন হওয়াও বিচিত্র নহে যে, তাহারা সর্ব্বদোষ হইতে প্রমুক্ত হইয়া গিয়াছে। সৎকর্ম্মে আত্মদানের ইহাই এক চমৎকার পরিণতি যে, অপূর্ণ পূর্ণ হয়, অযোগ্য যোগ্য হয়, অনিপুণ নিপুণ হয়, অনর্হ শ্লাঘ্য হয়। আজ যাহাদিগকে নিতান্ত পরাঙ্মুখ দেখিতেছ, কাল তাহারা সর্ব্বকর্ম্মের পুরোভাগে কি দাঁড়াইতে পারে না?

(৩৪৬)

মহৎ কাজ করিতে অনেক টাকার প্রয়োজন হয় না, প্রয়োজন হয় মহৎ মনের।

(৩৪৭)

প্রেম সহকারে সর্ব্বকার্য্যে হাত বাড়াও। প্রেম নিয়া যে কাজ করে, সে অতীতের ক্ষুদ্র তুচ্ছ দুঃখ মনে করিয়া বসিয়া থাকে না। তোমার ভিতরের সদ্‌গুণগুলিকে প্রেমের শক্তিতে প্রধান করিয়া তোল, অবগুণ-সমূহকে অবহেলায় শুকাইয়া মরিতে দাও। হীন, নীচ, সঙ্কীর্ণ চিন্তাগুলিকে উপবাসে ক্ষীণ কর, তাহারা না খাইয়া না খাইয়া মরিয়া যাউক।

(৩৪৮)

যাহাদের সেবা করিবে, তাহাদের প্রতি প্রয়োজন হইতেছে উদার, উন্মুক্ত, অবাধ, অনন্ত প্রেমের। ভিতরে ভিতরে যাহাদিগকে

ঘৃণা করিবে, তাহাদের সেবা করিবার অধিকার তোমার কোথায়? তাহারা যদি নীচ হইয়া থাকে, তাহাদের নীচত্ব দূর করিবার জন্য সহানুভূতিপূর্ণ চেষ্টা চালাইতে পার, কিন্তু ঘৃণা তাহাদিগকে করিতে পার না। সেবা পরকে আপন করে, ঘৃণা আপনকে পর করে।

(৩৪৯)

বড়রা বড় কাজে কমই আসে। ছোটদের দ্বারাই চিরকাল বড় কাজ সম্পন্ন হইয়াছে। বড়দের আত্মাভিমান তাহাদের কাজে আসার বাধা। ছোটদের অভিমানহীনতা তাহাদিগকে সর্ব্বকার্য্যে দুর্জ্জয় করে।

(৩৫০)

এই ভ্রান্ত ধারণাকে মন হইতে দূর করিয়া দাও যে, মানুষের সেবা পাইবার জন্য তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ। সেবা দিতেই আসিয়াছ, সেবা পাইতে নহে। সেবা দিয়াই তুমি কৃতার্থ হও, সেবা পাইবার লালচ রাখিও না।

(৩৫১)

সদয় বাক্য, সস্নেহ দৃষ্টি, সপ্রেম ব্যবহার, সহৃদয় সেবা জগতের কোন্ অসাধ্যকে সাধন করিতে না পারে?

(৩৫২)

ত্যাগ চিত্তকে শুদ্ধ করে। শুদ্ধ চিত্ত ভগবানের প্রিয় বাসভূমি। দান মনকে বাসনার পাশ হইতে মুক্ত করে, বাসনাহীন মন সৎসঙ্কল্প সাধনের শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র। সেবা মনকে শুভ্র করে। শুভ্র মনই দেবপূজার শ্রেষ্ঠ উপচার।

(৩৫৩)

একটু একটু করিয়া কাজ প্রতিদিনই করিতে থাক। বৎসরান্তে দেখিবে, তাহাই মিলিয়া এক প্রকাণ্ড রাজসূয়-যজ্ঞে পরিণত হইবে।

(৩৫৪)

নিজ অন্তরে ধর্ম্মকে সুপ্রতিষ্ঠা দিতে না পারিলে বাহিরের লোকের অন্তরে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে না। ভাণই হইবে, ভাব জমিবে না। বৈদ্য আগে নিজের রোগের চিকিৎসা কর, তবে ত' তুমি ভবরোগের বৈদ্য হইতে পারিবে।

(৩৫৫)

ছোট জাত, নীচ জাত বলিয়া তোমরা কাহাকেও ঘৃণা করিও না। অকর্ম্মা অপদার্থ বলিয়া তোমরা কাহাকেও অবহেলা করিও না। দুর্ভাগাকে তোমরা সৌভাগ্যের পথে টানিয়া আনিবার চেষ্টা কর। জন্ম দ্বারা যে হেয় হইয়াছে, তাহাকে তোমরা তপস্যার দ্বারা বড় হইবার সাহায্য কর। নরকের কীটকে তোমরা দেবতার অর্চ্চনীয় করিবার সাধনায় নাম। দুর্ব্বলকে সবল, অবশকে স্ববশ, অনাথকে বহুজনের আশ্রয়দাতা করিয়া তোলার মধ্যেই তোমাদের জীবন-সাধনার কৃতিত্ব। একটী মানুষের ভিতরে লক্ষ মানুষ ঘুমন্ত অবস্থায় আছে। সেই একটীর জাগরণ সম্পাদন করিয়া ভাবী যুগে লক্ষাধিক মানবসন্তানের জাগরণের সম্ভাবনাকে শাশ্বতী কর।

(৩৫৬)

অশান্তির সহস্র কারণ সত্ত্বেও বিচলিত হইও না। শ্রীভগবান্ নিয়ত তোমার সঙ্গে সঙ্গেই রহিয়াছেন। তোমার নিজের জন্য তুমি ভাবিবে কেন? সকল ভাবনা-চিন্তা তাঁহাকে দাও।

(৩৫৭)

অসুখ, বিসুখ, অশান্তি সংসারে চিরকালই থাকিবে। তাহারা গমনপথে বারে বারে পায়ে বেড়ি পরাইতে চাহিবে। কিন্তু ইহার মধ্য দিয়াই তোমাদিগকে কাজে আগাইয়া যাইতে হইবে। ছুতা-নাতা-ওজুহাত সব সিকায় তুলিয়া রাখিয়া প্রতিজনকে প্রত্যহ কিছু কিছু করিয়া কাজ ধরিতে ও সমাপন করিতে হইবে। সহস্র জনের দ্বি-সহস্র হস্তে যদি প্রত্যহ একটু একটু করিয়া কাজ হয়, তাহা হইলে তাহার পরিমাণটা বড় তুচ্ছ হইবে না।

(৩৫৮)

ঐক্যই শক্তি, বিচ্ছিন্নতাই দুর্ব্বলতা। তোমাদের বুদ্ধি আছে কিন্তু বল নাই। অর্থাৎ তোমাদের একতা নাই। ঐক্যের অভাব আসে অতি বুদ্ধি হইতে। বুদ্ধির বাহার বেশী খুলিলে নিজেকে জগতের সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে হয়, অহঙ্কার আসে। অহঙ্কার মিলনের শত্রুতা করে, সমকক্ষকে উপেক্ষা, অনুকক্ষকে অসম্মান ও প্রতিপক্ষকে অপমান করিতে প্ররোচনা দেয়। অহঙ্কার কর্ত্তব্যকর্ম্মের সতর্কতা কমাইয়া দেয়, ফলে অসমাপ্ত ব্রতকে সুসমাপ্ত বলিয়া ভ্রম জন্মে, যজ্ঞে পূর্ণাহুতি হইবার আগেই পথের কুকুরে আসিয়া হোমকুণ্ডে মূত্রত্যাগ করে।

(৩৫৯)

মানুষের সহিত তর্কাতর্কি ছাড়িয়া দাও। নিজের আদর্শে ও তপস্যায় নিজে লগ্ন হইয়া থাক।

(৩৬০)

সৎকাজের সময় কখনই পার হয় না। তবে, যে যত দ্রুত তাহাতে হাত লাগায়, সে তত লাভবান্ হয়।

(৩৬১)

প্রাণের সঙ্গে যেখানে প্রাণের পরিচয় হইবে, সেখানে বাহ্য আড়ম্বরের আবশ্যকতা কি?

(৩৬২)

কেন তুমি নিজেকে জীবন-যুদ্ধে পরাজিত মনে করিতেছ? জয়-পরাজয় কি আজই নির্দ্ধারিত হইয়া যাইবে? সহস্র উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া তবে মানুষ জয়ী হয়। তরঙ্গের তাড়না সহ্য না করিয়া কবে তরণী পারে লাগিয়াছে? পরাজয়কে কল্পনার বাহিরে রাখ। প্রতিবেশ বা পরিস্থিতি যতই প্রতিকূল হউক, ইহার মধ্য দিয়াই তুমি জীবনযুদ্ধে জয়-ঘোষণা করিবে। যতই বেকায়দায় পড়িয়া থাক, হারিয়া গিয়াছ বলিয়া স্বীকার করিও না। যে হার স্বীকার করিয়া ফেলে, তার আর বিজয়ের সম্ভাবনা কোথায় থাকে?

(৩৬৩)

জীবন ভরিয়া যদি হায়-হুতাশই করিবে, বিঘ্ন-বিপত্তির সহিত যুদ্ধ করিবে কখন? দুর্ভাগ্যের সহিত লড়াই দিয়াই ত' তোমাকে জয়ী হইতে হইবে।

(৩৬৪)

বাহিরের লোক ফাঁদ পাতিয়া তোমার আর কি অনিষ্ট করিতে পারিবে? তোমার মনই তোমার জন্য ফাঁদ সৃষ্টি করিতেছে। এই দুরন্ত, অশান্ত, দুর্ব্বৃত্ত মনকে অবিলম্বে ভগবানের হাতে সঁপিয়া দাও, তাহা হইলেই তাহার অনিষ্টকারিণী শক্তি দেখিতে না দেখিতে অবলুপ্ত হইবে। ভগবানে নির্ভর তোমার যত অটুট হইবে, মনের দুর্ব্বলতা, চপলতা ও ষড়যন্ত্রপ্রিয়তা তত বিনাশ পাইবে।

(৩৬৫)

প্রেমের শক্তি অতুল, অসীম, অসাধারণ। এই জন্যই প্রকৃত প্রেমিক জগতে মহাশক্তি ধারণ করিয়া থাকেন। বাহুবল, পশুবল, বুদ্ধিবল, সবই প্রেমের সমীপে পরাজয় স্বীকার করে। শুধু ''স্বীকার'' করে বলিব কেন, পরাজয় ''বরণ'' করে।

(৩৬৬)

কেহ নিজ মত অতীব বিচিত্র আড়ম্বরের মধ্য দিয়া প্রচার করিয়া যাইতেছে বলিয়াই তুমি আতঙ্কিত হইও না। তোমাকেও ত' কেহ তোমার মত প্রচারে বাধা দেয় নাই। যতক্ষণ সত্য, ন্যায়, সততা ও সরলতার পথে রহিয়াছ, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার প্রচার-কার্য্যকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া হটাইয়া দিতে কেহ পারিবে না। মিথ্যা-প্রচারকেরই সদা-ভয় যে, কখন বুঝি সকল সত্য প্রকাশ হইয়া পড়ে, কখন জানি মুখের মুখোস খসিয়া পড়িয়া হতবুদ্ধি হইতে হয়।

(৩৬৭)

জীবনের চূড়ান্ত পরীক্ষা-সমূহে বিশালতম সাফল্য অর্জ্জন করিতে হইবে। এই পথে ভগবানের অপার করুণা হইবে তোমার নিত্য সহায়। কিন্তু নিজেকে যখন সর্ব্বতোভাবে কর্ম্মোদ্যত করিবে, ভগবানের করুণা তখনই তোমার জন্য অকৃপণ হস্তে বিতরণ হইতে শুরু হইবে। অলসের দুয়ারে ভগবানের কৃপা পৌঁছে না, মধ্যপথেই তাহা উবিয়া যায়। ভগবানের অপার শক্তিতে অশেষ সহায়তায় পূর্ণ বিশ্বাস রাখিয়া তৎপ্রদত্ত সবটুকু শক্তিকে হিতকার্য্যে নিয়োগ কর।

(৩৬৮)

নিখিল বিশ্বের শুভের জন্যই তোমাকে শুভমন্ত হইতে হইবে, সকল মানবের সুখের জন্যই তোমাকে সুখার্জ্জন করিতে হইবে। তোমার আস্বাদনের প্রতিটি কণা বিশ্বের প্রতিটি পরমাণুর সহিত সমভাগে ভাগ করিয়া গ্রহণ করিও। অণু-পরমাণুগুলি মৃত বা জড়-পদার্থ নহে, তাহাদেরও প্রাণ আছে। তুমি যখন চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা প্রীতিকর দৃশ্য সম্ভোগ কর, তখন তোমারই দেহস্থ কোটি কোটি অণুপরমাণু সেই সুখাস্বাদন হইতে বঞ্চিত রহিয়া যায়। এই জন্যই তোমার একটি মাত্র ইন্দ্রিয়ের সুখলাভে তোমার সর্ব্বেন্দ্রিয় পরম-পরিতৃপ্তিতে ভরিয়া ওঠে না।

(৩৬৯)

নিজ স্বার্থ লইয়া প্রতিজনেই সারা জন্ম খাটিয়াছ, সুখ পাও নাই। দেশ, সমাজ, জাতি ও জগতের কুশলের জন্য নিষ্কাম ও নিঃস্বার্থ চিত্তে জীবনের দুই একটি বৎসর একটু খাটিয়া দেখ না যে তাহাতে সুখ মিলে কিনা। অহঙ্কার আর আসক্তি তোমার দুঃখপুঞ্জকে ভুজবন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, দূর হইতে দিতেছে না।

(৩৭০)

যে পথে পূর্ব্বে চল নাই, সে পথে চলিবার আগে কাজের ছক কাটিয়া, নক্সা আঁকিয়া, কর্ম্ম-তালিকা নির্ম্মাণ করিয়া লওয়া সম্ভব নহে। কাজে লাগিয়া যাও। কাজই তোমাকে পথ দেখাইয়া দেখাইয়া চলিবে। তোমার সেবাকে ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা, স্বার্থ বা লাভের ছোঁয়াচ হইতে দূরে রাখিয়া চলিও। দেখিও, পথবিভ্রম তোমার কিছুতেই হইবে না।

(৩৭১)

একটি কাজের সাফল্য আর পাঁচটী কাজের সাফল্য সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। ক্ষুদ্র বৃহৎ যে কাজটীকেই প্রথম ধরিবে, তাহাকেই পূর্ণ সাফল্য দিবার জন্য সর্ব্বশক্তি নিয়োগ কর। দেহ-মন-প্রাণের একটি ক্ষীণাংশকেও সেই কাজের সাফল্য-চেষ্টা হইতে দূরে রাখিও না। অপর চিন্তা, অপর ধ্যান, অপর কল্পনা, অপর জল্পনা, সব বন্ধ দিয়া এই একটি মাত্র লক্ষ্যেই নিজেকে নিয়োগ কর।

(৩৭২)

তোমরা মানুষের সহিত প্রাণ খুলিয়া মিশ। কোন স্বার্থ আদায়ের জন্য নয়, ভালবাসার তাগিদে তোমরা সকল ছোট-বড়দের সন্নিহিত হও। প্রেম যে তোমাদের স্বভাব! অপ্রেম যে তোমাদের অস্বাভাবিকতা! ঘৃণা, দ্বেষ যে তোমাদের নির্ম্মম, নিষ্কলুষ জীবনের কলঙ্ক হইয়া দাঁড়াইবে। প্রাণ খুলিয়া মিশিলে সকলের কাছ হইতেই খোলা প্রাণের স্নেহ মিলিবে। ছোটকে বড় করিবার জন্য, নীচকে উচ্চে তুলিবার জন্য, হেয়কে সমাদরণীয় করিবার জন্যই ত' তোমরা মনুষ্যত্ব-সাধনার ব্রত নিয়াছ। কোন্ গ্রামে কোন্ প্রান্তে কে আছে, তাহার খোঁজ তোমরা প্রত্যেকে নাও। কোথায় কোন্ রাজা মহারাজের বাড়ী, কোথায় কোথায় কোন্ লক্ষপতি ঐশ্বর্য্যের হৈম-পালঙ্কে শোভা পাইতেছেন, তাহা জানিবার জন্য ব্যগ্র হইও না।

(৩৭৩)

অপরেরা কাজ করিবে আর তোমরা হুকুম দিবে, সংঘই বল আর সংগঠনই বল, কোনও কিছুতেই এই মনোভাব কাজের

নহে। তুমিও কাজ করিবে, প্রয়োজনমত প্রতিজন প্রতিজনকেই বুদ্ধি, পরামর্শ, উৎসাহ, উদ্দীপনা যোগাইতে হইবে, এই হইবে তোমাদের প্রতিজনের শুদ্ধ মনোভঙ্গী।

(৩৭৪)

তোমরা কোথাও অকারণে বা সামান্য কারণে ক্ষমা, ধৈর্য্য তিতিক্ষা এবং সহিষ্ণুতা বিসর্জ্জন দিও না। বৃথা শত্রুতা সৃষ্টি করে মূর্খেরা।

(৩৭৫)

যদি অবহেলিতকে বক্ষে ধরিতে না পার, তাহা হইলে মনে করিতে হইবে যে মনুষ্য জন্ম তোমার মিথ্যা হইয়া গিয়াছে। পশুপক্ষীরা পরের কথা ভাবে না। মানুষ নিজের বাহিরে দৃষ্টি দিতে সমর্থ বলিয়াই সে জীবের শ্রেষ্ঠ। যতক্ষণ কেবল নিজেকে নিয়াই তোমরা ব্যস্ত আছ, ততক্ষণ ত' তোমরা পশু। যেই মুহূর্ত্তে নিজের গণ্ডীর বাহিরে দৃষ্টি পড়িল, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই তোমাদের দেবত্ব শুরু হইল।

(৩৭৬)

অনন্ত পরমায়ু লইয়া জগতে কেহ আসে নাই। যে কয়টী দিন পঞ্চভূতের দেনা না মিটে, সেই অল্প কয়টা দিনের ভিতরে তোমাকে তোমার প্রাণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় কার্য্যগুলি চূড়ান্ত তৃপ্তির সহিত সমাপন করিতে হইবে। সুতরাং কাহারও বসিয়া কাল কাটাইবার অধিকার নাই।

(৩৭৭)

ইহা সত্যযুগ নহে, কলিযুগ। এই যুগে দৈব অপেক্ষা পুরুষকার প্রবল, অদৃষ্ট-নির্ভর অপেক্ষা ধারাবাহিক-প্রয়াসের সামর্থ্য অধিক।

ঈশ্বরে যে বিশ্বাস করিবে, মহাকার্য্য সাধনের অধিকার তাহার। ঈশ্বরে যে বিশ্বাস করিবে, অবিলম্বে সে ঈশ্বরদত্ত সমস্ত শক্তি লইয়া কাজে হাত দিবে, লটারীর টিকিট আর ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া তাহার লক্ষ্যস্থল বা অবলম্বন হইবে না। ঈশ্বরে যে বিশ্বাস করে, সেই ত' ঈশ্বরের কাজ করিবার যোগ্য ব্যক্তি। অবিশ্বাসীদের মৃত বলিয়া জ্ঞান কর। বিশ্বাসীরাই ত্যাগ স্বীকার করিতে পারে, বিশ্বাসীরাই কঠোর কষ্ট সহিতে পারে। বিশ্বাসীরই জয়। অবিশ্বাসীদের উপরে ভরসা রাখিয়া কি হইবে?

(সমাপ্ত)

শুদ্ধ দেহে শুদ্ধ মন
সহজে প্রকাশ,
শুদ্ধ মনে প্রভু মোর
নিত্য করে বাস।

—শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ—

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী
স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব প্রণীত গ্রন্থাবলী

১। সরল ব্রহ্মচর্য্য
২। অসংযমের মূলোচ্ছেদ
৩। জীবনের প্রথম প্রভাত
৪। আদর্শ ছাত্র-জীবন
৫। আত্ম-গঠন
৬। সংযম-সাধনা
৭। দিনলিপি
৮। স্ত্রী-জাতিতে মাতৃভাব
৯। প্রবুদ্ধ যৌবন
১০। কুমারী পবিত্রতা (১ম হইতে ৬ষ্ঠ খণ্ড)
১১। নবযুগের নারী
১২। গুরু
১৩। অখণ্ড সংহিতা (১ম হইতে ২৪ খণ্ড)
১৪। মন্দির (গানের বই)
১৫। মূর্চ্ছনা "
১৬। মঙ্গল মুরলী "
১৭। মধুমল্লার "
১৮। সমবেত উপাসনা
১৯। নববর্ষের বাণী
২০। বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য
২১। বিবাহিতের জীবন-সাধনা
২২। সধবার সংযম
২৩। বিধবার জীবন-যজ্ঞ
২৪। কর্ম্মের পথে
২৫। কর্ম্মভেরী
২৬। আপনার জন
২৭। পথের সাথী
২৮। পথের সন্ধান
২৯। পথের সঞ্চয়
৩০। সাধন-পথে
৩১। ধৃতং প্রেম্না (১ম হইতে ৩৮শ খণ্ড)
৩২। বন-পাহাড়ের চিঠি (১ম ও ২য় খণ্ড)
৩৩। শান্তির বারতা (১ম হইতে ৩য় খণ্ড)
৩৪। সর্পাঘাতের চিকিৎসা
৩৫। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা
৩৬। সংযম-প্রচারে স্বরূপানন্দ
৩৭। His Holy Words

হিন্দী অনুবাদ ঃ—১। কর্ম্মের পথে ২। সংযম-সাধনা ৩। আত্ম গঠন ৪। কুমারীর পবিত্রতা ৫। সরল ব্রহ্মচর্য্য ৬। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা। অর্ডারের সহিত সর্ব্বদা অগ্রিম মূল্য পাঠাইলে ডাকব্যয়ে ভিঃ পিঃ করা হয়।